শ্রীনরোত্তম ঠাকুর

(খেতরির নিতাই)

গৌরধামগত

শ্রীনরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

প্রণীত।

ডাক্তার শ্রীসরোজ কুমার মুখোপাধ্যায়, এল্‌, এম্‌, এস্‌

শ্রীশ্রীমধুর-গৌরাঙ্গ-ভবন

অধীনস্থ

শ্রীশ্রীহরিসভা হইতে

প্রকাশিত।

[মূল্য এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

DR. S. K. MUKHERJEE,

Agarpara.

Kamarhaty P. O.

১৩৩৪

কলিকাতা, ২৭নং কলেজ ষ্ট্রীট্

আলেকজান্দ্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জ্জয়তি।

নিবেদন।

এই শ্রীগ্রন্থের লেখক আমাদের পরমারাধ্য দাদা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত। তাঁহার লিখিত গ্রন্থরাজি ও প্রবন্ধ সমূহ এবং তাঁহার প্রতিষ্টিত হরিসভা তাঁহার মহান্ চরিত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয় আজিও দিতেছেন।

শ্রীশ্রীনরোত্তম চরিত্র ভক্ত সাধকের কণ্ঠহার স্বরূপ; তাঁর নূতন করিয়া পরিচয় লেখা বাহুল্য মাত্র। তবে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে একটুখানি বলিবার আছে। এই গ্রন্থ বহুদিন পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি আর একবার নূতন করিয়া দেখিয়া ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে ভাল করিয়া নাটকাকারে রূপ দিবেন। কিন্তু তাঁর সে মনোসাধ পূর্ণ হয় নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে তাঁর নিজধামে টানিয়া লইয়াছেন। আমরা গ্রন্থখানি যেমন ভাবে পাইয়াছি সেই ভাবেই প্রকাশ করিলাম। সুধী ও ভক্ত পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া এতটুকু আনন্দ পাইলেই আমরা ধন্য হইব। জয় গৌর। অলমিতি—

নিবেদক

'নরেন্দ্র নাথ প্রতিষ্ঠিত

হরিসভার'

সেবকবৃন্দ।

গৌর

সেবাময়

শ্রীনরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীমঙ্গলাচরণ

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥
আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ;
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥
অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥
জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা ।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে
জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়ানাম্ ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরায় শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমো নমঃ ॥

প্রস্তাবনা।

(শ্রীখোলকরতাল লইয়া দুইদিক দিয়া দুইদল ভক্তের প্রবেশ।)

১ম দল। কোন্ দেবতা সবার বড় বল্ না বিচারে ?

২য় „। ভৃগুমুনি পদচিহ্ন কে বুকে ধরে ?

১ম „। কোন্ ধর্ম্ম সবার সেরা বুঝ্‌ব কেমনে ?

২য় „। মতপথের মীমাংসা করে' তত্ত্ব বাখানে।

১ম „। কোন্ সাধনে কলিযুগে জীব ভবে তরে ?

২য় „। দুর্ব্বল কলির জীবে কঠোর কি পারে ?

১ম „। দয়ার ঠাকুর বিনে মোদের কেবা উদ্ধারে ?

২য় „। (ও ভাই) পরম দয়াল পতিতপাবন নাম বিতরে।

১ম „। জ্ঞানকর্ম্মযোগসাধনে শক্তি আছে কি ?

২য় „। শমদম যমনিয়ম গ্রন্থে দেখেছি।

১ম „। তবে কি উপায় বলো তবে কি উপায় ?

২য় „। কলৌ হরিসংকীর্ত্তন পরম উপায়।

১ম „। নিঃশ্রেয়স পদ জীবে হরিনামে পায়।

২য় „। পঞ্চম পুরুষার্থ নামে প্রেম উপজয়।

(উভয়দলে মিলিতকণ্ঠে সংকীর্ত্তন।)

আনন্দে বল হরি হরি বল ভাই।
হরিনাম রসে মেতে' হরিগুণ গাই॥
রূপগুণলীলাবেশে সবে মেতে' যাই।
হরিভক্তসুচরিতে ডুবে' হরি পাই॥

হরি বল হরি বল হরি বল ভাই ।
হরিপ্রিয় নরোত্তম গুণ সবে গাই ॥
যেতে মতে লীলা গাই তাহে দোষ নাই
হৃদয় শোধন লাগি' ভক্তগাথা গাই ॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল ।
ভক্তভুক্ত অবশেষ সাধন সম্বল ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়ে মন ।
নরোত্তম লীলা গাই শুন ভক্তগণ ॥
অদোষদরশী সাধু বৈষ্ণবেরি গণ ।
নিজগুণে অপরাধ করহ মার্জ্জন ॥
গৌর গৌরাঙ্গভক্ত কৃপায় স্ফুরণ ।
দোষ ছাড়ি' গুণ ধরো দেহ ভাবদান ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় করি' নমস্কার ।
নরোত্তমলীলা গায় অধীন কিঙ্কর ॥

নান্দী।

নরোত্তম নারায়ণ জয় জয় কলিপাবন।

অগতির গতি, নিখিলের পতি, জয় রে ভুবনমোহন ॥

জয় জয় জগবন্দন,

জয় রে ভূভারহরণ,

অস্তি ভাতি প্রিয়তম চিদ্ঘন নিরঞ্জন।

সর্ব্বোত্তম গৌরবরণ মানসসন্তাপহরণ ॥

গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল!! গৌরহরিবোল!!!

কুশীলবগণ ।

পুরুষগণ ।

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীল লোকনাথ (আদি গোস্বামীপাদ, গৌরপ্রিয়জন, নরোত্তমের গুরু), শ্রীল ভূগর্ভ (লোকনাথের ব্রজসহচর), শ্রীরঘুনন্দন (শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র), শ্রীজীব গোস্বামী (স্বনামধন্য ভক্তিশাস্ত্রকর্ত্তা, নরোত্তমের শিক্ষাগুরু), শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী (ছয় গোস্বামীর অন্যতম, আচার্য্যপ্রভুর গুরু), শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী (বৃন্দাবনবাসী মহান্তদ্বয়), শ্রীনিবাস আচার্য্য (আচার্য্যপ্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গের আবেশাবতার), শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ (ঐ শিষ্য, নরোত্তমের প্রিয়সখা)।

নরোত্তম—ঠাকুর মহাশয়, খেতরির নিতাই ।

কৃষ্ণদাস—শ্রীশ্যামানন্দ, উড়িষ্যা দেশে গৌড়ীয় ভক্তিপ্রবর্ত্তক ।

রাজা কৃষ্ণানন্দ—নরোত্তমের পিতা ।

সন্তোষ—ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র ।

কৃষ্ণদাস—জনৈক প্রতিবাসী ভক্ত ।

বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়
দিগম্বর ভট্টাচার্য্য
ব্রজমোহন বসু
} ঐ প্রতিবাসীগণ ।

জবরদস্ত সিং
জঙ্গু মিঞা
ভোদো ও মেধো
} ঐ সর্দ্দারগণ

বলরাম, হরিরাম, রামকৃষ্ণ, চাঁদ রায়, সন্তোষ রায়, গঙ্গানারায়ণ	নরোত্তমের শিষ্যবর্গ।

বাদশাহ—গৌড়ের বাদশাহ।

খয়ের খাঁ—ঐ মোসাহেব।

সেনাপতি—ঐ সেনাপতি।

কিষণজী—মথুরার ধনী বণিক্।

মহান্তগণ, ব্রাহ্মণগণ, পণ্ডিতগণ, নাগরিকগণ, মৌলবী, কবিরাজ, রোজাগণ, মিস্ত্রিগণ, দূত, প্রতিহারী ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

দেবী পদ্মাবতী।

ক্ষ্যাপা মা—উদাসিনী প্রেমপাগলিনী রমণী।

নারায়ণী—রাজমহিষী, নরোত্তমের মাতা।

শান্তশীলা—ঐ পালিতা কন্যা।

হরিদাসী—কৃষ্ণদাসের পত্নী। কাদম্বিনী—ভট্টাচার্য্য গৃহিণী। সিদ্ধেশ্বরী—বোসেদের গিন্নী।	প্রতিবাসিনীগণ।

চাড়ুয্যে গিন্নী, পরিচারিকাগণ, জলদেবীগণ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

—:*:—

শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পদ্মাতীর, রামকেলি গ্রাম।

শ্রীগৌরাঙ্গ। (খেতরির দিকে চাহিয়া আবিষ্ট হইয়া)

বাপ্ নরোত্তম!

পদ্মাতীরে ওই পুণ্যস্থান।

শ্রীমান্ নৃপতি,

কৃষ্ণানন্দ অতিশুদ্ধমতি;

শুচী নারায়ণী,

তাঁহার ঘরণী;—

তাঁর গর্ভসিন্ধু উজলিয়ে,

উর' প্রেমভক্তি ইন্দু!

মহাকার্য্য সাধিবারে হও আগুয়ান।

কার্য্য মোর জীব উদ্ধারণ,

তুমি মোর অতিপ্রিয়জন,
তোমা' দ্বারে হবে সুখে প্রেম বিতরণ।
পদ্মা! পদ্মা! দেবী পদ্মাবতি!

(পদ্মাবক্ষে করজোড়ে নতজানু হইয়া দেবী পদ্মাবতী।)

নমি পদাম্বুজে নাথ গোলোকের পতি!
কি আজ্ঞা দাসীরে এবে বলহ সম্প্রতি,
পালিয়ে সার্থক হো'ক্ সলিলজীবন। (প্রণাম।)

শ্রীগৌরাঙ্গ। ধর দেবি ধর ধর অমূল্যরতন,
প্রেমময়-নিত্যানন্দ-প্রেমভক্তিধন,
যতনে হৃদয়ে দেবি করো'লো ধারণ।
যবে আসি' মোর নরোত্তম,
তো'র পূত নীরে ধনি করিবে লো স্নান,—
বড় প্রিয় সে জন আমার,—
আদরে করিয়ে ক্রোড়ে সুকুমার তনু,
এই ধন করিবে অর্পণ।

পদ্মাবতী। দেহ নাথ শিরে ধরি এ প্রেম প্রসাদ।
ধন্য প্রেমময় ধন্য তব প্রেমধন,
ধন্য সে করুণা যাহে প্রেমবিতরণ,
ধন্য ধন্য নরোত্তম প্রেমমহাপাত্র,
ধন্য ধন্য কলিজীব ধন্য ইহামুত্র,
অধন্য পদ্মাও ধন্য ন্যস্তের কারণ,
নমি পদাম্বুজে পুনঃ নমি নারায়ণ।

শ্রীগৌরাঙ্গ। বর মাগো বালা।
কিবা সাধ তোর চিতে ?—পূরা'ব বাসনা।

পদ্মাবতী। দেব !
অজ ভব যাচে শ্রীচরণ,—
সেই প্রভু সম্মুখে আমার।
অন্য বরে কিবা প্রয়োজন ?
দিবে যদি বর,
দাসীরে এ বর দেহ করিয়ে মিনতি,
নরোত্তমদ্বারে তব প্রেমবিতরণ-
-লীলা যেন পাই দেখিবারে।
সরযূকালিন্দীগঙ্গাসৌভাগ্যমহিমা
হেরি' চিরকাল হ'তে সাধ জাগে মনে,
হরিপ্রেমলীলা হেরি' মোর তীরে নীরে,
জীবন সফল করি চরণ প্রসাদে।

শ্রীগৌরাঙ্গ। পূর্ণ হবে মনস্কাম।
খেতরিতে বিহরিবে মোর নরোত্তম।

(পদ্মাবতীর প্রণাম ও অন্তর্দ্ধান।)

রামকেলিগ্রাম—পথ।

(ভক্তবৃন্দের ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ।)

১ম ভক্ত। কই, কই, প্রভু কোথা' গেলেন ? এই যে এইদিকে এলেন !

শ্রীনিত্যানন্দ। পরম চঞ্চল! একস্থানে কি তাঁর স্থির হ'য়ে থাক্‌বার যো আছে! চিরকেলে স্বভাব! থাকেন থাকেন পালিয়ে গিয়ে নির্জ্জনে আলাপ করে' আসেন! আজ আবার এক লীলা; কার সঙ্গে কি কথা হবে আর কি! চল, গুণের কথা শুনতে পাবে এখন।

২য় ভক্ত। তা বলে', ঠাকুর তোমার চেয়ে চঞ্চল নন্। আচার্য্যপ্রভু ত তোমাকেই পরম চঞ্চল বলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ। থাম্ থাম্। যেমন তোদের আচার্য্য, তেম্‌নি তোদের ঠাকুর; আমি অবধূত, শান্ত দান্ত সন্ন্যাসী, তোদের চঞ্চল ঠাকুরের পাল্লায় পড়েই ত চঞ্চল হ'য়ে গেলুম। ছাখ্ ছাখ্, ওই না?

৩য় ভক্ত। হাঁ হ্যাঁ, ঐত ঐত, ঐত প্রভু। চলুন চলুন, আবার না ছুটে পালিয়ে যান। (দ্রুতবেগে প্রস্থান।)

(ভক্তগণের প্রবেশ।)

বোল বোল হরিবোল, হরিবোল (ধ্বনি)

ভক্তগণ। —ঐ— —ঐ—

শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্তগণ। হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল;

বোল বোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।
বোল বোল বোল বোল হরিবোল হরিবোল॥
বোল বোল বোল বোল বোল বোল হরিবোল।
বোল বোল বোল বোল বোল বোল বোল বোল॥

[প্রেমাবেশে নৃত্য ও সংকীর্ত্তন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(রাজা কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণী।)

কৃষ্ণানন্দ। এতদিনে মনোসাধ পূর্ণ নারায়ণি।
যাগ যজ্ঞ দেব আরাধন,
জপ তপ ব্রত অনশন,
সফল হইল এবে দেবের কৃপায় ;—
নরোত্তম মোদের নন্দন

নারায়ণী। সত্য নরনাথ!
দেব কৃপা বর্ণিবারে নারি!
ধনৈশ্বর্য্য বিলাস বৈভব
সকলি বিফল মানি বিনা পুত্রধন।
অন্নজল রোচে না জিহ্বায়,
কি দুঃখে কেটেছে কাল!
পুত্রমুখ করি নিরীক্ষণ,
ভুলেছি সকল দুঃখ ;
কোলে পেয়ে নরুধন,
সর্ব্বসুখে সুখী মোরা এ মরভুবনে।

কৃষ্ণানন্দ। নরু রূপে মনোহর,
সুশীল সুমতি শান্ত সর্ব্বগুণাকর,

খেতরিতে নাহি হেরি এ হেন নন্দন।
রত্নগর্ভা তুমি দেবি বলে সর্ব্বজন।

নারায়ণী : পতিভাগ্যে পুত্র মিলে বিদিত জগতে।
রূপে গুণে তুমি নিরুপম,
সর্ব্বজনপ্রিয় তাই মোর নরোত্তম।

[নেপথ্যে—কই গো, নরুর মা কোথায় ?]

কৃষ্ণা। ঐ ওঁরা আস্‌ছেন। ওঁদের সঙ্গে কথা কও। আমি যাই, আমার হাতে কাজ আছে।

(প্রস্থান।)

(কাদম্বিনী ও সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।)

কাদ। বলি, হ্যাগা, তুই কেমন মা বল্ দেখি। অমন সোনার চাঁদ ছেলে, পাড়ার ভূতগুলোর সঙ্গে মিশে, এক গা ধূলো মেখে, এক গা ঘেমে', দুপুর বেলায় দুপুরে মাতন কত্তে নেগেছে, আর তুই নিচ্চিন্দি হ'য়ে বসে আছিস্! না হোক্ বাছা, বাপের জন্মে এমন মা ত কখনো দেখিনি।

নারা। কই, কই নরু কই ? (সিদ্ধেশ্বরীর প্রতি) দে মা দে। (ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিয়া) আহা, তাই ত ! বাছার আমার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে। (মুখ মুছাইতে মুছাইতে) ভাগ্যি মা, তোরা দেখ্‌তে পেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে এলি !

সিদ্ধে। তা যাই হ'ক্ রাণিমা ! অমন করে নরুকে আর একলা ছেড়ে দিও না। নজর লাগ্‌বে, কি হবে, মা, আমরা ত ভেবে ভেবে আর বাঁচিনি। আবার আজ দেখি না, হরিবোল

হরিবোল করে নাচ হচ্চে আর ধূলোয় গড়াগড়ি দিচ্চে। (নরুর গালে আল্‌তো চাপড় দিয়া) দুষ্টু ছেলে !

নারা। তোরা সবাই আমার নরুকে ভালবাসিস্, তাই আমিও অনেকটা নিশ্চিন্দি থাকি। নরু ত আমার একলার ছেলে নয়, নরু তোদের সকলেরই ছেলে। কিন্তু, দাসীর আক্কেল কি ! সে যে হাওয়া খেতে নিয়ে যাই বোলে নরুকে আমার কোল থেকে নিয়ে গেল ! নরু তোদের কোলে ফিরে এল, তার দেখা নেই।

কাদ। আর বোলো না মা বোলো না। দাসীদের আজকাল দশাই ওই।

নারা। নরু, খিদে পেয়েছে ? কিছু খাবি বাবা ?

সিদ্ধে। তবে এখন আমরা আসি মা ঘরের আবার কাজকর্ম আছে।

নারা। এস, মা এস। (উভয়ের প্রস্থান।)

আয় নরু, খাবি আয়।

নরো। মার কাছে ত আল্ দাব না,
খিদে পেলে আল্ চাব না,
হলি নাম সুধায় আমার ক্ষুদা তিন্না সব হরেচে।
হলিবোল হলিবোল হলিবোল
বল্ ভাই নেচে নেচে ॥

নারা। ছিঃ বাবা! খাবনা কি বলতে আছে ? এ গান কোথা শিখলে বাপ্ ? (নারায়ণী খাবার লইলেন)

নরো। এ বালো গান মা! না ? এ গান আজ জেঠামছাইদের বালীতে ছিখিচি।

নারা। বেশ গান ! (স্বগত) প্রাণটা কেমন হয়ে গেল ! বিধাতার

মনে কি আছে তিনিই জানেন। দুঃখিনীর ভাগ্যে সইলে হয়!
(প্রকাশ্যে) নে বাবা খা। (নরুর খাদ্যগ্রহণ।)

(নেপথ্যে—গৌরহরিবোল)

নারা। ঐ ক্ষ্যাপা মা এসেছেন। আয় নরু আয়।

(ক্রোড়ে লইয়া অগ্রসর হওন।)

(ক্ষ্যাপা মার প্রবেশ।)

মা গো! এতদিনে মেয়েকে মনে পড়লো মা? এতদিন কি ক'রে ভুলে ছিলি মা? তোর কৃপায় এ রতন কোলে পেয়েছি. দ্যাখ্ মা. তোর চাঁদমণি কেমন হয়েছে দ্যাখ্। নরু, ক্ষ্যাপা মাকে প্রণাম করো বাবা।

(নরুর প্রণাম।)

ক্ষ্যাপা মা। কৃষ্ণে মতি হোক্ আজ তোদের নরুকে দেখ্তেই এলেম মা।

(আজ) দেখ্তে এলেম তোদের সোনা।
দেখ্তে ভবে জনম হ'ল, যারে তারে দেখ্তে মানা॥
দেখিতে রেখেছি এ প্রাণ, দেখ্তে ত তায় কেউ জানে না।
(আমার) দেখ্তে দেখ্তে জনম গেল, দেখা তারে হ'ল না॥

(মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া নরুর প্রতি) তুই দেখ্বি বাবা দেখ্বি। আবার দেখা হবে তখন। (নারায়ণীর প্রতি) তবে এখন আসি মা। (উভয়ের প্রণাম।) গৌরহরিবোল, গৌরহরিবোল, গৌরহরিবোল॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

—*:—:*—

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কৃষ্ণদাসের কুটীর।

তুলসীতলে কৃষ্ণদাস সমাসীন।

কৃষ্ণদাস। আহা! রাজার আমাদের কি ছেলেই হয়েছে! দেখ্‌লে নয়ন জুড়িয়ে যায়! নরোত্তম নরোত্তমই বটে! এমন ছেলে কি হয়? মুখখানি সরলতামাখা, ঢল্‌ঢলে চোখ, প্রকৃত ভক্তের চেহারা তাই বুঝি আমায় এত আকর্ষণ করে! কই, স্ত্রীপুত্রের জন্যে ত প্রাণ এমন করে না। এটী প্রভুর নিজ জন, শুনেছি প্রভুর আকর্ষণেই নরুর জন্ম হয়েছে। নরোত্তম প্রভুর কার্য্য কর্‌তেই এসেছে। এখন ত বালক, সে লীলা কি দেখ্‌তে পাব? হা গৌরাঙ্গ! তোমারই ইচ্ছা! শ্রীচরণে স্থান দিও, দীন কৃষ্ণদাসের এই প্রার্থনা!

(নরোত্তমের প্রবেশ।)

নরো। গোল হলি বোল।

কৃষ্ণ। এ নাম কোথায় পেলি বাপ্‌?

নরো। দেখ জেঠামছাই! কাল আমাদের বালী ক্ষেপীমা এয়েছিলেন. তিনি খালি খালি ওই নাম করেন। কেমন মিষ্টি নাম! আবাল্‌ আবাল্‌ বল্‌তে ইচ্ছে হয়।

কৃষ্ণ। বলো বাবা বলো। (স্বগত) ক্ষ্যাপা মাকে দেখ্‌লেই গৌর নাম আপনি মুখে আসে। বালক শুদ্ধস্বত্ব, অম্‌নি ধরে গেছে।

আহা! ক্ষ্যাপা মার ভাবটী কি সুন্দর! (নরুর প্রতি) যদি শিখেছ বাপ্, আর ভুলো না।

নরো। গৌলহলি কে জেঠামছাই? তিনি ঠাকুল?

কৃষ্ণ। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্। শ্রীধাম নবদ্বীপে নরদেহ ধারণ করে' লীলা করতে এসেছিলেন। (নরুর শিহরণ।)

নরো। ঠাকুল মানুষ! তাঁকে দেখা যায়? তাঁর সঙ্গে খেলা করা যায়? আমি তাঁর সঙ্গে খেলা করব জেঠামছাই। কেমন? তিনি কোথায়? নবদ্বীপ কোথায়? আমি তোমার সঙ্গে নবদ্বীপ যাব। আমায় নিয়ে চল না জেঠামছাই। (অগ্রসর হইয়া) কবে যাবে বল না জেঠা?

কৃষ্ণ। (স্বগত) বালকের সরল প্রাণের ব্যাকুলতায় অধীর হ'য়ে যাই যে! প্রভো শ্রীগৌরাঙ্গ! এখন কি বলি? উঃ! বুক ফেটে যায়! (প্রকাশ্যে) র' বাবা র'। আর দিন কতক সবুর কর্। তিনি আপনিই এসে তোকে কোলে ক'রে নিয়ে যাবেন।

নরো। তিনি দেখ্‌তে কেমন জেঠামছাই?

কৃষ্ণ। আহা!

নওল নটোবর,　　গৌর সুন্দর,
সুন্দর চাঁচর কেশ।
সুন্দর সুন্দর,　　বদন সুন্দর,
সুন্দর সুন্দর বেশ॥

সুন্দর সুন্দর, নয়ন সুন্দর,
সুন্দর সুন্দর দিঠি।
সুন্দর সুন্দর রক্ত বিম্বাধর,
সুন্দর হাসি মিঠি মিঠি ॥
সুন্দর উর'পর, সুন্দর ফুলহার,
সুন্দর সুন্দর দোলে।
সুন্দর ভঙ্গিম, তরঙ্গ-রঙ্গিম,
জগ জন মনো যাহে ভোলে ॥
সুন্দর চরণে, সুন্দর নুপূর,
রুণু রুণু ঝুণু বোল বোলে।
এ হেন গৌরাঙ্গ, কেবা আনি দিল
কেবা হরে' নি'ল কোন্ ভোলে ॥

নরো। (শুনিতে শুনিতে আবিষ্ট) বেশ ত তোমার গৌরহরি। আমায় ভাব কোরে দাওনা জেঠা, আমি তাঁর সঙ্গে খেলা করি। গৌরের গল্প করো না জেঠা শুনি।

কৃষ্ণ। আহা! যখন গৌর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কীর্ত্তন কর্‌তেন! সে দৃশ্য কি সুন্দর! একে সেই গৌরবরণ! তায় গদাধর প্রাণ দিয়ে চন্দনসেবা করে' দিয়েছেন। চাঁচর চুলের মোহন চূড়া, তায় সাদা সাদা ফুল গোঁজা, গলায় মালতীর মালা, পাশে নিতাই—অনুরূপ বেশ, অনুপম নৃত্য,—আহা! কি সুন্দর! বামপাশে গদাধর, রাধাভাবে

ভোর, চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য কীর্ত্তন কচ্চেন। কি সুন্দর! কি সুন্দর! আহা নরুরে, সে দৃশ্য কি আর দেখ্‌তে পাব! শ্রীগৌরাঙ্গ কি আমায় কৃপা কর্ব্বেন?

নরো। তারপর কি হোল জেঠামছাই?

কৃষ্ণ। তারপর?—তারপর যা হোলো তা বল্‌বার যে ভাষা নেই বাপ্‌! সে সোনার স্বপন ভেঙ্গে গেল! (ক্রন্দন) বিধি বড় সাধে বাদ সাধ্‌ল বাপ্‌! সোনার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হ'য়ে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে' গেলেন।

নরো। অ্যাঁ! তবে আর তাঁকে দেখ্‌তে পাব না! (ক্রন্দন ও মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ। (ব্যস্ত হইয়া) ওরে জল জল! শীগ্‌গীর করে' পাখা নিয়ে আয়।

(বেগে হরিদাসীর জল ও পাখা লইয়া প্রবেশ।)

হরিদাসী। কি কর্‌লে গো! সর্ব্বনাশ কর্‌লে! নরু এমন কেন হোলো! আহা, বাছা এই যে তোমার কথা শুনছিল, এমন কেন হোলো!

কৃষ্ণ। ভয় নেই। তুমি মাথায় পাখার বাতাস করো।

(মুখে জল ছিটাইয়া দেওন ও কর্ণে গৌরহরি নাম)

নরো। (চেতনা পাইয়া) কোথায় তিনি? জেঠা, কোথায় গেলে তাঁকে দেখ্‌তে পাব?

কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণি! নরু সুস্থ হয়েছে। তুমি গৃহকার্য্যে যাও। (হরিদাসীর প্রস্থান।) সুস্থ হও বাপ্‌। তুমি তাঁর দেখা পাবে। সরল প্রাণের এ ব্যাকুলতায় তিনি কখনই স্থির থাকৃতে পারবেন না। তিনি

তোমায় দেখা দেবেন। দেখিস্ বাপ্, তখন যেন দীন কৃষ্ণদাসকে ভুলিস্ না। শুনেছি, অন্তরঙ্গ ভক্তদের আকর্ষণে এখন তিনি সঙ্গোপনে শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ কর্চ্ছেন।

নরো। কোথায় জেঠা শ্রীবৃন্দাবন? আমি সেখানে যাব। তাঁর খেলীদের দেখ্‌ব, তাঁকে দেখ্‌ব, তাঁর সঙ্গে খেলা কর্‌ব।

কৃষ্ণ। যাবে বৈকি বাবা। আমিও যাব। বড় হও, তখন যাবে।

নরো। আর একটী গান করো না জেঠা।

কৃষ্ণদাস। ভজ ভজরে মন, ভজনেরি ধন,
শ্রীগৌরাঙ্গ ভকতজনমনোহারী।
(জয়) কীর্ত্তন বিহারী, পতিত উদ্ধারি,
প্রেমধন বিতরিতে ভুবি অবতারী॥
(জয়) হরিনাম রবে গগন বিদারী,
স্থাবর জঙ্গম প্রেমোন্মত্তকারী,
(জয়) পাপহারী, দুঃখ নিবারী,
তৃষিত চাতকচিত সুশীতল বারি।
(জয়) প্রেমময় হরি, গোলোকাধিকারী,
কলিজীবে কৃপা করি নদীয়া বিহারী॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরের্নাম হরের্নাম নামৈব পরমাগতি।

কলৌ নাস্ত্যেবান্যথাগতি নামে কুরু রতি মতি ॥

হরিবোল !!! হরিবোল !!! হরিবোল !!! হরিবোল !!!

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—চোরঘাট। কদম্ব-কুঞ্জ। শ্রীবৃন্দাবন।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ।

ভূগর্ভ। হে ভূধর !
লোকনাথ পদাশ্রয়ে ভূতলের স্থিতি।
তবে কেন না পাই দর্শন ?
তুমি সহচর মোর এ দীর্ঘ প্রবাসে।
সখা সখী আত্মীয় স্বজন, প্রাণের বান্ধব তুমি,
তোমা' বই কেহ নাই আর।
সঙ্গলোভে যাচি লই' প্রভুর আদেশ
তোমা'সনে হ'নু বনচারী ;
দেশে দেশে ফিরি,
সুজনসঙ্গমে সদা মনেরি আনন্দে।
এবে কেন হেরি বিপরীত ?
দেখি নাই কত দিন !
দিনে দিনে কতদিন হ'তেছে প্রতীতি।

লোকনাথ। কি কহব বড় দুঃখে কাটিয়াছে কাল।
মরমের কথা তুমি জানত সকলি।
কত সুখে ছিনু পঞ্চদিন,
নবদ্বীপে প্রভু সন্নিধানে।
হেরিতুঁ শ্রীমুখ, সেবিতুঁ চরণ,
শুনিতুঁ শ্রবণে
শ্রীগৌরাঙ্গমুখে কৃষ্ণকথা
পরমকৌতুকমনে।
অহর্নিশি সংকীর্ত্তনকেলিকোলাহল—
আনন্দ পাথারে সদা দিইতুঁ সাঁতার।
দেখিতে দেখিতে হায় ফুরাইল দিন,
ষষ্ঠ দিনে শুনিনু সে নিদারুণ বাণী,
যাহে দেশান্তরী,
ভ্রমি দোঁহে চিরকাল বিজনবিপিনে।
ফুরাল মিলনকাল, ঘেরিল দুর্দ্দিনে।
বারেক হেরিব বলে' রসের বদন,
কত না ঘুরেছি ভাই!
নীলাচল হ'তে প্রভুর দক্ষিণবিজয়,
শুনি' ছুটিলাম দোঁহে তাঁর অন্বেষণে;
ঘুরি' ফিরি' পুরীধামে শুনি,
শ্রীবৃন্দাবনপথে হ'ল তাঁহার প্রয়াণ।
ধেয়ে আসি বৃন্দাবন,

হেথা' শুনি মাস দুই করি' অবস্থান,
পুনঃ নীলাচলে প্রভু করিল প্রস্থান।

ভূগর্ভ। কিবা অপরাধে মোরা হইনু বঞ্চিত
প্রভু দরশনে ?
কেনে বা দয়াল প্রভু নিদয় হইলা
পদাশ্রিত দাসজনে ?

লোকনাথ। অচিন্ত্য প্রভুর লীলা অপূর্ব্ব মহিমা !
স্বপ্নে রাতে দিলেন দর্শন
নদীয়াবিহারী গোরা পরমমোহন,
মৃদু হাসি' কহিলা বচন,
"মনে দুঃখ না ভাবিহ শুন প্রিয়তম।
ইষ্টরূপে হেরিয়াছ মোরে,
ইষ্টরূপে হের আরবার,
এ মূরতি অঙ্কিত তোমার হৃদে।
তুমি কি হেরিতে পার এবে যেইরূপ
জীবের উদ্ধার লাগি' করেছি ধারণ ?
দীনহীন কাঙালের বেশ,
হেরিতে তোমার ক্লেশ,
সেকারণ দেখা নাই তোমাদের সনে।
তুমি মোর নিজ জন,
দুঃখ পেলে বড় দুঃখ পাই যে পরাণে।
পরিহর দুঃখ লোকনাথ !

যখনি স্মরিবে তখনি হেরিবে
তোমার অভীষ্টরূপে এই কুঞ্জবনে।”

ভূগর্ভ। শুনিতে নবীন আশা জাগিল পরাণে।
পাব তবে তাঁর দেখা শয়নে স্বপনে।
কিন্তু,—নয়নে না দেখিব আবার,
তবে কিবা কাজ ভববাসে আর ?
আইলেন রূপ-সনাতন ;—
লুপ্ততীর্থ সমুদ্ধার, শাস্ত্রপ্রণয়ন,
অনায়াসে প্রভুকার্য্য হইবে এবার।
মোদের কি কার্য্য আছে আর ?

লোকনাথ। প্রভুদরশন বিনা বিরস জীবন।
কেবা বল বাঁচিবারে চায় ?
কতদিন ধরেছি চরণ,
কতবার করেছি ক্রন্দন,
ইঙ্গিতে কহেন কিছু কার্য্য আছে বাকী
সাধ হয় ভেসে' চলে যাই,
কেবা হেথা করে আকর্ষণ :
কা'র তরে পরাণ ব্যাকুল,
কেবা সেই বুঝিবারে নারি।

ভূগর্ভ। মনে লয়, আছে ভাগ্যবান্ ;
প্রভুর ইচ্ছায়,
ভাঙ্গিবে তোমার অতি নিদারুণ পণ।

শিষ্যস্নেহ করিল আশ্রয়,
ভক্তিবলে যোগ্যশিষ্য করে গুরুজয়।

[নেপথ্যে সঙ্গীত। (ক্ষ্যাপা মা)]

গভীর ঝঙ্কারে, ললিত লহরে
হৃদয় স্পন্দিত করি' পশিল পরাণে।
ভাবময়ী ভাবিনী গায়িকা
ভাবের জগতখানি তুলিল জাগায়ে।—
মরমনিহিত কথা কহে গীতছলে
যেন শুনেছি এ স্বর,
যেন চিনেছি উঁহারে,
চিনি চিনি করি, চিনিবারে নারি,
কেবা এই নারী, তত্ত্ব কিছু জান তার ?

ক্ষ্যাপা মার গীত।

চিনিতে পার কি সখি চিনিতে।
যখন ছিনু একদেশে, তখন আমায় চিনিতে॥
এখন গিয়েছি ভেসে, পার কি আমায় চিনিতে ?
আমি বল্‌তে এলেম ব্রজপুরে, দেখে এলেম তোর নরুরে,
(এখন) হাতে ধরে মঞ্জরীরে, লও নিত্য ধামেতে॥

লোকনাথ। ও কে গায়! আহা! কিবা গাহে গান!
ভূগর্ভ। উদাসিনী প্রেমপাগলিনী

আসে যায় স্বপনের পারা,
দেবকার্য্যে ভাসিয়ে বেড়ায়
অতি অদ্‌ভূত রীত।
এখনি যে হইল বিশ্বাস,
দঢ়াইল সুদেবীর বাণী ; হইল সময়,
শিষ্যবরে আলিঙ্গিতে হ'বে মতিমান্।

লোকনাথ। তুমি আমি কি করিতে পারি !
যে ইচ্ছা প্রভুর তাহা সুসিদ্ধ হইবে।
স্বতন্ত্র প্রভুর ইচ্ছা সেই কার্য্য হয়।
কাষ্ঠপুত্তলিকা হেন মোদেরে নাচায়।

—:*:—

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—পদ্মাতীর।

নরোত্তমের প্রবেশ।

নরো। কই, কই, কোথা তুমি ?
কোথা' গেলে কমলনয়ন ?—
শয্যায় শুইয়া ছিনু, ঘুমে অচেতন,
হেরিনু স্বপন,—
উজরবরণ এক পুরুষরতন

হরি বলি' ঢুলি' ঢুলি' আগুবাড়ি আসি'
সস্নেহ বচনে কহে গদগদ ভাষে,
"উঠ উঠ বাপ্ নরোত্তম,
উষাকালে পদ্মানীরে করো গিয়া স্নান।
আজি সুপ্রভাত,
স্নান করি' পাবে বাপ্ অমূল্যরতন,
তোমা' লাগি' পদ্মাদেবী করেন ধারণ
সযতনে দেবের নিদেশে।
স্নান করি' লভ'রে রতন,
যাহে ধন্য হ'বে ত্রিভুবন,
দেবকার্য্য হ'বে তোমা' দ্বারে।"
এত বলি' সঙ্গে করি' আনি'লে হেথায়,
এবে নাহি হেরি, লুকা'লে কোথায় ?—
তবে বুঝি দেবের দর্শন ?—
নহে ত স্বপন,—বীচিবিলোলবিলাসকল্লোলিত তানে
ওই পদ্মা করিছে আহ্বান,—
যাই, যাই, যাই দেবী দেবের নিদেশে,
প্রণমি প্রণমি মাত প্রণমি চরণে,
দেবের প্রসাদ কিবা রেখেছ রতনে,
দাও দেবি ধন্য হই মস্তকেতে ধরি'।　　(ঝম্পপ্রদান।)

(নরোত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া)

পদ্মাবতী।　　আয় আয় আয় রে বাছনি,

হরিপ্রিয় ভক্তচূড়ামণি !
কোলে আয় বাপ্ ,
কোলে করি' জুড়াই সন্তাপ,
ধন্য হই পরশে তোমার ;
দেবকার্য্য সম্পাদি'তে তোমার জনম,
দিব তো'রে দেবদত্ত ধন ;—
অতি দুর্ল্লভ রতন.
শিব শুক সনকাদি যাহে করে মন,
সে ধন তোমার লাগি' প্রকট শ্রীহরি
শ্রীগৌরাঙ্গ মোর ঠাঁই রাখিলা যতনে.
যথাকালে অর্পিতে' তোমারে ।
এবে পূর্ণ কাল.
ধর লও হরিপ্রেমধন.
যতনে হৃদয়ে রাখো গৌরাঙ্গ শ্রীহরি.
আপনি মাতিয়ে প্রেমে মাতাও অবনী !

জলদেবীগণ । (গীত)

হরি প্রেমরসে উঠে কতই তরঙ্গ ।
রসিক ভকত খেলে রসময়-সঙ্গ ॥
উছল জল করে কল কল,
উঠে উঠে ভেঙ্গে পড়ে ঢল ঢল উর্ম্মিদল,—

চলিতে ফিরিতে নাচে নাচে সব অঙ্গ।
উঠিয়ে পড়িয়ে নাচে চরণেরি ভৃঙ্গ ॥
হরি হরি হরি বলি' নাচ রে তরঙ্গ ॥

(নরোত্তমের গৌরকান্তিতে উত্থান।)

নরোত্তম। এ কোন্ অপূর্ব্ব অনুভব !
কি গভীর শান্তিরসে আপ্লুত অন্তর !
গরগরি' কি আনন্দ উঠিয়ে হৃদয়ে,
ব্যাপ্ত কলেবরে !
সঞ্জীবনীসুধাপানে,
দেহমনোপ্রাণে বাসি নূতন জীবন।
এ আনন্দ কভু নাহি করি আস্বাদন।
কি মধুর মদাবেশে পুলকিত তনু,
এ কোন্ নেশার ঘোর !
কেটে গেছে মায়াডোর,
মুছে' গেছে জগৎসংসার ;
খুলে গেছে দ্বার,
ভাতিছে হৃদয়াকাশে ভূমামৃতধাম।
নাহি ভেদ, সব একাকার,
তার মাঝে লীলা করে কোন্ লীলাময় !
ওই, ওই গৌরবরণ,
বাহু তুলি' হরি বলি' করে সংকীর্ত্তন,

পাশে' নাচে ওই সেই কমলনয়ন,
স্বপ্নে মোরে আসি' যিনি দিলেন দর্শন ;
বেড়ি' দুই মহাবলী, উচ্চরোলে গগন বিদারি',
অনন্ত অর্ব্বুদ ভক্ত নাচে কুতূহলী
সংকীর্ত্তন কোলাহলে প্রমত্ত পরাণ।
মধুর মৃদঙ্গ সনে ঘন করতাল,
রামশিঙা ফুকারে সঘনে ;—
নামব্রহ্ম-দ্রবীভূত প্রেমের প্লাবনে,
ভাসাইছে দশদিক্—জগৎ সংসার !
উন্মদতরঙ্গরঙ্গে উদ্দণ্ডকীর্ত্তনে
উথলিছে পদ্মানদী,—
ভাসিল খেতরি গ্রাম, ভাসিলাম আমি,
নিমগ্ন হইল মন প্রেমসিন্ধুনীরে।—
কেবা ওই গৌরমোহন,
আলিঙ্গন দিয়ে মোরে পশিলা হৃদয়ে !
স্বতঃই আসিছে মুখে হরে কৃষ্ণ নাম,
হরে কৃষ্ণ নাম গাহি' জুড়াই জীবন।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(বেগে কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণীর প্রবেশ।)

নারায়ণী। সর্ব্বনাশ! কি হবে! যা ভেবিছি তাই! কই, নরু কই? দেখ্‌তে পাচ্চি না ত! তবে কি হবে? নরু কোথা গেল? নরু

কি আমায় ছেড়ে গেল? ওগো, দেখনা কোথায়, নরু কোথা গেল? আমি যে আর দাঁড়াতে পাচ্চি না।

(বসিয়া পড়ন ও কৃষ্ণানন্দের ব্যস্তভাবে অন্বেষণ।)

কৃষ্ণানন্দ। তাই ত, কোন' দিকেই যে দেখ্‌তে পাচ্চি না! কে বালক উন্মত্ত হয়ে নাচে? ওই কি নরু? (নিকটস্থ হইয়া সরিয়া আসিয়া) না, নরুর মত দেখ্‌তে বটে, কিন্তু নরু ত নয়! তবে কি নরু ডুবে গেল? (মাঝির প্রতি) মাঝি, মাঝি, নরুকে তুলে দে বাবা, যা চাইবি তাই পাবি। শীগ্‌গীর দেখ্‌, দেরী করিস্‌ নি। নরু, নরু, নরোত্তম!

নারায়ণী। (নদীদৃষ্টে) নরুরে! বাবারে! আয় বাবা আয়! আমি না দেখে' যে আর থাক্‌তে পাচ্চি নে বাপ্‌! নরু! নরু! কই, বাপ্‌, এলি না ত? তবে তুইও যেখানে গেছিস্‌ আমিও সেখানে যাই। নরু! নরু! বাপ্‌ নরু আমার! (ঝম্পনোদ্যত)

নরোত্তম। মা ডাক্‌ছ? কেন মা? এই যে আমি!

নারায়ণী। কে বাপ্‌? নরু? নরু? তুই? হাঁ বাপ্‌, তোকে যে আমি আদর করে' কেলে সোনা বলি, তবে তুই সোন্দর্‌ হলি কেমন করে'?—কাঁদছিস্‌ কেন বাপ্‌? (চক্ষু মুছাইয়া দিয়া) কি হয়েছে বল্‌! কাঁদিস্‌ নে বাপ্‌, তোর কান্না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়! কি হ'ল তোর?—চল মহারাজ, নরুকে নিয়ে ঘরে যাই, নরুর বুঝি কোন' অসুখ হয়েছে।

কৃষ্ণানন্দ। (স্বগত) প্রকৃতিস্থ নহে ত বালক।
মনে নানা উঠিছে সংশয়,

প্রত্যুষে একাকী আসে নদীতীরে.
অপদেবতার বা করিল আশ্রয় !
সত্বর করিতে হবে উচিত বিধান।

(প্রকাশ্যে) চল রাণি. চল গৃহে যাই।

(সকলের প্রস্থান।)

—*:—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুসুম-কানন।

শান্তশীলা　(ফুল তুলিতে তুলিতে গীত।)

ভাল বেসেছি মনে।
আমার নাম শান্তশীলা, ভালবাসি আমি প্রাণে প্রাণে ॥
এ ভাব জানা'ব কা'রে, কে বুঝিবে প্রাণ কেমন করে,
(প্রাণ কেমন কেমন কেমন করে, যার হয় প্রাণে সেইত জানে।)
পে'লে মনের মতন ভাবুক রতন প্রাণ ঢেলে দি সেই চরণে ॥

কত লোকের কত জন আছে। আমি যেন ছিষ্টি ছাড়া. আমার আপ্নার বল্তে জগতে কেউ নেই।—নাই রইল, তাতেই বা কি ?—পোড়া মনটা যে বোঝে না. যেন কা'কে চায়। প্রাণ ত মানে না—বড় একা একা মনে হয়। প্রাণটা কেন এমন খাঁ খাঁ করে—থেকে থেকে কেন এমন হু হু করে ! একি জ্বালা !

(ক্ষ্যাপা মা'র প্রবেশ।)

তোরা কে প্রেম নিবি লো আয়।
(আমার) গৌর প্রেমের ভরা নদী লহর খেলে যায়॥
আঁখিতে মজায় সখি,
হাসিতে পরায় ফাঁসি,
ফুল ছুঁড়ে সই পিরীত করে' অবলা মজায়।
প্রেমের নাগর, রসের সাগর ছাড়া কি লো যায়॥

কেন ভাই জ্বলে মরিস্? যার কেউ নেই তার সে আছে। প্রাণ কারে চায় তা কি জানিস্? আমার সঙ্গে আস্‌বি? আমি তোর সঙ্গে আলাপ করে' দেব। এমনটী আর নেই, এমনটী আর পাবি নি।

শান্তশীলা। তুমি যে কি বল কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। গৌর ত ঠাকুর, তাঁর সঙ্গে কি নারীর প্রেম হয়? ঠাকুরকে ত পূজো ক'র্‌তে হয়, মানুষকে ত মানুষ ভালবাসে।

ক্ষ্যাপা মা। দূর ছুঁড়ি! মানুষকে আবার ভালবাস্‌বি কি? মানুষ কি ভালবাস্‌তে জানে? এখানকার মানুষে কি মনের মানুষ হ'তে পারে?

শান্তশীলা। তবে মনের মানুষ আবার কে হয়? ঠাকুর কি মানুষ?

ক্ষ্যাপা মা। মানুষ না ত কি? এমন মানুষ আর নেই। নারী আবার কি দিয়ে পূজো করে? নারীর পূজো ভাবভক্তি, নারীর পূজো

ভালবাসা, তাতেই নারীর মেটে পিপাসা। দেখ্‌বি যদি রূপের বাসা, চলে আয় দেবো নাগর খাসা, (হাফ্ সুরে) শিখিয়ে দেবো প্রেমের নেশা। দিবানিশি আপন মনে, তুমি আমি তুইজনে, কে জানে নিশি কে জানে দিনে। নয়নে নয়নে, মুখোমুখি প্রাণে প্রাণে, প্রেমেরি তালে মানে, নাচি গাই তারি সনে।—থাক্, আজ থাক্, আর একদিন তখন তোকে নিয়ে যাব। গৌর-হরিবোল! গৌরহরিবোল!! গৌরহরিবোল!!!

(প্রস্থান।)

শান্তশীলা। ওগো দাঁড়াও না, তুমি বেশ লোক। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-ভবন।

রাজা কৃষ্ণানন্দ, নরোত্তম শাস্ত্রিত, নারায়ণী,

ডুম্নো ও ঝুম্নো।

ডুম্নো। রাজামশাই, ভাব্ছেন কেন? এ্যাই থাহেন না, মুই সারায়ে থাই। আরে ঝুম্নো, থা ত থা ত ধূলি মুঠ্ঠো থা ত, আগে ব্যাধে লই।

যা রে ধূলি উড়্যা যা,
ধর্‌গা গিয়ে' ভুদ্‌ডার গা,
তারে ছুইরে ল'য়ে ফেলা,
কাছ্‌কে আস্‌তে দিবি না।
তারপর দেহি ভূতের পো,
তোর মা বিটির নারির কত জোর। যা যা যা।

কার আজ্ঞা হারি ঝি চণ্ডির আজ্ঞা, যা যা যা। এ্যাই! এ্যাবান বথ্‌সিস্‌টে কবুল করেন মহারাজ। তারপর থাহেন ডুম্নো রোজার কার্‌দানিটে একবার থাগায়ে দেমু হঃ—।

কৃষ্ণানন্দ। বখ্‌সিসের জন্যে ভাবনা করিস্ নে ডুমোন্। নরুই এ রাজ্যের রাজা, আমি ত তার মুখ চেয়েই বেঁচে আছি। সারিয়ে তোল্, যা চাবি তাই পাবি!

ঝুম্‌নো। ফুয়ে উড়াইছি রাজামশাই ফুয়ে উড়াইছি। মোরা ক্যাত তাবড় তাবড় ভূত ত্যাখ্‌লাম, এ্যা ত ছাওয়ালে পাওয়া ভূত,—ছ্যালামানুষ।

বাও বাতাস উড়্‌কে যা,
নজ্‌রা দিষ্টি দোষ কাটা,
পাচু ঠাউরের দোহাই লাগে, ফুঃ ফুঃ ফুঃ। ৩॥

ডুম্‌নো। আরে লারে লা! ও ঝাড় ফুকের কাজ লয়। তবে ত্যাখেন, এবার ভূতের বাপের নাম ভুলিয়ে দেই। ঝুম্‌নো, সরষ্যাগুলো দে।

(ভূমিতে যন্ত্র আঁকিয়া একমুঠো সরিষা আছড়াইয়া)

ভূত পেরেত দত্যি দানা,
শাঁকচুন্নির ছানা পোনা,
ভাঙড় ভূত, মাম্‌দো ভূত,
ওরে পেত্নীর কাণা পুত, ক্যা আছিস্, আয় আয় আয়
ত্যালাম এই সরষ্যা পড়া
অ্যাখুনি ভুঁয়ে মু' রগড়া,
ত্যা নাকে খত্ কানে মলা,
রাজার ছাওয়াল ছাড়্‌কে পালা, নইলে রখ্যা লেই লেই লেই।
আমার নাম ডুম্‌নো রোজা,
খাস্ শিব ঠাকুরের পর্‌জা,

গুরুজীর দোহাই চণ্ডির আজ্ঞে

যাবি ত যা নইলে মর্‌গে, মর্ মর্ মর্ ।—

কইরে ?—না রাজামশাই, এ ভুত্ টুত্ লয়। ভুতের বাপের সাদ্ধি লেই যে ডুম্‌নো রোজার সরষে পড়া খেয়ে হজম করে। কব্‌রেজ ড্যাহান্ রাজামশাই, এ ওগ্।

(রোজাদ্বয়ের প্রস্থান।)

নারায়ণী। তবে কি হবে ? কব্‌রেজ মশায়কে এখুনি ডাক্‌তে পাঠাও. নরু যে আমার এখনো অজ্ঞান হ'য়ে রয়েছে।

রাজা। ভেবো না রাণি ! তার ব্যবস্থা আমি আগেই করেছি। খুড়ো মশায় বৈঠকখানায় বসে আছেন। রামগতি কবিরাজ সাক্ষাত ধন্বন্তরী, নাড়ী টিপে মর্‌বার দিন বল্‌তে পারেন, তাঁর ওষুধ ডাক্‌লে কথা কয়। ওরে, কে আছিস্ রে ? কব্‌রেজ মশায়কে ওপরে নিয়ে আয়।

(নেপথ্যে—যে আজ্ঞে, মহারাজ।)

নরোত্তম। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) কারা এয়েছিল মা ? ওঃ, কি কাল ! কি কুৎসিত চেহারা! তাদের দিকে আমি চাইতে পারছিলুম না. তাই চোখ বুজে' সখার সুন্দর মুখখানি দেখ্‌ছিলুম।

নারায়ণী। কে তোর সখা বাপ্ ? কই, আমরা ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এখন কেমন আছ বাবা ?

নরোত্তম। আমার কি হয়েছে মা ? আমার ত কোনও অসুখ নেই। সেদিন পদ্মায় স্নান করা অবধি আমি একটী বন্ধু লাভ করেছি। আহা ! বন্ধু আমার কি সুন্দর ! তার মুখ দেখ্‌লে আর চোখ

ফেরাতে ইচ্ছা করে না। যতই দেখি ততই দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়। না দেখ্‌তে পেলে মন কেমন করে, কান্না পায়। তাই ত কাঁদি, কাঁদলেই আবার দেখ্‌তে পাই।

নারায়ণী। তোর বন্ধুকে আমাদের দেখাতে পারিস্‌?

নরোত্তম। দেখ না মা দেখ। চোখ বোজ, চোখ বুজে থাকলেই দেখ্‌তে পাবে, চোখ চাইলেই সখা পালিয়ে যাবে। সখা আমার ভারি দুষ্টু! খালি খালি লুকোচুরি খেলে।—ওই, পালিয়ে গেল! সখা, সখা, পালিও না পালিও না, এস ভাই, এই আমি চোখ বুজ্‌ছি, পালিয়ে গেলে খুব কাঁদ্‌ব বল্‌ছি, পালিও না।

(নেত্র নিমীলন।)

(রামগতি কবিরাজের প্রবেশ।)

নারা। চোখ বুজো না বাপ্‌। দেখ বাবা দেখ, কে এসেছে দেখ।

কবিরাজ। (উপবেশন করিয়া) দেখি দাদা! হাত্‌ডা একবার দেখি। (বহুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী টিপিয়া)—(কৃষ্ণানন্দের প্রতি) দেখুন রাজা বাবা, নিদানশাস্ত্র বড় কঠিন, বড় জটিল। কব্‌রেজী কর্ত্তে কর্ত্তে চুল পাক্‌ল, এখনো রোগ যে ঠিক নির্ণয় করে' বল্‌তে পারি তা বলা যায় না। ঔষধে রোগ আরাম হয়, শিবের উক্তি, এ কথা সত্য। কিন্তু, কা'র রোগ যে সার্‌বে, কে যে বাঁচবে, কে মর্‌বে, তা' বিধাতাই জানেন, ধন্বন্তরীও সেখানে নির্ব্বাক্‌। যা' হো'ক্‌, বায়ু কুপিত তাতে কোন সন্দেহ নেই, শিবাদি ঘৃত একবার সেবন করিয়ে দেখা কর্ত্তব্য। আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।

নরোত্তম। (নিমীলিত নেত্রে) কব্‌রেজ দাদা কি ওষুধ বল্‌ছেন! আমি ও ওষুধ খাব না। ওই যে সখা মাথা নেড়ে' বারণ কর্‌ছে। তবে ও ওষুধ ভাল নয়, ও ওষুধ আমি খাব না।

কবিরাজ। হুঁ—হয়েছে, হয়েছে। আর দেখ্‌তে হবে না, বুঝ্‌তে পেরেছি। তাই ত বলি, নিদানে ত এমন রোগ খুঁজে পাই না—কখনো ত এমন হয় নি, এমনটা হ'ল কেন? আমার কি বুড়ো বয়সে মতিভ্রম হ'ল! এখন বোঝা গেছে রাজা বাবা, আর একটী এমন আমি দেখেছি। এ রোগ টোগ্ কিছু নয়। এ ভগবদ্ভক্তির বিকার—শাস্ত্রে একে বলে সাত্ত্বিক বিকার। আপনি বড় ভাগ্যবান্ যে এই মহাপুরুষ আপনার সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ভাবনার কোনো কারণ নেই—নিশ্চিন্ত থাকুন। আর ওঁকে ব্যস্ত করবেন না, বিরক্ত করবেন না, তাতে ফল ভাল হবে না।—তবে এখন আসি, রাজা বাবা। (উদ্দেশে হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়া) মহাত্মন্! তোমায় আমি প্রণাম করি।

(প্রস্থান।)

নারা। নরু! তবে তোর কোনো অসুখ করেনি ত বাবা। সকলেই ত বল্‌ছে অসুখ নয়, তুমিও ত বোল্‌ছো বাবা অসুখ করেনি। তবে এমন কর্চ্ছ কেন বাবা? ওঠ বাবা, চোখ চাও। তোমার দুঃখু কি বাপ্? তুমি রাজার ছেলে, আমাদের নয়নের মণি, এমন করে' থাক্‌লে কি হয় বাপ্? ওঠ।

নরো। (উঠিয়া) আমিও ত বল্‌ছি মা আমার কোনো অসুখ নেই। তবে মনটা কেমন হ'য়ে গেছে। এ ত আমার ব্যাধি নয় যে

কবিরাজ আরাম কর্ব্বেন, দারুণ মনের আধি। এর একমাত্র ওষুধ আছে। আমায় ছেড়ে দাও মা আমি বৃন্দাবনে যাই। তা' হ'লেই আমি সেরে যাব।

নারায়ণী। তোর কথা শুনে' দুঃখের ওপর হাসি পায়। এ বয়সে আমাদের ফেলে' তুই বৃন্দাবন যাবি কি বাপ্? তাও কি কখন' হয়? ওকথা বল্‌তে নেই।

কৃষ্ণানন্দ। বৃন্দাবন যে অনেক দূর রে বাবা! তুমি ছেলেমানুষ তাই এমন কথা বোল্‌ছো। দুর্গম পথ, পথে কত কষ্ট পেতে হয়। বাঘ আছে, ভালুক আছে, চোর ডাকাত আছে, কি করে' যাবি বাপ্? আমরা যখন যাব, তখন পাল্কী করে', ঘোড়সওয়ার নিয়ে', পাইক সঙ্গে করে' তোকে নিয়ে' যাব। এখন কি যাওয়া হয়!

নরোত্তম। না বাবা, এখুনি না গেলে আমি বাঁচব না। তোমরা যদি না যেতে দাও, আমি পালিয়ে যাব।

নারায়ণী। (হাসিয়া) পালিয়ে যাবি? যা না দেখি, আমি তোকে নজরবন্দী করে' রেখে দেবো। চোখের আড়াল কোরবো না। চারদিকে সেপাই শান্তি, কি করে' পালাবি পালা দেখি।

নরোত্তম। (স্বগত) বলে ফেলাটা ভাল হয় নি। সত্যি কড়া পাহারা রাখ্‌লে কেমন করে' লুকিয়ে পালাব? (প্রকাশ্যে) তোমরাও যেমন কর্চ্ছো, আমিও তেম্‌নি একটা বল্‌লুম। আমার রোগ সেরে গেছে, কাল থেকে' আবার পড়তে যাবো।

কৃষ্ণানন্দ। পড়াশুনো ত বাবা তোমার একরকম শেষ হয়েছে। তুমি বিদ্যালাভ করেছো, এখন বিষয়কর্ম্ম বুঝে নিয়ে বৃদ্ধ পিতাকে

অবসর দাও, কাল থেকে' তুমি কাছারী বাড়ীতে বস্‌তে আরম্ভ করো।

নারায়ণী। তাই কর বাবা, কাল থেকে' তুমি রাজকার্য্যে মন দাও, তোমাকেই ত সে ভার নিতে হবে। (স্বগত) বল্‌ছে বটে, কিন্তু তবু থম্‌থমে ভাবটা যেন কাট্‌ল না। নারায়ণ রক্ষা কর!

(সকলের প্রস্থান।)

—*:◌:*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—দরবার।

রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পারিষদ্‌গণ।

চাটুয্যে মশাই। মহারাজ! আপনার ত ছেলে নয়, হীরের টুক্‌রো অমন ছেলে কি হয়।

ভট্টাচার্য্য। তা বৈকি। তা বৈকি। শাস্ত্রে বলে, 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' রাজা মশায়ের ছেলে—হবে না?

বোস্‌জা। বলেন কি ভট্‌চায্যি মশায়! আপনার সংস্কৃত শ্লোকের অর্থে যে অনর্থ ঘটায়!

ভট্টাচার্য্য। কি! অর্ব্বাচীন! অর্ব্বাচীন! আমার সংস্কৃতে ভুল ধবে অর্ব্বাচীন! নিতান্ত অর্ব্বাচীন! কলিকাল! ঘোর কলিকাল তুমি শূদ্র, তুমি সংস্কৃতের বোঝ কি? তোমার সংস্কৃতে অধিকার কি হ্যা?

রাজা। যাক্ যেতে দাও বোস্‌জা। ভট্‌চায্যি মশায়, অবধান করুন। আপনারাও সকলে শুনুন্, নরোত্তম আমার বিদ্যালাভ করে' উপযুক্ত হয়ে উঠেছে, সম্প্রতি কিছুকাল ধরে' বিষয়কর্ম্ম দেখে শুনে' জমিদারী সেরেস্তাও বুঝ্‌ছে, তা' আমি মনে কর্‌ছিলুম যে এইবার নরোত্তমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে', বিষয়কর্ম্ম থেকে অবসর নিয়ে' শেষবয়সে একবার তীর্থভ্রমণে যাই। আপনারা কিরূপ অনুমতি করেন ?

ভট্টাচার্য্য। উত্তম প্রস্তাব! উত্তম প্রস্তাব! ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মসঙ্গত প্রস্তাব! 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'। ও পঞ্চাশও যা আর চল্লিশও তাই। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন! সাধু সঙ্কল্প করেছেন। সাধু! সাধু!

চাটুয্যে। এ বিষয়ে কা'রো আপত্তি নেই মহারাজ। নরোত্তমের গুণে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাকে ভালবাসে। এ যেন দশরথের রামচন্দ্রের উপর রাজ্যভার প্রদানের প্রস্তাব। এতে সকলেরই আনন্দ। আহা তাই হোক্ নরোত্তম রাজা হ'য়ে রামরাজত্ব করুক।

বোস্‌জা। ওঃ, ঠিক্ বলেছেন চাটুয্যে মশাই, এ দশরথের রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করাই বটে! মহারাজ, অভয় দেন ত একটা কথা বলি।

রাজা। বলুন, বলুন, বল্‌বেন বৈকি।

বোস্‌জা। আজ্ঞে, আপনার প্রস্তাবে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই যেন হরিষে বিষাদ এসে পড়ে। নরোত্তমকে

ইদানীং যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে সে আশা কতদূর ফলবতী হবে বল্‌তে পারি না।

ভট্টাচার্য্য। বলেছি ত অর্ব্বাচীন! আরে মূর্খ! 'তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যম্ যাবদ্ভয়মনাগতম্' বৃথা ভয় কর্‌লে কি চলে! মহামূর্খ! গণ্ডমূর্খ হস্তিমূর্খ!

বোস্‌জা। তাই জন্যেই ত বল্‌ছি ভট্‌চায্যি মশাই। ভয় ত এখন অনাগতই বটে, তাই ত ভয় হয়। আগত হতেও যে বেশী দেরী নেই এমনও ত হতে পারে।

রাজা। না বোস্‌জা, সে ভয় আর নেই। আপনারা আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী, তাই আপনার আশঙ্কা হচ্চে। নরু আমার এখন বেশ সেরে উঠেছে, বিষয়কর্ম্ম দেখ্‌ছে। প্রথম বয়সে ও অমন অনেক রকম হয়। এখন, আপনারা সকলে একটী সুন্দরী মেয়ের সন্ধান করুন দেখি, বিয়ে থা হ'লেই সব সেরে যাবে। কি বলেন, চাটুয্যে মশাই?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, হাঁ, 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'—যুবতী নারী সর্ব্বৌষধিমহৌষধি-বিশেষা—কেমন বোস্‌জা, আর ভুল ধর্‌বে?

বোস্‌জা। রাধামাধব! আপনার ভুল কি ধরতে পারি? দু'হাতে আঁকড়ে পাওয়া যায় না।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

মহারাজ! জায়গীরদার জাফের আলি খাঁ দরবারে পত্র প্রেরণ করেছেন। দূত দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা। সসম্মানে নিয়ে এস। (প্রতিহারীর প্রস্থান।)

(দূতের সহিত প্রতিহারীর প্রবেশ ও দূতের অভিবাদন করিয়া পত্র প্রদান।)

রাজা। (পত্র পাঠান্তে) আজ আমার পরম সৌভাগ্য, জায়গীরদার জাফের আলি খাঁ সাহেব স্বয়ং আমায় স্মরণ করে' পত্র প্রেরণ করেছেন। তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য্য। খাঁসাহেবকে আমার বহুত বহুত সেলাম জানিয়ে বল্‌বে তাঁর হুকুম তামিল করবার জন্যে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সম্প্রতি আমার প্রিয়পুত্র নরোত্তমকে তাঁর দেখ্‌বার সাধ হয়েছে, এ আনন্দ রাখ্‌বার স্থান নেই, আমি কালই প্রত্যূষে নরোত্তমের হুজুরে হাজির হবার ব্যবস্থা করবো। (প্রতিহারীর প্রতি) যাও, দেওয়ানজীকে বলো, শীঘ্র আসোয়ার রেসেলার আয়োজন করুক, নজরের ডালি সাজিয়ে রাখুক, কালই নরোত্তম যাত্রা করবে। (দূতের প্রতি) দূতবর! পথশ্রান্ত হয়েছ, বিশ্রামভবনে গিয়ে বিশ্রাম করো। (প্রতিহারীর প্রতি) এঁকে বিশ্রামভবনে নিয়ে যাও, দেখো যেন কোনো কষ্ট না হয়। (প্রতিহারীর সহিত দূতের প্রস্থান।) ব্রাহ্মণগণ! আপনারা অনুমতি করুন, এখন সভা ভঙ্গ হোক্‌।

ব্রাহ্মণগণ। স্বস্তি; স্বস্তি।

(সকলের প্রস্থান।)

—:*:—

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

রাজা ও রাণী।

রাণী। হ্যাঁ গা, শান্তির সঙ্গে নরুর বিয়ে দিলে হয় না?

রাজা। পাগল, তাও কি কখনো হয়! নরু রাজার ছেলে, শান্তির কে মা কে বাপ্ জানা নেই। নরুর সঙ্গে শান্তির বিয়ে দিলে লোকে কি বল্‌বে!

রাণী। লোকে আবার কি বল্‌বে? রাজার ওপর কে কথা কইবে! শান্তি বড় গুণের মেয়ে, এমন মেয়ে হয় না। আমি ত তাকে পেটের মেয়ে বলেই জানি। নরুর সঙ্গে বেশ মানায় তাই বল্‌ছি।

রাজা। বেশ মানায় তা জানি রাণি! শান্তিকে আমিও যে ভালবাসি না তা নয়। শান্তির গুণে সবাই তাকে ভালবাসে, তবে, এটা জেনো যে রাজাকেও সমাজ মেনে চল্‌তে হয়, লোকের মুখ ত চেপে' রাখা যায় না।

রাণী। কেন, আমি শুনেছি শান্তি আমাদেরই জাত, আমাদের ঘর। আমাদের ঘর হ'লে ত আর কোনো কথা নেই। তুমি কেন সেইটেই প্রচার করে' দাও না।

রাজা। এতদিনের পর বিবাহের সময় এ কথা বল্‌লে কে বিশ্বাস করবে রাণি? সাক্ষাতে না পারে, পরোক্ষে লোকে নিন্দে করে' বেড়াবে।

রাণী। তা করে করুক্ গে, সাম্‌নে ত আর কেউ কিছু বল্‌তে পার্ব্বে না।

আমার নরু শান্তি ত সুখে থাক্‌বে। আহা! ওরা দুটীতে যেন এক 'বোঁটায় দুটী ফুল, দুটী হাত এক করে' দিয়ে চিরদিন দুটীকে চোখে চোখে রাখি, এই আমার বড় সাধ। আমার এ সাধে তুমি বাদ সাধ কেন? তুমি মন কর্‌লেই ত হয়।

রাজা। সাবাস্‌। অন্তঃপুরের কবি খোপের ভেতর বসে বেশ বক্‌বকম্‌ কচ্চেন। শুন্‌তে বেশ! আমারও সাধ হয় রাণি বাইরের জগৎটা ভুলে গিয়ে তোমার কবিতার ললিত লহরে গা ভাসান্‌ দিয়ে থাকি। কিন্তু তা তো হবার নয় রাণি। তোমার কবিতার উচ্ছ্বাসে দুশো বাহবা দিচ্চি, কিন্তু এ কবিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা বড় যে কঠিন রাণি। শুদ্ধান্তচারিণি! বাইরের জগৎ যে বড় কঠিন জগৎ। তোমার জগতে জোছনা ফুটেই আছে, তটিনী ছুটেই চলেছে, মৃদুমন্দ মলয় বইছে, প্রেমের স্বপন নিয়ে তোমরা বেশ মস্‌গুল্‌ হ'য়ে আছ। কিন্তু আমাদের জগৎ যে আর একরকম রাণি, সেখানে কালো কালো মেঘ, ঝড়-ঝাপ্‌টা লেগেই আছে। সে কঠিন কর্ত্তব্যময় কর্ম্মের জগতে তোমাদের কুসুমসুকোমল প্রাণের উচ্ছ্বাসকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না যে রাণি। তাই বলি, এ অন্যায় আবদারটী ছাড়ো, যা' হতে পারে না তা' কেমন করে' হওয়াব বলো।

রাণী। তবে কি, এ বিবাহ একেবারেই হতে পারে না? রাজারাণীও লোকনিন্দাভয়ে প্রাণের সাধ মেটাতে পারে না?

রাজা। হ্যাঁ রাণী তাই। এ সাধ মেটানো বরং দরিদ্রের কুটীরে সম্ভব রাজার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সমাজরক্ষা রাজার কাজ

লোকের মনোরঞ্জন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। জাননা কি রাণি লোকাপবাদভয়ে রাজরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিনাদোষে প্রাণাধিকা পত্নীকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করেছিলেন ?

রাণী। জানি নাথ সকলই জানি। পুরুষের প্রাণ এমনই কঠিন। কিন্তু রমণীর পতি ভিন্ন গতি নাই। সেই শ্রীরামচন্দ্রকেই জন্মে জন্মে পতিরূপে পাবার প্রার্থনা কর্‌তে কর্‌তেই দুঃখিনী সীতা পাতাল প্রবেশ করেছিলেন।

রাজা। বুঝে দেখ রাণি, তুমি ত অবুঝ নও! নরুর বিবাহের জন্যে আমি ভাল ভাল সম্বন্ধ করছি, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। এখন যাও, জায়গীরদার জাফের আলি নরুকে দেখ্‌তে চেয়েছেন, নরু আজই যাবে, তার উদ্যোগ করো।

রাণী। সে কি কথা মহারাজ! নরু আজই যাবে? নরু আমার এখনও দুধের ছেলে, তার ছেলেস্বভাব যায় নি, নরু জায়গীরদারের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে? এ কি কথা শুনি মহারাজ?

রাজা। রাণি, তুমি স্ত্রীলোক, রাজকার্য্য বোঝ না। নরোত্তম আজ বাদে কাল রাজা হ'য়ে বস্‌বে, জায়গীরদারের সঙ্গে আলাপ করা প্রয়োজন, খাতির খাত্‌রা না রাখ্‌লে রাজকার্য্য চল্‌বে কি করে! জায়গীরদার হাতে থাক্‌লে কাজের বিশেষ সুবিধা। আমি অনেক ভেবে বুঝে এ কাজ করছি, তুমি এ সব কাজে হস্তক্ষেপ করে' বৃথা বিড়ম্বনা কোরো না।

রাণী। না মহারাজ, রাজকার্য্যে আমি ত কোনোদিন বাধা দিই না, আজও দেবো না। কিন্তু মহারাজ! প্রাণে বড় আশঙ্কা হচ্ছে,

বাছাকে বুঝি আর ফিরে পাব না, নরু বুঝি এবার আমায় ফাঁকি দিয়ে বৃন্দাবনে পালিয়ে যাবে। (অশ্রুমোচন।)

রাজা। তুমি কি খেপ্‌লে রাণি ? কেন বৃথা যাবার সময় কান্নাকাটি করে' নরোত্তমের অমঙ্গল কর্‌ছো ? নরোত্তমের মন এখন ভাল হ'য়ে গেছে, তার রাজবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। তার ওপর, সঙ্গে আসোয়ার যাচ্চে, সে ত আর একলা যাচ্চে না যে পালিয়ে যাবে। বৃথা কেন দুঃখ কর রাণি ?

রাণী। মহারাজ, সবই সত্য, সবই বুঝছি, কিন্তু কি জানি কেন, কথাটী শুনে অবধি বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছে, প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নারায়ণ রক্ষা কর। নারায়ণ রক্ষা কর !

(প্রস্থান।)

রাজা। রাণীর কাতরতা দেখে' আমারও যেন মনে কেমন একটা অমঙ্গলের ছায়া আসছে।—ও কিছু নয়—সাময়িক দুর্ব্বলতা ! নরোত্তম কখনো কাছছাড়া হয় নি কিনা, ছাড়তে মায়া হচ্চে। আর, কথা যখন দিয়েছি তখন ফিরিয়ে ত আর নেওয়া যায় না। যাক্, একটু কড়া পাহারার হুকুম দেব এখন।

(প্রস্থান।)

—:*:—

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রাজপ্রাসাদের ছাদ।

শান্তশীলা।

শান্তশীলা। (দূরে নিম্নে দৃষ্টি করিয়া) ওই ত রাজপথ! ওই পথে তিনি চলে গেছেন! কোথায় গেলেন? জায়গীরদারের বাড়ী?—সে কতদূর?—আহা! আমি যদি পথ হ'তুম! তিনি মাড়িয়ে' চলে যেতেন, আমি তাঁকে দেখতুম্, যতদূর যেতেন ততদূর দেখ্‌তে পেতুম, তিনি বুঝ্‌তেও পারতেন না। তা' হ'লে বেশ হোতো, কোনো জ্বালা থাকৃতো না।—

(ক্ষ্যাপা মার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

মনে করি নদে' জুড়ি' এ দেহ বিছাই লো
সোনার গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে নাচাই লো—

ওলো—ও ছুঁড়ি, কি ভাব্‌ছিস্? কোথা' গেল?

শান্ত। (চমকিত হইয়া) কে? তুমি? তুমি এসেছ? সেদিন কেন পালিয়ে গেলে? আমি যে তোমার সঙ্গে যাব বল্‌লুম।

ক্ষ্যাপা মা। হ্যাঁ, যাবি! যাব বল্‌লেই অমনি যাবি! এখন ফুল হয়ে গলায় তুল্‌বি, পথ হয়ে পায়ের তলায় পড়ে থাকৃবি, কত কি হবি! অমনি কি যাবি! তা বলি, সব সেরে নে। এখন হয়েছে? সব সাধ মিটেছে?

শান্ত। (লজ্জিত হইয়া) তুমি কেমন করে' জান্‌লে? তুমি কি সব জান্‌তে পারো?

ক্ষ্যাপা মা। তা আর পারব না? আমি কি মেয়েমানুষ নই? মেয়ে-মানুষের মনের কথা মেয়েমানুষে বুঝ্‌তে পারে। তা আর পারে না?

শান্ত। তুমি যদি সব জানো, তবে বল দেখি আমি এখন কি করি। সে কি আর আস্‌বে না? সে ওই পথে অম্‌নি বৃন্দাবন চলে যাবে না ত?—বলো না গো বল না, তুমি ত সব জানো, সে কি আর ফির্‌বে না?

ক্ষ্যাপা মা। বল্‌ছি লো বল্‌ছি—বলি, কদ্দিন থেকে' তোর এমন দশা হয়েছে?

শান্তশীলা। (গীত)

অতি শিশুকাল হ'তে চিরকাল আমি যে তোমায় ভালবাসি।
ঘুরে বেড়াই আশে পাশে দেখ্‌ব বলে চাঁদ মুখের হাসি॥
কত দিন কত ছলে,
মুখের কথা শুন্‌ব বলে',
যতন করে' ফুল তুলিয়ে' পূজার ঘরে দিতাম আসি।
ভালবাসা চাইনি কভু দেখতে তোরে ভালবাসি॥
যাবে নাকি বৃন্দাবন,
ভাবিয়ে বিকল মন,
হেরিতে পাবো না তোরে কি সুখে রই গৃহবাসী।
দুঃখেরি সাগরে ভাসি লুকা'ল হৃদয়শশী॥

ক্ষ্যাপা মা। ইস্! একেবারে মরিছিস্। ছুঁড়ি, মর্‌লি বেশ কর্‌লি, মেয়েমানুষ ত মর্‌বেই, মর্‌লি ত একেবারে তাঁর চরণে মর্‌লি নি কেন? তা হ'লে আর হা-হুতাশ করতে হোতো না। তা, কি কর্‌বি বল্, তোরও দোষ নেই। আগে একটু কেঁদে কেটে না নিলে তাঁর কদর হয় না।

শান্ত। তুমি ত খালি তোমার তাঁর কথাই ভাব্‌ছো। আমার কথা ত ভাব্‌লে না। আমার কথার ত উত্তর দিলে না। প্রাণের বেদনা কি তুমিও বুঝ্‌লে না?

ক্ষ্যাপা মা। বুঝিছি লো বুঝিছি। বুঝিছি বলেই ত আবার এসেছি। তুই ছুঁড়ি ত চাঁদ ধর্‌বি বলে' আকাশ পানে চেয়ে ছুটিছিস্। চাঁদেরও যে চাঁদ আছে তা ত জানিস্ নি। তোর চাঁদ চাঁদ ধরতে গিয়ে চাঁদে-পাওয়া হয়ে' গেছে, সে কি আর ফেরে। চাঁদের চাঁদ যদি ধরতে পারিস্ ত এ চাঁদ আপনিই ধরা দেয়, তখন এ চাঁদ মনে মিলিয়ে গিয়ে খাঁটি চাঁদ দেখা দেয়। জলের কোলে চাঁদ নাচে দেখিছিস্? সে চাঁদ দেখে কত কবির মাথা ঘুরে যায়। আবার যখন সত্যি চাঁদ, ওপরের চাঁদ দেখে, তখন আর জলের চাঁদে লক্ষ্য থাকে না। তেম্‌নি লো তেম্‌নি। পুরুষ দেখে' নারী আত্মহারা হয়, দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে, বিকিয়ে গিয়ে দাসী হয়ে থাক্‌তে চায়। মনে করে, বড্ড ভালবাসে। এ কিন্তু ভালবাসা নয়, ভালবাসার সূত্রপাত। এ প্রেম নয়, প্রেমশিক্ষা। নরের সঙ্গে প্রেম হয় না। প্রেমের ঠাকুরকে পেলে' তবে প্রেম হয়। মেয়েমানুষ লতার জাত। মাধবী

সহকারের অঙ্গে গা ঢেলে দেয়। মেয়েমানুষ পুরুষকে অবলম্বন করে' উঠ্‌তে শেখে। ভালবাস্‌তে শেখে। তারপর,—তারপর 'হারা'য়ে প্রাণের ধন অশ্রুবারি ভেসে যায়।' ধাক্কা খেয়ে' টাউরে' গিয়ে ছিট্‌কে পড়ে, পড়ে পড়ে জগৎখানা আঁধার দেখে, দু' চক্ষের জলে ভেসে যায়, তখন প্রেমময় হরি এসে' চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বুকে টেনে নেন্। তখন নারী বুঝতে পারে তার প্রাণ এতদিন কি চেয়েছিল, তখন চাঁদের সুধা পান করে' চকোরিণী তৃপ্ত হয়, তখন প্রেমময়কে চিন্‌তে পারে, তখন প্রেমিক পেয়ে প্রেমলীলায় প্রবেশ করে, তখন নারীজীবন সার্থক করে' প্রেমের নেশায় বিভোর হয়ে যায়।

সাধ থাকে ত আয়্‌লো চলে' তুফান বয়ে যায়।
মরা গাঙে বাণ ডেকে যায় প্রেমের সাগর গোরা রায়॥
হয় কি না হয় দেখবি লো আয় ঝাঁপ দিয়ে পড়্ দরিয়ায়।
লাজ কুল মান ভাসিয়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়্‌লো দুটী পায়॥
গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল!!!

(যাইতে উদ্যত।)

শান্ত। দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও। ওঃ, তবে আর দেখ্‌তে পাব না। কখ্‌খনো না। চাঁদ ধর্‌তে গেছেন, তবে ত ফিরবেন না, আমি ত ফিরতে পারতুম না। ওঃ! (বুকে হাত দিয়া) টাউরেই পড়তে হয় বটে।—সত্যই ত, জগতে আমার কে আছে? জগৎ মহাশূন্য,—তিনি বিনে এ জগৎ মরুভূমি, জগৎ শ্মশান, ধূ ধূ জ্বল্‌ছে—

ওঃ, কই, আমার কাছে ত জগৎ নেই। ঠিক্ বলেছ দিদি, চোখের জলে ভেসে যাওয়া ভিন্ন আমার আর গতি নেই।—হ্যাঁগা, তোমার হরি অভাগিনীর প্রাণের বেদনা বুঝ্‌বেন! অভাগিনীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে চরণে স্থান দেবেন! আমার চাঁদের তিনি চাঁদ! সেই চাঁদের জোছনায় পোড়া প্রাণ জুড়িয়ে যায়! সে চাঁদের সুধায় হিয়াদগদ্‌গি সেরে যায়!—সখি, সখি, তুমি আমার প্রাণ-সখি। আমার প্রাণের কথা কেউ জানে না, তুমি বুঝেছ। আমার ব্যথায় কেউ ঝোরে না, তুমি ঝুরেছ; তাই ছুটে এসেছ। তবে ত তুমি এ রোগ জানো, এর ওষুধ জানো। আমায় সঙ্গে নাও। এবার আমি বুঝেছি, আর ফেলে যেও না। আমায় তোমার গৌর চিনিয়ে দাও, আমি সেই চরণে লুটিয়ে থাক্‌ব।

ক্ষ্যাপা মা। তবে বল্ বোন্ গৌরহরিবোল—গৌরহরিবোল—গৌর হরিবোল।

শান্ত। গৌরহরিবোল—গৌরহরিবোল—গৌরহরিবোল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

বনপথ।

জবরদস্ত সিং, জঙ্গুমিঞা, ভোদো, মেধো ও
সৈনিকগণের প্রবেশ।

জবরদস্ত। আরে ক্যা হায়রাণি কাম্! ইধার্ উধার্ ঢুঁড়্কে ঢুঁড়্কে হাল্লাক্ হো গেই ভাই। উও লেড়্কা কব্ কিধার্ ভাগ্ গেই আব্ কেইসে পাত্তা লাগি ?

জঙ্গু। কেঁও ? পাত্তা নেই লাগি ? আলবত্ পাত্তা লাগানা চাহিয়ে ; মনিব্কা নিমক্ খাতে হুঁ, ক্যা নিমক্হারাম বন্ যাই। ঢুঁড়ো, ঢুঁড়ো, ঢুঁড়্তে রহো, জরুর পাত্তা মিল্ যাই।

মেধো। ঢুঁড়ো ঢুঁড়ো! তুম্ ঢুড়ো না! ঢোঁড়া ত হচ্ছে না! বলে, ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে পায়ের বাঁধন খসে গেল, আবার বলে ঢুঁড়ো। পাত্তা পেলে ত ঢুঁড়ো!

ভোদো। খুড়ো, চট' কেন ? মিঞা সাহেব ঠিক বল্তা হ্যায়, গোলাম হ'য়ে মুনিবের কাম কর্ব্বো না ত কর্ব্বো কি ?

জঙ্গু। (দূরে দেখিয়া) উও উও। লে, পাত্তা মিল গেই। দেখ্ দেখ্, উধার্ পেঁড়্কা নীচে কোন্ খাড়া হ্যায় ?

সকলে। হাঁ হাঁ ঠিক্ হ্যায়, ওইত ওইত,—পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো।

(সকলের দ্রুত প্রস্থান

বনের অপর পার্শ্ব।

নরোত্তম। (গীত)

কোথা' গৌর প্রাণধন।
বড় সাধ জাগে মনে হের্‌ব তোমার চাঁদবদন॥
কোথা' ভক্তের ভগবান্‌,
জগত-নিদান,
(ও) করুণা-নিধান,—
ডাকি সকাতরে করুণা ক'রে দাও মোরে দরশন॥
ছুটে যাই বৃন্দাবন,
শুনেছি সেথায় তুমি আছ হে গোপন,
আমি দীনহীন, তুমি দীননাথ,—দাও হে আমায়
শ্রীচরণ॥

(সৈনিকগণের প্রবেশ।)

জঙ্গুমিঞা। সেলাম রাজা দাদা! আপ্‌ চলিয়ে মহারাজ আপ্‌কো তলব্‌ দিয়া।

নরো। মহারাজ! মহারাজকে আমার প্রণাম দিয়ে বোলো আমি আর ফিরে যাব না। আমার প্রাণসখার সঙ্গে না দেখা করে' আর আমি ঘরে যাব না।—(নিমীলিত নেত্রে) কই, কোথা তুমি সখা?

জবরদস্ত। আরে এ ক্যা ভাই সাব্‌? আওরাৎ নেই, কুছ্‌ নেই, এক্কেলাই ভাগ্‌তে হো! আওরাৎ লে' কে ফূর্ত্তি কিও, ভাগ্‌ যাও, ওত আমীর লোগ্‌কা লায়েক হ্যায়। লেকিন্‌ একদম্‌ এক্কেলা বন্‌মে

রোতে রোতে চল্‌তে হো এ তোমারা কেইসেন্ খিয়াল্ দাদা? আব্ চলো, মহারাজ আপ্‌কো সাদি বানায়া—উএ ক্যা খাপস্থুরত্ লেড়্‌কী দাদা, দেখ্‌নেসে শির্ বিগড়্ যাতা। চলো, কাহে ঝুট্‌মুট্ এত্তা তথ্‌লিফ্ লেতে হো মহারাজ?

ভোদো। আরে থামো সিঙেল থামো, আমাদের রাজার ছাওয়াল প্রায় তোমাদের দেশের ফকা রাজা হ্যায় কি না, তাই আওরাৎ লিয়ে পালাবে। রাজপুত্তু্র যে ঠাউর হ্যাথ্‌তে চল্‌তিছে এডা ঠাওর কত্তি পাত্তা নেই? ক্যাইসে বেকুব্ হ্যায় তুম্?

মেধো। চলো বাপ্পা, তুমি পালিয়ে এয়েছ শুনে' রাজা বাবা বৎসহারা গাভীর মত অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে বাপ্, তা কি একবার ভাব না? আহা! রাণীমার কি দশা হয়েছে মনে কর দেখি। রাণীমা যে ডুক্‌রি পিটে কাঁদ্‌ছে, মাথার চুল ছিঁড়্‌ছে, গোটা নাল ভাঙছে, এতক্ষণে হয় ত পাগ্‌লী হয়ে বেরিয়ে পড়েছে, ধড়ে প্রাণ আছে কি না তাও বলা যায় না বাপ্। চলো চলো, আর দেরী কোরো না, দেরী কর্‌লে আর হয় ত দেখতে পাবে না।

নরো। প্রাণে বল দাও দেবতা আমার!
মায়া আসি' ঘেরে চারিভিতে,
নামবলে ছিঁড়িব এ পাশ।
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমুখনিঃসৃত
হরে কৃষ্ণ নাম-রবে পলায় শমন,
তুচ্ছ এই মায়াপ্রহেলিকা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
কে আছ কোথায়,
কে এসেছ ছলিতে আমারে,
শোন হরে কৃষ্ণ হরে ;—
হরিনামে সর্ব্বপাপ হরে,
হৃদয় শোধন করে,
তাপ জ্বালা করে নিবারণ।
জগন্মঙ্গল হরিনাম
যেই লয়, অনায়াসে তার তত্ত্বজ্ঞান,
টুটি' যায় মায়ার বন্ধন,
অজ্ঞানমোচন, দুঃখভয় যায় পলাইয়ে,—
আনন্দপাথারে সুখে করে সন্তরণ।
বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে,
দেহ সুশীতল করে
মনে প্রাণে ঢেলে দেয় শান্তিসুধারাশি।
এ নাম ভুলিয়ে কেন জ্বল দিবানিশি!
বলো বলো অন্নগতপ্রাণ জীব
বলো বলো নরনারী,
বলো বলো শ্বাপদ বিহগ,—
শোনো তুমি ক্ষুদ্র সরীসৃপ,
শোন শোন নগনদী ফলফুলরেণু,—

স্থাবর জঙ্গম শোনো বিশ্বচরাচর।
গগনে তারকা শোনো, শোনো রে চন্দ্রমা,
দেব সবিতা শোনো,
শোনো সমীরণ,
শোনো উর্দ্ধলোকচারী,
শোন অধোগামী,
শোন মর্ত্ত্যবাসী—
এনেছেন হরিনাম আপনি শ্রীহরি,
গাহি' গাহি' এ অমৃত করো আস্বাদন।
হরি ওঁ রাম রাম হরি ওঁ রাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
হরিবোল হরিবোল হরিবোল।
—সখা, সখা, এসেছ ?

(আবিষ্ট হইয়া ভূতলে পতন।)

ভোদো। হরিবোল হরিবোল হরিবোল। ক্যামন্ ভ্যাশা লাগ্‌ছে—
হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

সকলে। হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

ভোদো। বল্‌ছি ত এ য্যামন্ ত্যামন্ লয়, এ হেঁজিপেঁজি লয় রে
যে বাঁধি লয়ে যাবি। এ ঠাউরের ভর হয়েছে, লে, রাজামশাই
যা বলে আছেন এ্যাহন কর্। আমারে এনার সাথে দে, দেখাশুনা

করমু। (লোটা হইতে জল লইয়া নরোত্তমের মুখে চোখে দিয়া কাপড়ের খুঁট নাড়িয়া ব্যজন করিতে করিতে) এ ছাওয়ালকে ঘরে লয় কোন্ হালা? সেটী হবার লয় রে হবার লয়। হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

জঙ্গু। তব লেও, তুম্ খরচা লে লেও। আউর আশ্‌রফি লেও, উন্‌কা সাথ্ সাথ্ চলো। হাম্‌লোগ্ রাজাকো পাশ লোট্‌কে যাই।—চলো ভাই সব চলো, খোদাকি দোস্ত্ খোদা কি পাশ্ যাগা কোন্ রোখে ভাই?

সকলে। চলো—চলো মিঞা চলো। হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

(ভোদো ও নরোত্তম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

নরোত্তম। (উঠিয়া) হরিনাম কে শুনালে ভাই?

এসেছ কি দয়া করি' গৌরভক্তগণ,
দীন হেরি' নরোত্তমে ল'য়ে যেতে সাথে?
যেবা ভক্ত হও মোর লহ নমস্কার,
হরিনাম গাহি' মোরে করহ উদ্ধার।

ভোদো। করো কি রাজাদাদা? মুই তোমার শ্রীচরণের দাস। মোহরে ঠাওরাতে নারছ! চলো, চলো, মুই তোমার স্যাবা করমু বলে' সাথে চল্‌ছি।

নরোত্তম। কে তুমি?—পিতৃভৃত্য চলিয়াছ সাথে!
রাখ রাখ আমার মিনতি,
মোর সনে কা'রো যেতে মানা।
নিঃসঙ্গ হইয়ে যেই নিষ্কিঞ্চন জন,

বৃন্দাবনে করয়ে প্রবেশ,
সেই পায় তাঁর দরশন।
হিতাকাঙ্ক্ষী তুমি মোর,
বড় ভালবাস মোরে শিশুকাল হ'তে,
মিত্র হ'য়ে কেন কর' বৈর আচরণ ?
ফিরে যাও পিত্রালয়,
বড় সাধে সেধো নাক বাদ,
মোর সাথে কোরো না গমন।
অভয় পরমানন্দ শ্রীহরিচরণ,
যেই জন করে সমাশ্রয়,—কিবা ক্লেশ ?
ভয় কোথা তার ?
বিপদবারণ স্বয়ং নারায়ণ,
যাহার শরণ,—
তাঁহার স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
যাও ফিরে, হরিনাম করো দিবানিশি,
বুঝায়ো পিতারে, বলিও মাতারে,
হরিনামে ভবভয় বিদূরিত হয়,
মোর লাগি' ভয় নাহি হয় সমুচিত।
বলো ভাই হরিবোল,
হরি বলি' মোরে ছাড়ি' সুখে যাও ঘর,
হরি হরি হরি বলি' আনন্দ-অন্তর।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

ভোদো। হরিবোল হরিবোল হরিবোল। (প্রণাম করিয়া) (স্বগত) যাব? রাজামশায়ের কাছে কোন্ মুখে গিয়ে' দাঁরাব তাই ভাব্‌ছি।—যা থাকে কপালে তাই হবে, তুই ত যা। (প্রকাশ্যে) তবে আসি, দাদাঠাউর। বড় দুক্ষু রয়ে গেল, সঙ্গে নিলি নি। তা' হোক্, তোর কাজে বাধা দিমু না। তবে মুই আসি দাদাঠাউর, হরিঠাউর তোরে কোলে করে নিন্। দেখিস্, দিন প্যায়ে বুড়োটারে ভুলে যাস্ না। (পুনঃ প্রণাম করিয়া) হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

(উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।)

—:*:*:—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মথুরার বিশ্রাম-ঘাট।

জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। (অদূরে নরোত্তমকে দেখিয়া) আহা! উনি কে? ঐ কি তিনি?—তিনিই হবেন। কান্তিময় বপু, ঢল্‌ঢলে চোখ, মুখখানি নয়নজলে ভেসে যাচ্ছে! এই ত প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ! তিনিই বটেন। আহা! চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম! ব্রজে বাস করে' ব্রজমহিমা কিছুই বুঝলুম না! ব্রজমহিমা উনিই উপলব্ধি করেছেন, তাই ব্রজভূমি আলিঙ্গন করে' প্রাণভরে' ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিচ্ছেন! এমন নইলে কি মহাপ্রভুর প্রিয়জন হ'তে পারেন! দেখে' চোখ জুড়িয়ে গেল। এমন নইলে কি এঁর জন্যে গোঁসাইজীর ওপর স্বপ্নাদেশ হয়? মহাত্মন্! তোমার দর্শনে আজ কৃতার্থ হলুম, কোটী কোটী দণ্ডবত তোমার শ্রীচরণে। (সমীপস্থ হইয়া) রাধে রাধে! কে বাপ্ তুমি? তুমিই কি প্রভুর প্রিয় নরোত্তম?

নরোত্তম। (স্বগত) এ কি জাগ্রত স্বপন,
কিবা মতিভ্রম,
কিবা এই দেবের ছলনা!—
নহে ত স্বপন, হেরিয়ে বৈষ্ণবমূর্ত্তি
সন্মুখে আমার।
বৈষ্ণবের মহিমা অপার,
অন্তর্যামী বুঝি ইনি জানেন সকলি।
(প্রকাশ্যে) হে বৈষ্ণব!
নররূপী শ্রীগোবিন্দবিহারভবন!
ধন্য কৃতকৃত্য দাস পুণ্য দরশনে।
কৃপা করি' প্রণিপাত করহ গ্রহণ,
সাষ্টাঙ্গে লুটায়ে যাই চরণে তোমার।
দেহ পদরেণু, মোর পথের সম্বল,
ধন্য হোক্ দাসাধম পরশি' শ্রীপদে।
(দণ্ডবত প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ।)

বৈষ্ণব। উঠ বাপ্। এই দৈন্য বড় সুশোভন!
তোমার কৃপায়, এ দৈন্যের কণা যদি পাই,
বহু ভাগ্য মানি' করি অঙ্গ আভরণ।
তুমি অতি ভাগ্যবান্,
শ্রীহরির আঁকর্ষণে তোমার জনম।
বয়সে নবীন তুমি, কেমনে একাকী
সুদূর খেতরি হ'তে দীর্ঘ পথ বাহি'

আইলে মথুরাপুরে ?
গভীর অরণ্যপথ শ্বাপদসঙ্কুল,
নরঘাতী দস্যুদল ফিরে স্থানে স্থানে,
কে রক্ষিল তোরে বাপ্ ?—বড় সাধ শুনি,
কহ বৎস বিবরণ পরম অদ্ভুত।

নরোত্তম। শুন বৈষ্ণব ঠাকুর।
বহুদিন হ'তে
বৃন্দাবন লাগি' প্রাণ হইল ব্যাকুল।
উতলা হইয়ে রই, উপায় নিরখি'।
দৈবযোগে একদিন এ'নু পলাইয়ে।
সখা-মুখ চাহি, শুধু পথে চলি যাই,
নাহি জানি শ্বাপদ তস্কর, নাহি জানি দিবারাতি,
যবে সখা হয় অদর্শন, কাতরে কাঁদিয়ে
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ঘুমে হই অচেতন।
স্বপনে সখারে হেরি,
মৃদু মৃদু হাসি' মোরে করে আশ্বাসন।
একদিন হেরিলাম কমলনয়ন,
যিনি মোরে পদ্মানীরে করা'লেন স্নান,
সখামুখে শুনি ইনি নিত্যানন্দ রাম।
এঁর ঠাঁই শুনি সখা শ্রীগৌরাঙ্গধন।
নিত্যানন্দ করেন আশীষ, সখা হেরি পাই নব বল,
এই মতে মহাঘোরে আইনু এ পুরে।

আর দিন হেরি,—দুই জন,
ভাবে বুঝায়েন
নাম রূপ-সনাতন,
বড়ই আদরে মোরে করিলেন ক্রোড়ে,
ভাসি' গেনু তিনজনে নয়ন-আসারে।
শেষে এনু এই পুণ্যস্থান,—
এই ঘাটে কংসারি শ্রীহরি
কংসের কুঞ্জর মারি' করিলা বিশ্রাম।
বড় সাধে পদরেণু অঙ্গে মাখি' লই,
হেনকালে হ'ল তব চরণ দর্শন।

বৈষ্ণব। অপূর্ব্ব কাহিনী!
শুনি' পুনঃ চাই শুনিবারে।
জানিলাম শ্রীগৌরাঙ্গ-বরপুত্র তুমি,
সামান্য মানবে নহে এতেক অনুভব।
এবে শুন আমার বারতা।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন এবে অপ্রকট,
পূর্ব্বাশ্রমে ভ্রাতুষ্পুত্র ভক্তকুলে দাস
তাঁদেরই স্বনামধন্য শ্রীজীবগোসাই।
শ্রীজীবগোস্বামী হেথা' প্রভুর আদেশে
নিষ্কিঞ্চন ব্রজবাসী ভক্তসংরক্ষণে
নিরত নিয়ত ব্রতী কায়মনোপ্রাণে।
পাইলেন স্বপ্নাদেশ,

আসে প্রভুপ্রিয় নরোত্তম ব্রজদরশনে।
তাঁহারি নিদেশে মোর হেথা' আগমন,
তাঁর ঠাঁই লইতে তোমারে।
এস বাপ্, বিলম্ব না করো,
প্রতীক্ষায় রহেন শ্রীজীব।

নরোত্তম। (স্বগত) ধন্য লীলাময়, ধন্য তব প্রেমলীলা!
আইলাম একাকী চলিয়ে
হেথা হেরি স্বজন বান্ধব
মোর লাগি' প্রতীক্ষায় আছেন বসিয়ে।
অনিত্য সংসার ত্যজি' এনু নিত্যধাম,
দুদিনের বন্ধু ছাড়ি' মিলে চিরসাথী!
এই মোর চিরনিকেতন, এঁরা চিরসহচর,
চিরপরিচিত বন্ধু চিরস্নেহডোরে।
চিরদিনের প্রভু মোর গৌরাঙ্গসুন্দর,
তোমারি প্রসাদে পাই গোষ্ঠী নিরন্তর।
(প্রকাশ্যে) চলুন, ভুবনপাবন সাধুভক্ত দর্শন কর্‌তে কর্‌তে যাই।

বৈষ্ণব। বৎস! পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছ,—এত কাহিল হয়েছ যে তোমাকে রাজপুত্র বলে চেনা যায় না। আগে শ্রীজীবগোস্বামীর আতিথ্য গ্রহণ করে' সুস্থ হও, পরে ক্রমে ভক্তবৃন্দ দর্শন কোরো।

নরোত্তম। যে আজ্ঞা। তবে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

—*:—:*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্রীবৃন্দাবন—শ্রীজীবের কুঞ্জ।

দুঃখী কৃষ্ণদাস। ব্রজধাম কেমন লাগ্‌ছে ভাই? বল না ভাই শুনি। তোমার মুখে শুন্‌তে বড় ইচ্ছে হয়।

নরোত্তম। তুমি বল্‌বে বলো, তবে বোল্‌বো।

কৃষ্ণদাস। আমি কি বুঝি? তবে শুন্‌তে ভাল লাগে তাই শুন্‌তে চাই। তোমার যদি আমার কথা শুনে' সুখ হয় ত বোল্‌বো বৈকি।

নরোত্তম। বড় মনোরম স্থান এই শ্রীবৃন্দাবন। না ভাই?

নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল বাতাস,
নির্ম্মল যমুনাজল করে টলমল।
স্থির শান্তি সুপ্তি-ভরা, যেন স্বপনের পারা,
স্বপনে গঠিত ভূমি, লতা ফুল ফল।
অনুন্নত তরুদল, কুঞ্জ করে বিরচন,
স্বভাবে আনতশিরে নমে দেবতায়।
পরিষ্কৃত কুঞ্জভূমি যেন ঝাঁটি দিল কে এখনি,
অদৃশ্যে কে যেন দূরে মুরলী বাজায়।
শত শত শুকপাখী, সারি সনে মুখোমুখি,
কহে কথা গাহে গান, ময়ূরী নাচয়।—
ঐ শুন বিহগীর তান! যেন নুপুরের ধ্বনি!
কে রমণী কোথা' যেন নাচি' নাচি' যায়!—
সুন্দরেরি দেশ, হেরি সকলি সুন্দর,—

কিন্তু হায় !
কি যেন মরমদুঃখে ব্যথিত অন্তর !
সকরুণ সুরে গাহে শাখী,
বাঁশী যেন হইল উদাসী,
দূরদেশে ল'য়ে যেতে চাহে প্রিয়জনে।
দারুণ বিরহ-গাথা শুনি কুঞ্জবনে।
কেন বল দেখি ?
শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন,
কা'র লাগি' তবে এই নীরব রোদন ?

কৃষ্ণদাস। সত্য, ভাই, হেন মোর হয় অনুভব।
আলোকে আঁধার, সুখে দুঃখে মিশামিশি,
আনন্দে নিরানন্দ গুমরয়ে বুকে।
প্রকট অপ্রকট লীলার দুই ত বিধান ;
প্রকটরূপেতে হরির সাক্ষাতে বিহার,
অপ্রকটে লুকাচুরি করেন ব্যবহার।
ছাড়ি' গেলা হরি,
ধরি ধরি ধরিতে না পারি,
তাই বুঝি ব্যাকুল অন্তর !

নরোত্তম। ভাগ্যহীন মোরা, নাহি জানি প্রকট কেমন
শুনি হরি ব্রজ ছাড়ি', নবদ্বীপে অবতরি'
গৌরহরি রূপে কৈলা লীলা সুমধুর।
সুদূর অতীত কথা নহে ত এ লীলা।

ভবে যদি জন্ম হ'ল তখন কেন না হ'ল
এ গভীর মনোদুঃখ জানাব কাহায় !

কৃষ্ণদাস। দুঃখের নাহিক ওর, দুঃখময় হইল সংসার।
নিভি গেল দীপ, চৌদিকে ঘেরিল আসি' নিবিড় আঁধার।
বিনা সেই নয়নের মণি, নিরর্থক যতেক দর্শন,
শরীর ধারণ বিড়ম্বন।
দারুণ বেদনা হৃদে গোস্বামীর গণ,
সবে হায় জীবন্মৃতপ্রায়,
কাঁদি অন্ধ শ্রীল রঘুনাথ,
পঙ্গু কবিরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস,
কত আর দিব পরিচয় !
সাক্ষাতে সকলে তুমি দেখিয়া আইলে
ভাগ্যবন্ত গৌরভক্তগণে।

নরোত্তম। দুঃখের উপরে দুঃখ, শুন ভাই কহি তোমা' স্থানে।
দেখিলাম শ্রীগৌরাঙ্গগণে, দেখিলাম লোকনাথ।
দেখিতে তাঁহারে কি জানি কেমনে
মনোপ্রাণ লুটাইল তাঁহারি শ্রীপদে।
আনে হেরি' কভু নাহি হইল এ ভাব।
জান যদি বল দেখি কারণ ইহার ?

কৃষ্ণদাস। শ্রীগুরু দর্শনে হয় এই অনুভব।
ভাগ্যে মিলে গুরুরূপে এ হেন রতন।
কিন্তু কি জানি কি হয়,

সকলি হইতে পারে প্রভুর কৃপায়।—
পরম বিরক্ত কুঞ্জে রহেন নির্জ্জনে
ভজন আনন্দে মগ্ন!
সংকল্প তাঁহার, লোকনাথ কা'রো নাথ হবে না জীবনে।
কা'রো সনে নাহি বাক্যালাপ, সঙ্গ নাহি কারো সনে,
নিরন্তর ভাবসেবা, ভাবাবেশে দিবানিশি ভোর।
তাহান সংকল্প ভাঙ্গে সাধ্য আছে কার?
শ্রীগৌরাঙ্গের বরপুত্র তুমি যে মহান্,
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাবলে তুমি বলীয়ান্,
যোগ্যশিষ্যে যোগ্যগুরু মিলাবেন হরি,
মহানন্দ পেনু ভাই শুনি' এ বারতা।—
আসি ভাই এবে। সেবাভার আছে মম প্রতি।
অবসর মত পুনঃ মিলিব তোমায়।

নরোত্তম। এসো ভাই, এসো। তোমার সঙ্গে কথা কইলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ভুলে থেকো না, আবার দেখা কোরো।

কৃষ্ণদাস। সে কি আর বল্‌তে হয় ভাই! এখন আসি তবে।

নরোত্তম। এসো।　　(কৃষ্ণদাসের প্রস্থান।)

সখা! আশা দিয়ে আনিলে হেথায়,
আশা ভঙ্গ হ'ল এতদিনে।
বড় দয়াল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ হরি
তব প্রিয় লোকনাথ কেন নিরদয়!—
পণ তাঁর,—যদি মোরে না রাখেন পায়

আপনা হইতে প্রাণ গেছে যে বিকায়ে,
সে চরণ বিনু এবে নাহি ত উপায়।
এ দেহ তাঁহারে আমি করেছি অর্পণ।
ফিরাব কেমনে?—অলক্ষিতে ঢালি' দিব তাঁহারি সেবায়।
লোকনাথ! লোকনাথ! লোকের জীবন!
তুমি আমার জীবন,
তোমার প্রসাদ বিনা হেরি অন্ধকার।
কেমনে রহিব দূরে?—
পড়ে' রব কুঞ্জদ্বারে, কাঁদিব নির্জ্জনে,
ভজনে দিব না বাধা,
দেখা নাহি দিব, শুধু দেখিব দূর হতে।
লও না কাহারো সেবা, লবে না কি মোর?
নাহি লও,—অলক্ষিতে করে যাব সেবা।
দেহ যে তোমার, তব সেবা বিনু মোর কার্য্য নাহি আর
ভজন আনন্দী তুমি, করিব ভজন—
অতন্দ্রিত দুই লক্ষ নাম নিত্য দিন।
নাম জপি' পদ সেবি' তোমারি চরণে,
তোমারি এ দেহখানি করিব পতন।

[নেপথ্যে গৌরহরিবোল।

(ক্ষ্যাপা মার প্রবেশ)

ক্ষ্যাপা মা। এই যে ওষুধ ধ'রেছে। তা ধ'রবে না? সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির যোগাযোগ, তা বেশ হয়েছে। তুই একখানা ছেলে বটে,

রতনেই রতন চেনে তুই রতন চিনে নিইছিস্। কিছু ভাবিস্ নি বাবা কিছু ভাবিস্ নি। তোর যে ওই বদ্দিটি বাইরে দেখ্‌তে বড় কঠিন, কিন্তু ভেতরে ফুলের চেয়েও নরম। তোর কোন ভাবনা নেই। রোগও যেমন বদ্দিও তেমন। সব রোগ সেরে যাবে, সব কষ্ট দূরে যাবে। বড্ড কষ্ট হচ্চে, না? তা কি ক'রবি বল্। তার বড় সূক্ষ্ম বিচার গো তার বড় সূক্ষ্ম বিচার। কেউ বাদ যায় না। আপনি নরদেহ ধ'রে লীলা ক'ত্তে এল। এক রাজাকে স্বহস্তে নিধন ক'রে তাকে উদ্ধার ক'রে দিলে। রাণী ক্ষ্যাপ্পা হ'য়ে শাঁপ দিতে লাগলো। রাজপুত্তুর অন্যায় সমর ব'লে দোষারোপ ক'ল্লে। তা বলি—নিজেরই ত নিয়ম। নিজের বেলা নিজের নিয়ম না মানলেই ত পারে। তা কিন্তু ক'ল্লে না। তাদের কথা মাথায় পেতে নিলে। রাণীর শাঁপে নিজের প্রাণাধিকা পত্নীকে বিনাদোষে বনে দিয়ে রাজা হ'য়ে সারাজীবনটা অঝোর-ঝোরে কেঁদেই কাটিয়ে দিলে। ছোঁড়ার গোসা হ'ল বলে আবার জন্ম নিয়ে, ছোঁড়াকে না ব্যাধ ক'রে, নিজে-না একটা গাছে হেলান্ দিয়ে টুক্‌টুকে পা দু'খানি ছড়িয়ে ব'সে রইলো। ব্যাধ ছোঁড়া মনে ক'ল্লে বুঝি রাঙ্গা পাখী। লুকিয়ে বাণ মার্‌লে, আর তাইতেই নাকি অত বড় বীর ঢ'লে প'ড়লেন আর উঠলেন না। তার এমনি বিচার গো তার এমনি বিচার। নিজের ওপোরেও বিচার চালায়। তার বিচারেই জগৎখানা খাড়া হ'য়ে আছে। তা বলি ছুঁড়ি যে বড্ড কেঁদেছিল। আহা! বুকের ব্যথায় বুকখানা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তা হো'ক্, শেষে তো

তার উপায় হ'য়ে গেল। তার দয়াতেই হ'লো। তার দয়া তো আছেই। তবে বিচার ছাড়বে কেন বল'। তাইতেই এত যাতনা। ঠিক্ ছুঁড়ির যা হ'য়েছিল তোর তাই হ'য়েছে। তোরও উপায় হ'য়ে যাবে। তার আর বড় দেরী নেই। গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল। গৌরহরিবোল।

(প্রস্থান।)

—:*:*:—

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—চীরঘাট। লোকনাথের কুঞ্জদ্বার।

লোকনাথ। (চিন্তিত অন্তরে) কে সেবা করে? প্রতিদিন কে ঝাড়ুদারী করে যায়? ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে এসে লুকিয়ে সেবা করে, কি তার উদ্দেশ্য? (অদূরে ঝাঁটা বুকে নরোত্তমকে দেখিয়া।) কে বটে? কে বটে?

নরোত্তম। (ভয়ে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া অবনতমুখে) আজ্ঞে, আমি নরোত্তম।

লোকনাথ। নরোত্তম! (শিহরণ।) (স্বগত) পাগলিনী নরু বলেছিল না! (নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া প্রকাশ্যে) তুমি কি গৌড়ীয়া? কে তুমি নরোত্তম?

নরোত্তম। (করযোড়ে) নরোত্তম অধীনের নাম,
জন্ম পদ্মাতীরে,
খেতরির রাজা পিতা কৃষ্ণানন্দ নাম।

লোকনাথ। (ব্যথিত হইয়া) কি বলিলে রাজপুত্র তুমি!
তবে কেন রাজভোগ ছাড়ি',
উদাসীনবেশে ভ্রম ব্রজপুরে?
কেনে বা কিসের লাগি' এই কুঞ্জদ্বারে,
নীচসেবা কর আসি' বিনিদ্র হইয়ে?
রাজপুত্র হ'য়ে,
কেমনে কেনে বা সহ' এতাধিক ক্লেশ?

নরোত্তম। (মৃদুস্বরে) ভেবেছিনু জানা'ব না মনের বেদনা।
(জানু পাতিয়া বক্ষে কর জুড়ি'য়া)
আপনি পুছিলে যদি প্রভু দয়াময়,—
নিবেদি চরণে,
শুন' তবে এ দাসের দুঃখের কাহিনী।
স্বপনে আদেশ পেয়ে'
গিয়েছিনু পদ্মানীরে স্নান করিবারে।
স্নান সমাপন করি' হইনু বিহ্বল,—
আলিঙ্গন করি' মোরে গৌরবরণ
হৃদয়মন্দিরে মোর করিলা প্রবেশ।
সে অবধি হইনু পাগল,
বিষসম লাগে রাজভোগ,
পিতা মাতা যত ছিল স্বজনবান্ধব
কাহারেও না বাসি আপন,
আপনা হারায়ে কাঁদি তাঁহার উদ্দেশে।

মনে জাগে একাকী পলা'য়ে
ছুটে যাব শ্রীবৃন্দাবন,
শুনেছি সেথায় তিনি আছেন গোপন।
আইলাম ব্রজপুরে,
হেরিলাম শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়ভক্তগণ,
হেরিলাম তোমারি চরণ।
না জানি কেমনে, হেরিনু যেক্ষণে
দেহমনোপ্রাণ মোর করিনু অর্পণ
তোমারি' ও দুটী পা'য়।
যদি পদে' না দেহ আশ্রয়,
দাস নিরুপায়, যাইব কোথায়,
কোনো'মতে প্রাণ মোর ফিরাইতে নারি।

লোকনাথ। (চিন্তামগ্ন হইয়া)
অহো মহাভাগ!
শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপাত্র তুমি।
প্রভু যারে দিলেন আশ্রয়,
চিন্তা কিবা তার?
বৃথা কেন দুঃখ ভাব মনে?
যাঁর লাগি' ব্রহ্মচর্য্য করে ব্রহ্মচারী,
সর্ব্ববেদ পুরাণে যাঁর মহিমা বাখানি,
তদগতচিত্ত যোগী ধেয়ায় চরণ,
নিষ্কিঞ্চন হ'য়ে ভক্ত করে আকিঞ্চন,—

অনায়াসে সেই সাধ্যসার,
হৃদয়ে তোমার ;
বীজমন্ত্র বৃক্ষরূপে যেই ফল ধরে,
করায়ত্ত সে ফল তোমার।
প্রেম লাগি' সাধন ভজন,
তোমার হৃদয়ে প্রেম প্রভু কৈল দান,
দীক্ষায় তোমার আর কিবা প্রয়োজন।
আপনি জগদ্‌গুরু দিলা পদছায়,
বুঝে দেখ মতিমান্,
গুরু তিনি, দৃঢ় করি' ধরো সে চরণ।

নরোত্তম। (সকাতরে) অতি দীনহীন এই চরণেরি দাস ;
বঞ্চনা কোরো না নাথ।
তুমি লোকনাথ, মুই নরাধম,
(যুক্তকরে শ্রীচরণ দেখাইয়া)
কেন না রাখহ মোরে ওই শ্রীচরণে।
অবিচারে দেহমনোপ্রাণ,
গিয়েছে ও চরণে লুটা'য়ে,—
জড়মতি তর্কযুক্তি বুঝিবারে নারি,
(নিমীলিতনেত্রে আত্মনিবেদন করিয়া)
আমি যে তোমারি মোরে দেহ শ্রীচরণ।

লোকনাথ। (অতিকষ্টে দৃঢ়তা সহকারে)
কেন দুঃখ দাও সুকুমার ?

সরলতা ভক্তিগুণে মুগ্ধ হয় মন,
আর্ত্তি হেরি' ব্যথা পাই প্রাণে।
করিয়াছি স্থির, সেবক না হইবে আমার।
প্রভুসেবা লাগি' এই তুচ্ছ নরদেহ,
সেবা করি' করিব পতন,
সেবা নাহি করিব গ্রহণ।
রাখহ বচন,
স্নেহে বদ্ধ কোরো না আমায় ;
গুরু যদি চাহ তুমি,
প্রভু প্রিয় ভক্ত বহু আছেন ব্রজধামে,—
লও উপদেশ,
প্রভুর কৃপায় সিদ্ধি লভিবে বিশেষ।
আর নাহি বলিবে আমারে,
ক্ষমা দেহ, তব দুঃখ সহিবারে নারি।

নরোত্তম। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া নতমুখে)
শিরোধার্য্য প্রভুর আদেশ।
ও চরণ বিনা মোর নাহি অন্য গতি।

লোকনাথ বলিয়াছি আমার যে কথা।
এ কথা পালিবে এবে,
ছাড়ি সেবা করি' মোরে ব্যথা নাহি দিবে।

নরোত্তম (দাঁড়াইয়া উঠিয়া নতমুখে)
যে আজ্ঞা। (লোকনাথের প্রস্থান

(অপরদিক হইতে ভূগর্ভের প্রবেশ।)

ভূগর্ভ		কে ? নরোত্তম ?
ধন্য সেবা ! ধন্য ধন্য ধন্য তুমি বাপ্।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা তুমি মূর্তিমান্,
তোমারি এ ধৈর্য্যগুণে যাই বলিহারি।
তোমার তুলনা নাহি হেরি ত্রিভুবনে।
সর্ব্বান্তঃকরণে আজি করি আশীর্ব্বাদ,
মনোরথ পূর্ণ হোক্ অচিরে তোমার।
হ'য়ো না নিরাশ,
লাগি রহো মনের হরিষে ;
মন্ত্রের সাধন লাগি' করো প্রাণপণ,
প্রভুর কৃপায় সিদ্ধি হইবে নিশ্চিত।

(আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান।)

(লোকনাথের পুনঃ প্রবেশ, নরোত্তমের মৃত্তিকা
প্রদান ও লোক্‌নাথের গ্রহণ।)

নরোত্তম।	(স্বগত)
কৃতার্থ হইনু সেবা করিলে গ্রহণ।
সেবায় তোমার মগ্ন র'ব অনুক্ষণ।

(লোকনাথের পশ্চাৎ কুঞ্জমধ্যে প্রস্থান।)

—:*:—

চতুর্থ দৃশ্য।

কুঞ্জ-মধ্য।

লোকনাথ ও ভূগর্ভ সমাসীন।

ভূগর্ভ। কিবা মনে ভাব লোকনাথ ?
দিনে দিনে গত হ'ল মাস,
মাসে মাসে বর্ষ কাটি' গেল,
বর্ষ দুই ধরি' ধীর ! পরীক্ষা করিলে,
এখনও কি নহে সমাধান ?
কতদিনে এ ভূষণ করিবে ধারণ ?

লোকনাথ। অগ্নিদগ্ধ হেম নিরমল,
অতি সুনির্ম্মল এবে করে ঝলমল।
চির অনাদরে তার বাড়িল আদর ;
অবহেলা উপেক্ষায়, প্রাণ ঢালি' সেবে
কেহ নাহি সম্ভাবয়,
নিত্য দুই লক্ষ নাম ভঙ্গ নাহি হয়,—
নরোত্তম ইহঁ নরোত্তম,
পরম বিরক্ত এই রাজার নন্দন,
ভাঙ্গিল আমার পণ,
ভক্তিবলে জিনিল আমায়।
জানিলাম প্রভুর ইচ্ছায়,

হোলো মোর পরাজয়,
তোমারও সে মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ।
এ ভূষণ রতনভূষণ,—স্নিগ্ধ নীলমণি হৃদে করিব ধারণ,
আদরে পরিয়ে গলে জুড়াব জীবন।

ভূগর্ভ। জয় প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর!
জয় দয়াময়,
জয় নরোত্তমমনোবাঞ্ছাপূর্তিকারী,
জয় দীনবন্ধু জয় জয় ব্যথাহারী,
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় গৌরহরি।

লোকনাথ। গৌরহরিবোল। (অশ্রুকম্পপুলক।)
ন—নরোত্তম!

(নরোত্তমের প্রবেশ।)

ক্ষ—ক্ষম বাপ্!
তোর ঠাঁই মোর পরাভব।
নিঃস্বার্থ প্রেমের পণে কিনিলি আমায়,
দীক্ষা দিব তোরে বাপ্ আয় কোলে আয়।
(ক্রোড়ে করিয়া গলা ধরিয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণ।)
(ভাবসংবরণ করিয়া)
আজি শ্রাবণী পূর্ণিমা
ঝাট যমুনার জলে করো গিয়া স্নান।

(নরোত্তমের প্রস্থান।)

(ভূগর্ভের প্রতি)
যাও সখে, যাও শীঘ্রগতি,
মাল্যচন্দন ভার তোমার উপর।

ভূগর্ভ। আনন্দে লইনু ভার।
কোনো চিন্তা নাই,
একদণ্ডে ফুল তুলি' গেঁথে দিব মালা,
পাত্র ভরি' যোগাব চন্দন,
নয়নে হেরিব সুখে বৈষ্ণবসেবন।

লোকনাথ। বৈষ্ণব মহান্ত যত বরজে বসতি,
সসম্ভ্রমে করো নিমন্ত্রণ,
আজি মোর নরোত্তমের দীক্ষা আয়োজন।

(ভূগর্ভের প্রস্থান।)

(স্বগত) উর' নাথ! উরসি মোহন,
এস হেরি' রসেরি বদন,
শ্রীচরণে সঁপে দিই তোমার নরোত্তম।
তুমি ইষ্ট, তুমি গুরু, গুরু কেবা আর?
কৃপাদৃষ্টে চাহি' যা'র প্রতি,
আপনি বরি'য়ে লও, সে পায় তোমায়।
গুরুরূপে তুমি কৃপা করো দয়াময়।
তোমারি ত আকর্ষণে নরুর জনম,
তব প্রিয় নরোত্তম,—
পদ্মানীরে প্রেমধন করিলে অর্পণ,

দেখা দিয়ে' কৈলে আলিঙ্গন।
তথাপি আপন বিধি না করো লঙ্ঘন,—
হেরিলেও ধ্রুবাস্মৃতি না হয় কখন
বিনা গুরু উপদেশে।
যদ্যপি পূরবে বালা হেরি' পাত্রমুখ
করে আত্মসমর্পণ,
তথাপি জনক বিনা নহে সম্মিলন ;
হৃদয় সংযোগ লাগি' গুরু প্রয়োজন।
লীলাময় ! লীলাছলে ভাঙ্গ মোর পণ,
নরোত্তম হেন প্রাণ দেখাইয়ে লোভ,
নিজকার্য্য করহ সাধন,—
প্রসঙ্গতঃ স্নেহভক্তি ঘটকবিদায়।—
নমি পদে ভগবন্,
পূর্ণ হোক্ ইচ্ছা তব হৃদয়-ঈশ্বর,
আপনি আসিয়ে যজ্ঞ করো সমাধান।

(নরোত্তমের প্রবেশ।)

(নরোত্তমের প্রতি) বাপ্ নরোত্তম ! তোমারি জয় হ'ল। এখন দুটী প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পারবে ?

নরোত্তম। আজ্ঞা করুন।

লোকনাথ। মৎস্যাদি ভক্ষণ করবে না। আর কখনও বিষয়স্পর্শ করবে না।

নরোত্তম। যে আজ্ঞা।

লোকনাথ। তুমি সুবোধ, বেশ করে' বুঝে উত্তর দাও। সহজ কথা নয়। কাঞ্চন স্পর্শ করবে না। ব্রহ্মচর্য্য করতে হবে, কখনও দারপরিগ্রহ করতে পাবে না। ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। পারবে?

নরোত্তম। আপনার কৃপা হলে সব করতে পারি। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আমি নিয়েছি, আজ আপনার আজ্ঞায় সে প্রতিজ্ঞা বদ্ধমূল হোলো।

(ভূগর্ভের মাল্যচন্দন রাখিয়া প্রস্থান।)

লোকনাথ। উত্তম। তবে এস বৎস হৃদয়ে এস।

নরোত্তম। প্রভো! দয়াময়! (চরণে পড়িলেন।)

লোকনাথ। (উঠাইয়া আলিঙ্গন দিয়া) বৎস! তুমি আমার আদি, মধ্যম ও শেষ সেবক। তোমার মত শিষ্য বড় ভাগ্যে মেলে। শ্রীগৌরাঙ্গ তোমায় কৃপা করুন।—দাও, আমার পা' ধুইয়ে দাও। (মাল্যচন্দন নিবেদন করিয়া) আমায় মালা চন্দন দাও।

(নরোত্তমের তথাকরণ ও লোকনাথের নরোত্তমের অঙ্গে প্রসাদী মালা চন্দন প্রদান।)

(আসন পরিগ্রহ করিয়া)

উজ্জ্বলবরণ গৌরবরদেহং,　　বিলসতি নিরবধি ভাববিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপয়ালেশং,　　তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
বিগলিতনয়নকমলজলধারং,　　ভূষণ-নবরস-ভাববিকারং।
গতি-অতি-মন্থর-নৃত্যবিলাসং,　　তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥

চঞ্চলচারু-চরণগতি-রুচিরং,　　মঞ্জীররঞ্জিত-পদযুগমধুরং।
চন্দ্রবিনিন্দিতশীতলবদনং,　　তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
নবগৌরবরং নবপুষ্পশরং,　　নবভাবধরং নবোল্লাস্যপরং।
নবহাস্যকরং নবহেমবরং,　　প্রণমামি শচীসুতগৌরবরং॥
নিজভক্তিকরং প্রিয়চারুতরং,　　নটনর্ত্তন-নাগরী-রাজকুলং।
কুলকামিনী-মানসোল্লাস্যকরং,　　প্রণমামি শচীসুতগৌরবরং॥
অরুণনয়নং চরণবসনং,　　বদনে স্খলিতং স্বনামমধুরং।
কুরুতে সুরসং জগত-জীবনং,　　প্রণমামি শচীসুতগৌরবরং॥

নবনীরদনিন্দিতকান্তিধরং
রসসাগরনাগরভূপবরং।
শুভবঙ্কিমচারুশিখণ্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং॥
ভ্রূবিশঙ্কিতবঙ্কিমশক্রধনুং
মুখচন্দ্রবিনিন্দিতকোটিবিধুং।
মৃদুমন্দসুহাস্যসুভাষ্যযুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং॥
ছবিকম্পদনঙ্গসদঙ্গধরং
ব্রজবাসিমনোহরবেশকরং।
ভৃশলাঞ্ছিতনীলসরোজদৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং॥
সুরবৃন্দসুবন্দ্যমুকুন্দহরিং
সুরনাথশিরোমণি সর্ব্বগুরুং।

গিরিধারিমুরারিপুরারিপরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥
বৃষভানুসুতাবরকেলিপরং
রসরাজশিরোমণিবেশধরং।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥
শ্রীমন্নবদ্বীপকিশোরচন্দ্র
শ্রীনাথবিশ্বম্ভরনাগরেন্দ্র।
শ্রীমচ্ছচীনন্দনচিত্তচোর
প্রসীদ কিশোরী জনেশ গৌর ॥
হে প্রাণবন্ধো নদীয়ানটেন্দ্র
বিলাসিনী-রূপ-রসাব্ধিকেন্দ্র।
শ্রীমন্নদীয়া-নব-নাগরীশ
প্রসীদ পূর্ণামৃত-প্রেমবেশ ॥

(প্রতি শ্লোকপাঠানন্তর ভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম।)

শ্রীগৌরাঙ্গ (গর্গর মাতোয়ার)

(নরোত্তমের প্রতি) নরোত্তম, আমার বামে বোসো।

(নরোত্তমের উপবেশন।)

তোমার পাপ তাপ আমায় দাও। আমাকে আত্মসমর্পণ করো।

নরোত্তম। নমো শ্রীগুরবে নমঃ। নমো পাবকায় নমো তারকায় নমস্তে পাপতাপহারিণে নমঃ। নমস্তে হরয়ে নমঃ। নমো নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ। ইমানি মে চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি অর্পয়ামি

গৃহাণ স্বাহা। যানি মে কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি পাণিপাদবাগ্ময়ানি অর্পয়ামি গৃহাণ স্বাহা। মনোবুদ্ধ্যহংকারং সর্ব্বমর্পয়ামি গৃহাণ স্বাহা। সর্ব্বং মে সুখদুঃখাদিকং শ্রীচরণে অর্পয়ামি গৃহাণ স্বাহা। অহন্তাং মমতামর্পয়ামি শ্রীচরণে আত্মানং নিবেদয়ামি গৃহাণ গৃহাণ স্বাহা।

(ভাবাবেশে লোকনাথের বক্ষে ঢলিয়া পড়ন।)

লোকনাথ। কি হেরিছ নরোত্তম ?

নরোত্তম। অপরূপ যুগলকিশোর,
তড়িতজড়িত জনু নবঘনশ্যাম,
প্রেমনয়নে দোঁহে দোঁহামুখ হেরে,
সেবাপরা সখিবৃন্দ ঘেরি' ঘেরি' গায়,
মণ্ডলী করিয়া নাচে প্রেমানন্দমনে।
হেরি তোমা' সখিমাঝে,
সুবেশিনী সুকেশী রমণী,
পাশে ওই অলপবয়সী
কেবা বালা মনে লয় আমি !
তুমি নারী, আমি নারী, সকলেই নারী,
বামে নারী মাঝে রাজে মুরলীমোহন।
আনন্দে ভরি গেলা দেহপ্রাণমন।—
কোথা মিলাইল সব !
একা দাঁড়াইয়ে ওই পুরুষরতন,
এ ত নহে বংশীবদন !
অদভূত প্রিয়দরশন,

হেমকান্তি বিশ্ববিমোহন ;
হাসিয়া চাহিতে বলে হরে প্রাণমন,—
ভুবনবিজয়ী মালা শোভে গলদেশে,
চন্দন চর্চ্চিত ভালে, চাঁচর চিকুর,
তাহে শোভে চাঁপাফুল,—
হেরিতে নয়ন,
বিকাইয়া গেল প্রাণ চরণেরি তলে।
কাতরে মিনতি করি রাখো শ্রীচরণে। (মূর্চ্ছা।)

লোকনাথ। (মুখে চোখে জলের ছিটা দিয়া কর্ণকুহরে)
গৌরহরিবোল ! গৌরহরিবোল ! গৌরহরিবোল !!!

(নরোত্তমের মূর্চ্ছাভঙ্গ

(ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া নরোত্তমের প্রতি)
বৎস !
নিত্যধামে নিত্যলীলা হেরিলে আপনি।
সিদ্ধদেহে প্রবেশ সেথায়।
একেলা পুরুষ আর মোরা সবে নারী,
মোরে হের সখী মঞ্জুনালী,
তুমি বিলাসমঞ্জরী,
এই ভাবে মগ্ন হ'য়ে রহ নিত্যধামে।
ইহাই ভজন আর নামই সাধন।
অহর্নিশি হরিনাম লহ নিরবধি,
হরে কৃষ্ণ নামে লহ শ্বাস,

আশা পূর্ণ হবে, পাবে তাঁহারি চরণ।
হরিনামে সর্ব্বপাপ হরে,
কৃষ্ণনামে প্রেম উপজয়,
রাম নামে স্ফুরে তত্ত্বজ্ঞান,
হরে কৃষ্ণ রাম নামে মিলে শ্রীচরণ।
বৈষ্ণবেতে নহে যেন ক্ষুদ্র অপরাধ,
ইথে হবে সদা সাবধান ;
তৃণ হ'তে হইবে সুনীচ,
তরু হ'তে সহ্যশীল হবে,
অমানী হইয়ে মান দিবে জীবগণে,
বৈষ্ণবের বন্দিবে চরণ,
প্রেমে পূর্ণ হইবে হৃদয়,
প্রেমময় সনে সদা হইবে বসতি।
(অদূরে দেখিয়া) আসিছেন বৈষ্ণব মহান্ত সবে,
মাল্যচন্দন সেবা করো সযতনে,
ভক্তিভরে বন্দো শ্রীচরণ। রাধে রাধে !

(বৈষ্ণব মহান্তগণের প্রবেশ।)

সকলে। রাধে রাধে !

[নরোত্তমের সকলের অঙ্গে মাল্যচন্দন দিয়া
দণ্ডবত প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ।]

লোকনাথ। 　আশীষ করুন সবে মহান্তেরি গণ।
প্রভুর ইচ্ছায়, আজি হ'তে নরোত্তম হইল আমার।
বৈষ্ণবের পদরেণু একমাত্র বল,
সেই ধন দেহ ত সম্বল,
তবে পূর্ণ হবে মনস্কাম,
বৈষ্ণব কৃপায় স্ফুরে নিত্যলীলাধাম।

সকলে। 　(মহোল্লাসে) রাধে রাধে !
বড় সুখ হ'ল মনে শুনি সুসংবাদ।
কায়মনোবাক্যে মোরা আশীষি সকলে,
ভাগ্যবান্ নরোত্তম হও পূর্ণকাম।

শ্রীজীব। 　(নিরীক্ষণ করিয়া সস্নেহে)
চন্দনে লেপিত তনু, ফুলমালা গলে,
প্রেমানন্দে প্রফুল্ল বদন,
প্রেম অশ্রু ঝরে দুনয়নে,
কি সুন্দর নরোত্তম হেরিয়ে তোমারে !
নহ নর, যেন তুমি হয়েছ ঠাকুর,
ঠাকুর মশায়, এস দেহ আলিঙ্গন।

(নরোত্তমের চরণে পতন ও শ্রীজীবের আলিঙ্গন।)

সকলে। 　জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয় ! জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয় !
গৌরহরিবোল ! গৌরহরিবোল !! গৌরহরিবোল !!!

—:*:—

পঞ্চম দৃশ্য।

কুসুমসরোবর। কুঞ্জকুটীর।

শান্তশীলা। (গীত)

(হরিনামের মালা গলে)

তুমি কে আমার।
হেরে সাধ মেটে না ত হেরি বারে বার ॥
নরে মন দিয়েছিনু আমার হরি,
কাঁদায়ে ফিরায়ে মন করিলে চুরি,
আপনি জানায়ে দিলে তুমি যে আমার।
খুঁজিয়ে আপন জন মরেছি কেঁদে,
তখন জানিনা তুমি আমার হৃদে,
তুমি বিনে কেহ মোর নাহি আপনার।
(এবার) দাসী হ'য়ে পায়ে রব আমি যে তোমার ॥

(নিমীলিতনেত্রে হেলায়িতভাবে অবস্থান।)

(লঘুপদে ক্ষ্যাপা মার প্রবেশ ও পিছন হইতে জড়াইয়া ধরণ।)

শান্ত। (চক্ষুরুন্মীলনে প্রয়াস পাইয়া নিমীলিতনেত্রে মৃদু হাসিয়া) কে? দিদি বুঝি?

ক্ষ্যাপা মা। বল্ দিকি নি কে?

শান্ত। আবার কে?—তুমি,—দিদি। তুমি—ক্ষেপী। যারে কেউ ভালবাসে নি তারে যে ভালবাসে সে, সেই তুমি। যে আমার আঁধার ঘরে আলো এনেছে সে, সেই তুমি। যে আমায় হাতে ধ'রে ভালবাস্‌তে শিখিয়েছে, সেই তুমি। যে আমার মরুময় প্রাণে সুধার প্রবাহ ছুটিয়েছে, সেই তুমি। যে আমায় গৌর চিনিয়েছে সেই তুমি। যার চরণে আমার মাথা বিকিয়ে গেছে—সেই তুমি। যে আমায় পায়ে রেখে কৃতার্থ করেছে, আমার এইটুকু প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে আমার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেছে, আমার মরা দেহে প্রাণ দিয়েছে, সেই তুমি। আমার জীবনের সাথী মরণে সখী, যার মুখ চেয়ে প্রাণ রেখেছি, যার চোখ দিয়ে গৌর দেখেছি, যার মন পেয়ে গৌরে মজেছি, যার প্রাণে প্রাণের সাড়া পেয়ে প্রাণনাথের চরণে প্রাণ সঁপেছি, সেই দয়াময়ী, সেই স্নেহময়ী, সেই প্রাণময়ী, সেই প্রেমময়ী,—বড় আদরের, বড় কদরের, বড় ভক্তির, বড় ভালবাসার—(অশ্রু) তুমি, তুমি, সেই তুমি। কোথা তুমি প্রাণসখি?

(ক্ষ্যাপা মার সম্মুখে আসিয়া আলিঙ্গন ও ললাট চুম্বন।)

ক্ষ্যাপা মা। ও আমার রস্‌কে ছুঁড়ী,

(আঁখিতে হস্ত বুলাইয়া) আঁখি মেলে' চাও লো সুন্দরি।

দেখ্‌বে না এ নরপুরী,

পালায় পাছে নাগর হরি?

থাকো বোন্ থাকো থাকো,

প্রেমে বাধা দেবো না কো।

(চিবুক ধরিয়া) কচি ফুলে, ভোম্‌রা বুলে, মায়া নেই তার কোনো কালে।
(হাত ধরিয়া) মাতে মাতাল, করে লো নাকাল, হার মানিস্‌ নি যেন ঝিভোলে।
(গলা জড়াইয়া) কর্‌বি খেলা, বুঝ্‌বি লীলা, সুখ দিবি সুখ নিবি নি ভুলে॥
তারে লয়ে হেলে ছলে, ভালবাসা দিবি ঢেলে,
সুখ দিয়ে মুখে হাসিটী হেরে তার সুখে সুখে পড়্‌বি ঢলে।
কেমন ? (এক হস্তে গলা ধরিয়া অপর হস্তে চিবুক ধরিয়া)
ভাদরের ভরা নদী তায় ছুটেছে বাণ,
সামাল সামাল তরী উঠেছে তুফান।
বুঝি ভাসিল ছকুল, বুঝি খসিল ছকুল ;
এলাইল চুল, খোয়া গেল কুল ; প্রাণ হ'ল আকুল,
(চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া) করে রসে কুল্‌ কুল্‌।
(বুকে হাত দিয়া) হিয়া দুরু দুরু দুরু,
(আকর্ষণ করিয়া) তত চাপে গুরু গুরু,
সে যে প্রেমকল্পতরু,
সে যে রসের আদি গুরু,
(কাঁধে ভর দিয়া ঢলিয়া পড়িয়া) গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল।

শান্ত। তা' হচ্চে না, তোমার পালান হচ্চে না তা বলে। বলো না, আরও বলো, তোমার কথা শুনে শুনে তোমার মত পাগল হই।

ক্ষ্যাপা মা। (উঠিয়া) তাইত লো ! তুই পোড়ারমুখীও আমায় পাগ্‌লী বল্‌বি ! দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি দাঁড়া। এখন যা বল্‌তে এলুম

তাই বলি শোন্। (হাত ধরিয়া) তোর চাঁদে চাঁদ ধরেছে লো, আবার চাঁদ নিয়ে চাঁদের কিরণ ধরায় ছড়াতে চল্‌লো, বুঝ্‌লি ছুঁড়ী?

শান্ত। তা আমি জানি। তোমার বোন্ হ'য়ে তা আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন ত আর কাঁদব না যে শোনাচ্ছ। তুমি ত বলেছ চাঁদের চাঁদ পেলে আর দীপচাঁদের জন্যে কাঁদতে হয় না। আমিও শিখেছি, আর ত কাঁদব না। এখন, চাঁদের চাঁদ ধরা দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে শ্রীচরণে স্থান দেন, তা হ'লেই বাঁচি। এ ধরাবাসের কারাবাসে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, দেখা দিয়ে পালিয়ে যান্ কেমন করে প্রাণ ধরে' থাকি বল দেখি ভাই? যার আর কেউ নেই, কিছুই নেই, তাকে আর কেন অন্তরে রেখে অন্তরে ব্যথা দেন। কেমন ভাই? বল না, তুমি বল না, তুমি বল্‌লেই ত হয়, তুমি পাঠালেই ত যাই।—বল্‌বে না, আমায় পাঠাবে না? লক্ষ্মী দিদি আমার, বল্ না ভাই, আমি যাই।

ক্ষ্যাপা মা। যাবি লো যাবি, এত ব্যস্ত কেন? আমায় একলা ফেলে কোথা যাবি ভাই? আমাদের সময় হ'য়ে এসেছে, কাজ ফুরিয়েছে, চ' এবার দুটী বোনে হাত ধরাধরি করে' দেশে চলে যাই। যে চরণে আমাদের বাস, সেই চরণে গিয়ে পড়ে থাকি।

(সমস্বরে। কটিবেষ্টন করিয়া ধীর-মধুর নৃত্য সহকারে)

(এবার) প্রাণভরে'—ভালবাস্‌ব গৌর তোমারে।
তুমি সে রতন—মুকুটমণি শিরোপরে॥

হার করে'—হৃদে' রাখ্‌ব তোমায় আদরে।
চোখে চোখে'—ভোর হ'য়ে র'ব প্রেমঘোরে ॥
গৌরহরিবোল ! গৌরহরিবোল !! গৌরহরিবোল !!!
(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

—*:⁐:*—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শ্রীজীবের কুঞ্জ।

মহান্তগণ হরিনামের ঝুলি হস্তে প্রসাদ গ্রহণানন্তর সুখাসীন।

শ্রীজীব। (করযোড়ে) ভুবনপাবন বৈষ্ণবমহান্তবৃন্দ ! আপনারা জনে জনে দীনবৎসল, দুঃখীতাপী পতিতের আশ্রয়স্থল, জীব উদ্ধার কারণেই আপনারা বিগ্রহ ধারণ করে' প্রেমভক্তি বিতরণ করছেন। আপনাদের শ্রীচরণে অধীনের একটী নিবেদন আছে। প্রভুর প্রিয়স্থান গৌড়মণ্ডল, সেখানে ভক্তিপ্রচার হ'ল না, এ বিষয়ে প্রভুদের কিরূপ আদেশ আছে, তা' আপনাদের অবিদিত নেই। (দেখাইয়া) এই শ্রীনিবাস প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, ও শ্যামানন্দ, এঁদের আমি যত্নপূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়েছি, এঁরাও এখন ভক্তিশাস্ত্রবিশারদ হ'য়েছেন, এঁরা ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষাদানে সম্পূর্ণ সক্ষম। এঁদের আমি ভক্তিগ্রন্থ সঙ্গে দিয়ে গৌড়ে ভক্তিপ্রচার কর'তে পাঠা'তে বাসনা করেছি। এ বিষয়ে আপনাদের সকলের অনুমতি ও কৃপা প্রার্থনা করি।

সকলে। সাধু! সাধু! বড় আনন্দের কথা!

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (প্রেমপঙ্গু)। এতদিনে প্রভু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। জয় গৌরাঙ্গ!

রঘুনাথ দাস (প্রেমান্ধ)। জয় গৌরাঙ্গ! এইবার প্রভুর লীলাস্থলী গৌড়ে গৌরভক্তি প্রচার হবে। এ আনন্দ রাখ্‌বার স্থান নেই। হে গৌরাঙ্গ! তোমার কৃপায় জগৎ প্রেমভক্তিরসে প্লাবিত হয়ে যা'ক্।

সকলে। গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল!!!

শ্রীজীব। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু শ্রীভট্ট গোস্বামীর সেবক, আর ঠাকুর মহাশয় শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সেবক, তাঁদের অনুমতি না হ'লে এঁরা যে'তে পারেন না। যদি তাঁরা কৃপা করে' তাঁদের অসীম অধিকারী ও কৃপাপাত্র এঁদের দু'জনকে গৌড়ে যেতে অনুমতি করেন আর সঙ্গে সঙ্গে শক্তিসঞ্চার করেন, তবেই গৌড়ে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার হ'তে পারে।

শ্রীভট্ট। শ্রীনিবাস আমার বড় স্নেহের ধন। কিন্তু, প্রভুর আদেশ, প্রভুর ইচ্ছা, সম্পন্ন করতেই হবে। শ্রীনিবাস যাবে বৈকি।

শ্রীনিবাস। (দণ্ডবত করিয়া করযোড়ে) যদি আজ্ঞা হয়, শ্রীবৃন্দাবনে থেকে' নিশিদিন শ্রীচরণ সেবা করে' কৃতার্থ হই।

শ্রীনরোত্তম। (শ্রীলোকনাথের চরণ ধরিয়া)

বড় সাধ সেবি' এ চরণ,
কিবা আজ্ঞা এবে মোর প্রতি।

শ্রীলোকনাথ। (গদ্‌গদভাবে) বড় ধর্ম্ম হয় বৎস ধর্ম্মপ্রচারণ। সভা'র আজ্ঞায় তুমি গৌড়ে যাও।

শ্রীজীব। আপনারা এঁদের কৃপা করুন। এঁদের এমন শক্তি দান করুন যেন এঁরা জীবকে ভক্তি দান করে' তা'দের উদ্ধার করতে পারেন।

(জনৈক বৈষ্ণবের প্রবেশ।)

বৈষ্ণব। প্রভুগণ! অপূর্ব্ব ঘটনা! ঠিক এই মুহূর্ত্তেই শ্রীগোবিন্দদেব প্রসন্নমুখে প্রসাদীমালা দান করেছেন।

(আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয়, ও শ্যামানন্দের প্রথমে গুরুপ্রণাম করিয়া সকল মহান্তগণকে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ।)

সকলে। প্রভুকার্য্য সিদ্ধ হো'ক্ করি আশীর্ব্বাদ।

শ্রীজীব। (উচ্চৈঃস্বরে) কিষণজী!

(কিষণজীর প্রবেশ।)

দেখিয়ে মহারাজ, ইএ তিন্ মহান্ত লোগ্ ভক্তিগ্রন্থ লেকর্ গৌড়মে যানেকো তৈয়ার হ্যায়্, অব্ আপ্‌কো সব্ কুছ্ বন্দবস্ত্ করনা চাহি। গ্রন্থমহারাজকো রাখ্‌নেকো লিএ এক্ বড়িয়া সম্পুট দেনা চাহি। ঔর্ আবরণকো লিএ বহুত্ আচ্ছা মোমজামা চাহি। এক্ শকটভি দেনে পড়েগা। ঔর চার্ বলদ্ ঔর্ দশ জোয়ান মরদ্ হাতিয়ার লেকর্ উস্কা সাথ সাথ্ হাঁপাযত্ করনে যায়ি। ইএ সব্ তৎপর হোকে করনা চাহি। কেঁও, হোগা কি নেই মহারাজ?

কিষণজী। (দণ্ডবত করিয়া) কাহে নেই হোয়ি মহারাজ। সব্ কুছ্ হো যায়ি। অব্ মেরে ভাগ্ সুপসন্ হ্যায় কি আপ্‌লোগ্ কৃপা

কর্‌কে তাঁবেদারকো স্মরণ কিয়া। লেকিন্ দশ রোজ্‌কা মিয়াদ্ চাহি। দশরোজ্‌কা বীচ্‌মে সব্‌কুছ্ বন্দ্‌বস্ত্ কর্ দেঙ্গে মহারাজ।

শ্রীজীব। বহুত্ আচ্ছা মহারাজ। কিষণজী মেহেরবাণ কর্‌কে আপ্‌কো উপর খুস্ হো যায়ি।—

(কিষণজীর করযোড়ে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।)

শ্রীভট্ট। (শ্রীনিবাসের প্রতি) বৎস! দুঃখ করে' আমায় দুঃখ দিও না। প্রাণপণে প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করো। সুখে দুঃখে সমজ্ঞান করে' প্রভুর ইচ্ছায় কার্য্য করাই তাঁর প্রিয় ভক্তের লক্ষণ। তবে এস বাপ্! তোমায় আলিঙ্গন দিই। (আলিঙ্গন করিয়া) আর একবার শ্রীবৃন্দাবনে এসে আমায় দেখা দিও।

(শ্রীনিবাসের কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীচরণে পতন)

শ্রীলোকনাথ। (অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া) নরোত্তম! তুমি বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছ, স্মরণ রেখো। বিষয়ের মধ্যে থেকে সে প্রতিজ্ঞা পালন করা দুঃসাধ্য হবে। কিন্তু, তার জন্যে ভেবো না, আমি বল্‌ছি, তোমার পদস্খলন কখনই হবে না। দিবানিশি ভজনানন্দে থাক্‌বে, আর জীব উদ্ধার করবে। আর তোমার শ্রীবৃন্দাবনে আস্‌বার প্রয়োজন নেই, তুমি সেখানে থেকে জীবের মঙ্গল করবে। আর—কি বল্‌ব বৎস! (ক্রোড়ে করিয়া হৃদয়ে ধরিয়া গদ্‌গদভাবে) তুমি আমার আদি, মধ্য ও শেষ শিষ্য। আমার কা'কেও শিষ্য করবার ইচ্ছা ছিল না। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল। শেষকালে তোমার স্নেহে আবদ্ধ হ'য়ে তোমার বিরহে কাতর হ'তে হ'চ্ছে। তুমি আমার যে সেবা করেছ,

সে সেবা জগতে চিরদিনের জন্য আদর্শ হ'য়ে রইল। এ জনমে আর কেউ আমার সেবা করবে না। বৎস! এ জনমে তোমায় আমায় এই শেষ দেখা।

[নরোত্তমের চরণে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া বিহ্বল হইয়া রোদন ও মূর্চ্ছা।]

শ্রীলোকনাথ। (নরোত্তমকে শুশ্রূষা করিয়া) বাপ্! সুস্থ হও। একে অধীর হয়েছি, আর কাতর কোরো না। তুমি তাঁর অতি প্রিয়জন। তাই বলি বাপ্, সুখভোগ আমাদের জন্য নয়। যখন প্রভু আমায় শ্রীবৃন্দাবনে পাঠান তখন বলেছিলেন "লোকনাথ! তুমি আমি সুখ ভোগের জন্যে জন্মগ্রহণ করি নি।" সে কথা আমার কাণে লেগে রয়েছে, সে কথা আমার প্রাণে গাঁথা রয়েছে। তুমি ত তাঁর বরপুত্র, তাই বলি, তুমিও সুখ ভোগ করতে আস নি। তবে, দেখো নরোত্তম, তুমি আমাকে ভুলো না।

শ্রীনরোত্তম। (শ্রীমুখে চাহিয়া) আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার এই স্নিগ্ধ-করুণ প্রেমময় মূর্ত্তিখানি যেন আমার হৃদয়ে চিরবিরাজ করে।

শ্রীলোকনাথ। আমার আশীর্ব্বাদ, শ্রীগৌরাঙ্গ তোমার হৃদয়ে বিরাজ করুন। তা' হলেই আমাকেও ভুলতে পারবে না।

—*:⁀:*—

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নদীতীরে বনপথ। কাল—পূর্ণিমা-নিশি।

গ্রন্থের গাড়ীর পশ্চাতে আচার্য্য প্রভু,
ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ।

নরোত্তম। মরি কি সুন্দর নিশি, চাঁদ গগনে হাসি',—
হাসি-জোছনা রাশি প্লাবিত ভুবন।

শ্যামানন্দ। এ চাঁদ বা কিসে গণি, সে চাঁদ এ চাঁদ জিনি',
অকলঙ্ক চন্দ্র মোর মদনমোহন।

শ্রীনিবাস। চাঁদে চাঁদ ধরে আনে, উদ্দীপন হয় মনে,
তেঁই চন্দ্র হেরি' হয় উলসিত মন।—

অহোডুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥

হে দীর্ঘদর্শন!

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥ (দূরাগত বংশীধ্বনি।)

শ্যামানন্দ। ওই বুঝি বাঁশী বাজে।
শ্যামের বাঁশরী বাজে।
চলো চলো চলো ভেটি' গিয়ে শ্যামে আর কি বিলম্ব সাজে॥

নরোত্তম। নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

(নিমীলিত নেত্রে) লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে ব্রজনারী।
বিচিত্র ভূষণ বিচিত্র বরণ উড়ে নানাসাড়ি॥
বেণু শুনি' উন্মাদিনী বিপিনে দো'ড়ি
রূপের ঝলকে দামিনী দলকে অপূর্ব্ব নেহারি॥
(বলে) কোথা শ্যাম বংশীধারী।
ওই বঙ্কবিহারী—শ্যাম মুরলীধারী॥

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও শ্রীনিবাসের দেহে প্রবেশ।)

শ্রীনিবাস্। স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণং॥
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥

এস ব্রজসুন্দরি, কিঙ্কর কিবা করি,
কি হেতু নিশীথকালে হেথা আগমন।
গভীর রজনী, তোরা লো কামিনী,
যাও ফিরে নহে কিবা হয় সংঘটন॥

বড় ধর্ম্ম সতীধর্ম্ম, নারীর পতিসেবা কর্ম্ম,
এ কর্ম্মে না কর অবহেলা।
আমারে ভজিতে চাও, শ্রবণ কীর্ত্তনে পাও,
ধ্যানযোগ পরধর্ম্ম নহে কামকলা॥

নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। (জানু পাতিয়া)

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সংত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥

শুন হে নাগররাজ, কেন মিছে দাও লাজ,
জান মনে তুমি প্রাণেশ্বর।
সকলি ছেড়েছি মোরা, রূপফাঁদে পড়ে ধরা,
তভু প্রাণে বধহ নিঠুর॥
চিত্তহরি তুমি হরি, আশ্রিতে না ছাড়ে হরি,
ভজ যথা ভজেন ভগবান্।
তোমা লাগি' সর্ব্বত্যাগী, নাহি হই সুখভাগী,
যদি তুমি না কর গ্রহণ॥
জপিতে জপিতে নাম, স্মরি' মনে গুণগ্রাম,
তুয়া পদ করিয়ে ধেয়ান।
জীবন যৌবন মান, সমর্পি'য়ে মনোপ্রাণ,
ছার তনু করিব পতন॥

(উভয়ের কটিবেষ্টন করিয়া শ্রীনিবাসের দণ্ডায়মান হওন)

সকলে। জয় রাধে গোবিন্দ বলো রাধে গোবিন্দ।
জলদে বেষ্টিত জমু পূর্ণিমার চন্দ্র ॥
জয় রাধে শ্রীরাধে জয় রাধে শ্যাম রাধে।
কিবা করিণীর যূথমাঝে যূথপতি রাজে ॥
জয় রাধে শ্রীরাধে জয় রাধে শ্যামরাধে ॥

(সংকীর্ত্তন।)

সকলে। এই যে ছিল কোথায় গেল কৃষ্ণ গেল কোই।
কি করিতে কি করিলাম হারাইনু সই ॥
রসিকের সঙ্গ পেয়ে আপনা হারাই'।
মানমদে গরবিনী আপন মাথা খাই ॥
এই যমুনা এই ত পুলিন কৈলো সে ত নাই।
কোথা গেল সে কান্তবরণ বল্ অটবী তাই ॥
বল্ দেখি লো ও তুলসী, হেরেছিস্ কি কালশশী,
মন চুরি করে' যোদের গেল সে কোথায়।

(অবলা মজা'য়ে নাগর)

জানিস্ যদি বল্ লো চাঁপা,　　　হাতে ধরি বল্ যূথিকা,
ঢলিস্ প্রেমালসে বুঝি পরশ পেলি গায় ॥
বলে দেগো সহকার,　　　কর সখা উপকার,
পুলকে ভরল কেন অঙ্গ তোর ক্ষিতি।
বলো বলো লো মাধবি,　　　মাধবেরি বল্লরী,
বল সখি বলো বলো কৃষ্ণ গেল কতি ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ তুয়া লাগি প্রাণে বড়ই আকুতি।
কাঁহা কৃষ্ণ কাঁহা কৃষ্ণ, কুল শীল মান কৃষ্ণ,
কাঁহা বে পরাণ মোর কাঁহা প্রাণপতি ॥

(শ্রীনিবাসের কৃষ্ণভাবিত হইয়া বংশীবদনভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হইয়া)

জয় রাধে—শ্রীরাধে—জয় রাধে রাধে রাধে।

শ্যামানন্দ। বাঃ, ঠিক হয়েছে। বলি, নাগর এতক্ষণ ছিলে কোথা? আমরা কেঁদে কেঁদে কত খুঁজ্‌ছি।

নরোত্তম। দেখ্ ভাই, আমি কৃষ্ণ হয়েছি। দেখ্, দেখ্ (শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কটিবেষ্টন করিয়া) ভাখ্, কেমন ললিত নাগর হয়ে গোপীর মনভুলানী ছাঁদে চলি ভাখ্।—

শ্রীনিবাস। (ক্ষণেক পরিক্রমণ করিয়া) কই? কই? অহো প্রাণ-বল্লভ! কোথা তুমি নাথ?

সকলে। (মিলিয়া) প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্ ॥
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর ন স্তেঽধরামৃতং ॥
রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥

হে দেব হে দয়িত হে করুণৈকসিন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে জীবনৈকবন্ধো।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশো র্নঃ ॥ (চক্ষুঃনিমীলন।)
ওই—এলো শ্যাম এলো।
এলো প্রা—ণ এলো।
এলো প্রাণ বঁ—ধু এলো।
এলো শ্যাম বঁ—ধু এলো।

নরোত্তম। আওল লো সখি নাগর কাণ। (হের)
হসিত আনন, ধৃতপীতবসন,
বিলোল নয়ন জিনি কোটী কাম।
বিলাস মন্থর, রুচির মনোহর,
কুটিল কুন্তল গলে বনমাল ॥
মধুর মধুর, অঙ্গ সুমধুর,
মধুর মধুর রূপ অনুপাম।
মধুর ভঙ্গিম, মধুর রঙ্গিম,
মধুর বঙ্কিম নাগর শ্যাম ॥
জয় জয় নবীন নাগর শ্যাম ॥

শ্যামানন্দ। আরে কো সখি মোদের নাগর শ্যাম।
নন্দদুলাল সে হো মোরা ব্রজনারী
কুলকামিনী মোরা উসে কেয়া কাম ॥
ও শঠ লম্পট নিঠুর কাণ, অবলা সরলা মোরা ছোড়ি দে ও নাম ॥
ছোড়ি দে ছোড়ি দে সখি ছোড়ি দে লো শ্যাম ॥

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও শ্রীনিবাসের দেহে প্রবেশ।)

শ্রীনিবাস। শুন ত পিয়ারি মেরো বিনয় বচন। (শুন ত—)
কহত স্বরূপ তোহে পীরিতি ভজন॥
ভজত হি ভজত উও কামুক পছান
ভজত না ভজত যো পশুকো সমান
না ভজত যো ভজত উও প্রেমিক প্রধান
দূরে ভাগে হি করোঁ তুহ্যারি ধেয়ান
তুঁহুরূপ সোঁঙরত তুয়া গুণগ্রাম
তুঁহু প্রেয়সী মোর তুঁহু সে পরাণ॥
(শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দে যুগলমিলন।)

সকলে। রাসমণ্ডলে নাচে রাসবিহারী।
হেমহারমাঝে মরকত মনোহারী॥
বাহুপাশবেষ্টিত ব্রজকুলনারী।
নাচত গাহত খেলত হরি॥
কৌতুকে আওত বিমানচারী।
ফুল বরষে গায় মুকুন্দ মুরারি॥
আজ কি আনন্দ হল রে। (মহারাসে মহানন্দ)
কঙ্কন ঠনঠনী, কিঙ্কিনী কিনী কিনী,
নূপুর রুণু ঝুণু বোলে।
পরশ বিনোদিনী, প্রেমরাগরঙ্গিনী,
গগন ভেদয়ি রোলে॥

মধুর মধুর হাস, ভ্রূভঙ্গবিলাস,
কুচকুণ্ডল চলতঁহি দোলে।
বিদ্যুত বরণী, কৃষ্ণবিলাসিনী
মেঘ সনে বিজুরি খেলে!
জয় রাধে গোবিন্দ জয় রাধে॥

—*:—*:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মালিয়াড়া গ্রাম। ভৌমিকের বাটী।

হতাশচিত্তে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

নরোত্তম। কি সর্ব্বনাশ! এমন দুর্ঘটনা কেন হোলো? ভক্তিগ্রন্থ মহানিধি আমরা বুকে করে আন্‌লুম, গ্রন্থ কেন চুরি গেলো? হায় হায়! প্রভুপাদের আদেশ পালন করা হোলো না, প্রভুর ইচ্ছামত কাজ কর্ত্তে পার্‌লুম না! এমনটী কেন হোলো? প্রভু এ কি কর্‌লেন? কেন এমন দণ্ড কর্‌লেন?

শ্যামানন্দ। তাইত, কি হবে? সারা রাস্তা ত দেখে আইছি, পরন্তু গ্রন্থের ত উদ্দেশ্য পেঁছি না! কঙ্কর মাটি, আঁকন লাগি না, কি হব, কি করমু! হে জগন্নাথ, হে মহাপ্রভু, তুমি উপায় কর।

শ্রীনিবাস। তোমরা দুঃখু কোরো না ভাই। গ্রন্থচুরি আমার অপরাধেই হয়েছে। শ্রীজীবগোস্বামী গ্রন্থপ্রচারের ভার আমার ওপর

দিয়েছেন। আমি গাড়ীর অনুসন্ধান কোরবো। তোমাদের কাজ তোমরা করো। তোমরা দুজনে দেশে ফিরে যাও। তোমাদের ওপর জীব উদ্ধার ও বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের ভার দিয়েছেন। দেশে গিয়ে সেই কার্য্য সাধন করো। প্রভুপাদের আজ্ঞা পালন করো। আমার জন্যে ভেবো না। যদি আমার অপরাধ ভঞ্জন হয়, তবে নিশ্চয়ই গ্রন্থ উদ্ধার করে' আনন্দসংবাদ প্রেরণ কোরবো।—(শ্যামানন্দের প্রতি) কাগজ কলম পেয়েছ ভাই? দাও, শ্রীজীব গোস্বামীকে গ্রন্থচুরির বিবরণ পাঠাই। (শ্যামানন্দের লেখনী মসীপাত্র প্রদান ও শ্রীনিবাসের পত্র লিখন।) (পত্র সমাপ্ত করিয়া) যাও ভাই শ্যামানন্দ, ব্রজবাসীদের হাতে এই পত্রখানি দিয়ে তাঁদের শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর হস্তে পত্রখানি প্রদান করতে বলো। (পত্র লইয়া শ্যামানন্দের প্রস্থান।) (নরোত্তমের প্রতি) প্রভুপাদকে লিখে' দিলুম যে, তাঁদের আজ্ঞামত তুমি আর শ্যামানন্দ খেতরি যাচ্ছ।—(শ্যামানন্দের প্রবেশ) আর আমি গ্রন্থ অনুসন্ধান না করে' এ স্থান ত্যাগ কোরবো না।

নরো। তোমার আজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করতে পারি না। কিন্তু এই বনে তোমাকে একা কেমন করে' ফেলে' যাই!

শ্রীনিবাস। তা'র জন্যে চিন্তা নেই। বিষ্ণুপুর অতি নিকটে। আমি রাজার সাহায্যে গ্রন্থ উদ্ধার করব স্থির করেছি। আর গ্রন্থ যদি না পাই, তবে এ প্রাণ আর রাখবো না।—(চিন্তা করিয়া) একটা আশার কথা আছে। বুঝে দেখ, দস্যু শুধু গাড়ীখানি

নিয়ে পালিয়েছে, ভেবেছে গাড়ীতে ধন আছে, ধনলোভেই এ কাজ করেছে। যখন দেখ্‌বে গাড়ীতে ধন নেই, কেবল হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তখন, গ্রন্থ রেখে' আর সে কি করবে? সহজেই ফিরিয়ে দিতে পারবে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তল্লাশ্ করলে অনায়াসেই গাড়ী ফিরে' পাওয়া যাবে। তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে খেতরি যাত্রা করো, গ্রন্থ উদ্ধার হলেই তোমাদের সংবাদ দেবো!

নরোত্তম। তোমার আদেশে আমরা তবে চল্‌লুম্! কিন্তু, প্রাণে বড় কষ্ট হচ্চে। আহা! তুমি একা খোঁজ করবে, আমরা তোমার সহায়তা কর্ত্তে পাল্লুম না! এ সৌভাগ্য আমাদের হোলো না! হা গৌরাঙ্গ!

শ্রীনিবাস। (আলিঙ্গন করিয়া) স্থির হও ভাই! আমার বিকল চিত্তকে আর বিকল কোরো না, তা' হ'লে কাজে ব্যাঘাত হবে। কোনো চিন্তা কোরো না, গ্রন্থ উদ্ধার হবেই হবে।—হ্যাঁ,—ঠাকুর মশায়, শ্রীজীবগোস্বামী দু'জন লোক দিয়ে শ্যামানন্দকে উৎকলে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন, ভুলো না ভাই, গিয়েই তার ব্যবস্থা কোরো।—তবে এস ভাই, (পুনরায় উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া) শ্রীগৌরাঙ্গ তোমাদের সহায় হো'ন্।

[নরোত্তম ও শ্যামানন্দের প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।]

—:*:—

তৃতীয় দৃশ্য।

খেতরি। রাজার ঠাকুর-বাটী।

কৃষ্ণানন্দ। কত দিনের পরে আবার আমাদের হারানিধি ফিরে' পেয়েছি। দেখ রাণি! নরুকে এখন আর চেনা যায় না। নরু মহান্ত সাধু হয়েছে, কত দেশের লোক এসে দর্শন করে' যাচ্ছে।

নারায়ণী। এমুনি করে পালিয়ে যেতে হয় বাপ্? তুমি যে আমার যশোদার নীলমণি বাপ্, তোমায় না দেখে কি আমার প্রাণ বাঁচে?

নরোত্তম। (মহাদুঃখে) (স্বগত) গ্রন্থ কি পাওয়া গেল! আহা আচার্য্য প্রভু একাকী কত কষ্টই পাচ্ছেন! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) হরিবোল! হরিবোল!

নারায়ণী। ও কি বাপ্! অমন করে তোকে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে দেখ্‌লে যে বুক ফেটে যায় বাপ্। আহা! যদি বা বাছাকে ফিরে পেলুম, বেশ দেখে যে প্রাণ ফেটে যায়। রাজার ছেলের এ দীনহীন উদাসীন বেশ কেন বাপ্? একবার বল্, এখুনি তোকে রাজবেশ পরিয়ে' দেখে' নয়ন সার্থক করি।

নরোত্তম। না মা, তা তো হবার যো নেই। আমি যে উদাসীন ব্রত ধারণ করেছি। আমায় ত আর বেশভূষা করতে নেই। তোমাদের এ বেশ দেখে' কষ্ট হচ্ছে তা জানি, কিন্তু মা! উপায় নেই, আমি এই বেশেই থাকব। তোমাদের পাছে কষ্ট হয়

বলে' দেশে আসব না ভেবেছিলুম, কিন্তু তোমরা কেমন আছ জানতে ইচ্ছা হ'ল, বৃদ্ধবয়সে তোমাদের সেবা করা কর্ত্তব্য, তোমাদের ত আর সন্তান নেই, আমি তাই ছুটে' তোমাদের কাছে এলুম। গুরুদেব এখানে আস্‌তে আজ্ঞা কল্লেন তাই চলে' এলুম। মা! আমায় বিষয়ী কর্ত্তে চেয়ো না মা, তাহলে আমার তোমাদের সেবা করবার সৌভাগ্য হবে না, আমাকে আবার চলে যেতে হবে।

নারায়ণী। না বাবা! আর যেও না, তোমাকে আর বেশ পরিবর্ত্তনের কথা বোল্‌বো না। তোমার ধর্ম্মে বাধা দেব না। আমি রেঁধে খাইয়ে দেব, তা' ত খাবে বাবা?

নরোত্তম। না মা, তাও আমার খেতে নেই। আমি আর বাড়ী যাব না, এই ঠাকুর বাড়ীতেই থাকুব। এখানে স্বহস্তে ভোগ প্রস্তুত করে' শ্রীহরিকে নিবেদন করে' তাঁর প্রসাদ পাব, আর তোমাদের সেবা কোরবো। এতে অমত কোরো না মা, আমার বিবাহ দেবার চেষ্টা কোরো না, আমায় বাড়ী যেতে বোলো না মা, আমায় রাজার ছেলে বলে ডেকো না, আমি তোমাদের কাঙাল ছেলে, দুটী দুটী প্রসাদ পাবো, হরিভজন করবো, আর তোমাদের সেবা কোরবো। তবেই আমার এখানে থাকা হবে নইলে আবার চলে যেতে হবে।

নারায়ণী। না বাবা, তোর যা ভাল লাগে তাই কর্, আমি আর কিছু বোল্‌বো না। আর আমাদের ছেড়ে' যাস্ নি বাবা। বল্ নরু, আর কোথাও যাবি নি ত বাবা?

নরোত্তম। না মা, আর কোথাও যাবো না। গুরুদেব আমাকে এইখানেই বসে' হরিভজন করতে আদেশ করেছেন, এইখানেই থাক্‌বো। তবে, শ্যামানন্দ গিয়ে' অবধি মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে। তীর্থদর্শনে সাধ নেই, শুধু একবার প্রভুর লীলাস্থলীগুলি দর্শন করতে ইচ্ছা হয়। তাই একবার কিছুদিনের জন্য যাবো। আবার ফিরে আস্‌বো।

নারায়ণী। সে কি কথা নরোত্তম? বাবা, সাধু হ'লে কি হৃদয় পাষাণ হয় বাপ্? এবার গেলে ফিরে এসে কি আর বুড়োবুড়ীকে দেখ্‌তে পাবি বাপ্? তা' হ'লে আমরা নিশ্চয়ই মরে যাবো।

নরোত্তম। (চরণে ধরিয়া) মা! তুমি চিরদিনই স্নেহময়ী. অমত কোরো না মা। আমায় আর একটীবার ছেড়ে দাও, আমি অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে এসে' তোমাদের চরণসেবা কোরবো। আর কোথাও যাবো না। প্রভুর লীলাস্থলী না দেখে কিছুতেই প্রাণ বাঁধ্‌তে পারছি না।

নারায়ণী। বাবা! তুই যখন যা' চেয়েছিস্ তখনই তোকে তাই দিয়েছি। তোকে কখন' না বল্‌তে পারি নি। আজ মা হ'য়ে পাষাণে বুক বেঁধে পাষাণী হ'য়ে বল্‌ছি তোর যাতে সুখ হয় বাবা তাই কর্। তবে শীগ্‌গির আসিস্ বাবা, যেন তোর চাঁদমুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরি। আর কি বোল্‌বো?—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) নারায়ণ!

কৃষ্ণানন্দ। (নারায়ণীকে ধরিয়া) চল রাণি, নরোত্তমকে আশীর্ব্বাদ করে' ঘরে যাই।

(নরোত্তমের প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ।)

নরোত্তম। মা'র অনুমতি হ'লো বাবারও অমত নেই। কিন্তু আচার্য্য প্রভুর সংবাদ কি? গ্রন্থের কি হোলো? তিনি যে সংবাদ দেবেন বল্লেন, কই আজও ত কোনো সংবাদ নেই! তবে কি গ্রন্থ উদ্ধার হোলো না! একি হোলো! (দুঃখিতচিত্তে নীরব রোদন।)

(রাজভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। ঠাকুরজী, বিষ্ণুপুর থেকে আচার্য্যপ্রভু পত্র দিয়ে দুটী লোক পাঠিয়েছেন। তাঁরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চান্।

নরোত্তম। কি বল্লে?—আচার্য্যপ্রভু? আচার্য্য লোক পাঠিয়েছেন, এখুনি নিয়ে এস, আমি তাঁদেরই পথ চেয়ে বসে আছি। (ভৃত্যের প্রস্থান।) (করযোড়ে) প্রভু! প্রভু! তোমার কত দয়া, জীবে কি বুঝ্তে পারে! জয় গৌরাঙ্গ!

(ভৃত্যের সহিত দূতের প্রবেশ।)

দূত। (অভিবাদন করিয়া) ঠাকুর মশায়! আমি বিষ্ণুপুরাধিপতি রাজা বীরহাম্বিরের দূত, তাঁর আদেশে, শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর পত্রখানি আপনাকে দিতে এসিছি।

নরোত্তম। (সাগ্রহে) কই, দাও দাও, পত্র দাও। দূত! তুমি আমার কি উপকার করলে তা একমুখে বলতে পারি না। এই পত্র-খানিতে আমার প্রাণ পড়েছিলো। বহুদূর থেকে এসেছ, এখন বিশ্রাম করগে, (ভৃত্যের প্রতি) সব ব্যবস্থা করে দাও গে, পরে তখন উত্তর নিয়ে যেও।

(অভিবাদন করিয়া ভৃত্যের সহিত দূতের প্রস্থান।)

(কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণীর পুনঃপ্রবেশ।)

কৃষ্ণানন্দ। কি পত্র নরোত্তম? বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির কি পত্র প্রেরণ করেছেন?

নরোত্তম। বড় আনন্দের সংবাদ, পিতঃ, আজ বড় আনন্দের দিন! শুনুন্ তবে আচার্য্যপ্রভুর পত্র পাঠ করি। (পত্র পাঠ।)

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

অভিন্নহৃদয়েষু—

গ্রন্থাপহরণের পর তোমাদের বিদায় দিয়ে বনপথে বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করলুম। আমাদের মত কাঙালের রাজদর্শন কি প্রকারে সম্ভব তাহাই চিন্তা করিতে করিতে একদিন এক বৃক্ষতলে বসিয়া কাতরে প্রভুর চরণে মনোবেদনা জ্ঞাপন করছি এমন সময়ে এক বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণযুবকের দর্শন পেলুম। কথায় কথায় শাস্ত্রপ্রসঙ্গ হওয়ায় তিনি তাঁর বাটীতে স্থান দিলেন। শুনিলাম রাজসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। দারুণ মনস্তাপে শান্তির আশায় ও শ্রীভাগবতের কৃপায় প্রভুকার্য্যোদ্ধার হইবে মনে করিয়া তাঁর সঙ্গে রাজসভায় গেলুম। রাজসভায় শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। ব্যাসাচার্য্য ভক্তিবিরুদ্ধ কদর্থ করায় তাহার প্রতিবাদ করাতে রাজা আমাকে শ্রীগ্রন্থ পাঠ করে' সদর্থ ব্যাখ্যা করতে বলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্মরণ করে' পাঠ করতে আরম্ভ করায় রাজা ও সভাসদবৃন্দ পরম পরিতুষ্ট হন্। রাজা মদীয় বাসভবন নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে

নিজে ভোগরাগের ব্যবস্থায় যত্নবান্ হন্। বারম্বার এ দাসের কুটীরে এসে তত্ত্বাবধান করেন ও প্রতিদিন শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন। একদিন পাঠ শুনিতে শুনিতে দারুণ নির্ব্বেদে বক্ষে শিরে করাঘাত পূর্ব্বক আমার সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই আলাপেই আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিতেই প্রকাশ পাইল যে তিনিই দুর্ব্বুদ্ধির প্রেরণায় লোভপরবশ হইয়া দস্যুতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনাপহরণ মানসেই শকট অপহরণ করেন। পরে তাঁহারই উপাস্য শ্রীকৃষ্ণভগবানের তত্ত্বগ্রন্থরাজি দর্শন করিয়া মনস্তাপে তাপিত হইয়া গ্রন্থগুলি সযত্নে রক্ষা করেন। এক্ষণে শ্রীগ্রন্থরাজির পূজা হইয়া মহামহোৎসব হইয়াছে। রাজা আর দুর্ব্বৃত্ত রাজা নহেন, প্রভুর কৃপায় এখন তিনি হরিনামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তাগ্রগণ্য হইয়াছেন। রাজ্যের প্রজামাত্রেই রাজাদেশে হরিনাম না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। রাজার সাহায্যে গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি করিয়া বঙ্গদেশে সর্ব্বস্থানে প্রচার করিবার বিস্তর সুবিধা হয়েছে। ভাই! আমরা প্রভুর লীলার কি বুঝিতে পারি! যাহা আমরা সকলে মহা দুর্ঘটনা ভাবিয়া দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়াছিলাম, আজ প্রভুর কৃপায় দেখিতেছি তাহাই মহাসুমঙ্গলে পরিণত হইয়া প্রভুর কার্য্য সুসাধ্য করিয়া দিল। জয় গৌরাঙ্গ! জয় তোমার করুণা! জয় তোমার জীব-উদ্ধারকৌশলমহিমা!—একবার প্রেমানন্দে বল গৌরহরিবোল।

——অলমধিকমিতি——

কৃষ্ণানন্দ। বড় আনন্দেরই সংবাদ বাবা. বড় আনন্দের সংবাদ !

নরোত্তম। বাবা, আমাদেরও রাজ্যময় উৎসব হোক্।

কৃষ্ণানন্দ। বেশ বাবা, আমি এখনই তার বন্দোবস্ত করে দিই। পাঁচ দিন ধরে রাজ্যময় হরিনাম মহোৎসব হোক্। তোর হরিনামে জগৎ ভরে' উঠুক্। হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল।

(সকলের প্রস্থান।)

—:*—*:—

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ। বহির্ব্বাটী।

সন্তোষ। আহা! দাদার কি ভাব! দেখে অবাক্ হয়ে যাই। লোকে বলে তিনি ঠাকুর মশাই। সত্যই তিনি দেবতা। মানুষে কি এমন হয়? দিবানিশি সাধন, ভজন, এত কি মানুষে পারে? আহারের মধ্যে একবেলা দুটী অন্নের মণ্ড, বাজে কথা একেবারেই নেই—এও কি মানুষে পারে? আমরা কত গল্পগুজোব করি, ফষ্টি নষ্টি করি, হাসিখেলা আমোদ প্রমোদ করি আর দাদা দিনরাত্তির কখন' ধ্যান কচ্চেন, কখন' জপ, কখন' বা লীলাকীর্ত্তন কর্‌রে চক্ষু মুদে বিভোর হ'য়ে আছেন। সে কি সুন্দর দৃশ্য! ঠাকুরই বটে! তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে ধন্য হয়ে গেছি। আর আমার ভাবনা নেই।

(বলরাম মিশ্রের প্রবেশ)

এই যে মিশ্র মশায়! আসুন, আসুন। আচ্ছা, আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে যে বড় দাদার কাছে মন্ত্র নিলেন?

বলরাম। ছেড়ে দাও ভাই ও সব কথা। তুমি ছেলেমানুষ, আবার তুমি আমার গুরুভাই। তোমার সঙ্গে ত তর্ক নেই। ভগবানের চক্ষে ব্রাহ্মণ শূদ্র নেই, যে তাঁর ভজনা করে তারেই তিনি আশ্রয় দেন। তিনি আশ্রয় দিলে, মানুষ দেশপূজ্য, জগৎ-পূজ্য, ব্রহ্মবন্দ্য হয়ে যায়।

সন্তোষ। আচ্ছা, দাদা যে সুরে গান করেন, এ সুরটা কি তাঁর আপন সৃষ্টি? এ সুর কি কোথাও ছিল না, দাদাই বার করেছেন? কি মিষ্টি সুর! যে শোনে সে আর ভুলতে পারে না।

বলরাম। ভাব হ'তেই সুরের জন্ম। ভাবুক লোক ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে গান করেন, সেই গান কুশল শ্রোতা ধরে' নিয়ে সুরের সৃষ্টি করেন। এমনি করেই সুর হয়। ঠাকুর মশায়ের ভাবের উৎস হতেই এ অভিনব সুরতরঙ্গিনী প্রবাহিত হয়েছে। এ তরঙ্গে পড়ে গেলে একেবারে ভাসিয়ে নে যায় কিনা, তাই সকলেই মোহিত হয়, শুনতে এলে আর উঠতে পারে না।

সন্তোষ। আবার রোজ রোজ নতুন নতুন পদ! দাদা এখানে এসে অবধি কি আনন্দেই কাল কাটছে! দিন নেই রাত্তির নেই, কেবল এক অনাবিল আনন্দের ধারা ছুটেছে।

(রাজা কৃষ্ণানন্দের প্রবেশ।)

রাজা। দেখ সন্তোষ, নরোত্তম শ্রীখণ্ডের যুগল মূর্ত্তি দেখে এসে' আমাদের এখানে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল বিগ্রহ আর শ্রীবল্লভীকান্তদেবের স্থাপনা করবার অভিলাষ করেছে। এ কথা শুনে' আমার এত আনন্দ হয়েছে যে আমি এই মহোৎসবে সর্ব্বস্ব পণ করেও উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কোরবো বলে' সংকল্প করেছি। (বলরামের প্রতি) দেখ্‌বেন মিশ্র মশায়, এমন মহোৎসব কোরবো যে কেউ কখনো এমন মহোৎসব কর্‌তে পারেন নি। শ্রীভগবানের স্থাপনা হবে, নরোত্তমের মনের সাধ মনের মতন করে মেটাব, চূড়ান্ত করে মহোৎসব কোরবো।

বলরাম। সাধু সংকল্প করেছেন। শুনে' আনন্দে প্রাণ নেচে উঠ্‌ছে।

রাজা। ফাল্গুন পূর্ণিমায় বিগ্রহ স্থাপন হবে। এখনও দু'তিন মাস দেরী আছে। কিন্তু (সন্তোষের প্রতি) তাই বলে' বসে থাক্‌লে হবে না বাবা। বিরাট ব্যাপার! বিপুল আয়োজন কর্‌তে হবে। লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণব মহান্ত আসবেন, তাঁদের বাসা দিতে হবে, কাছাকাছি গ্রামে, পাশাপাশি পল্লীতে যেখানে স্থান পাও ঘর তুল্‌তে থাকো। যা' খরচ হয় হোক্, তার জন্য চিন্তা কোরো না। চন্দ্রাতপ, নৌকা, যান, বাহন ইত্যাদি সংগ্রহ করা হোক্।

সন্তোষ। খোল করতালও ত চাই, তা' হ'লে তারও ব্যবস্থা করি।

রাজা। চাই বৈকি। হাজারো খোল চাই, সেইরকম করতাল চাই। আজই সব বায়না দিয়ে দিও।

সন্তোষ। যে আজ্ঞে।

বলরাম। ঠাকুর মশাই বল্‌ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু না হ'লে এ মহৎ কার্য্যের ভার কেউ নিতে পার্ব্বেন না। তাঁকে তা' হ'লে এই বেলাই ত আমন্ত্রণ করতে হয়। না কি বলেন?

রাজা। নিশ্চয়ই! আচার্য্য মাথার উপর না থাকলে সাধু মহান্তবর্গের সম্মাননা কি বিষয়ীর দ্বারা হ'তে পারে? আমাদের সৌভাগ্য তিনি এই বুধুরীতেই এসে পড়েছেন। বুধুরী অতি নিকটেই। কালই নরোত্তম তাঁকে সসম্মানে আহ্বান করতে যাত্রা কোরবে।

বলরাম। বেশ, তবে আর কোনো চিন্তা নেই। দেখি, যদি আদেশ পাই আমিও তবে তাঁর অনুগামী হই।

(বলরামের প্রস্থান।)

কৃষ্ণানন্দ। সন্তোষ! বাবা! কি আনন্দ! কি আনন্দ! নরোত্তমের পিতা হ'য়ে কি আনন্দ! এ বয়সে হরিমহোৎসব দর্শন করবার সৌভাগ্য পেয়ে কৃতার্থ হলুম। কি আনন্দ! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান-বুধুরী। সশিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য সমাসীন।

(দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া ব্যাসাচার্য্য, বামহস্তে রামচন্দ্র, নয়নে-নয়ন, হসিত-বদন নরোত্তমের প্রবেশ।)

শ্রীনিবাস। এসো এসো, ঠাকুরমশাই এসো। মেঘ না চাইতেই জল! মহান্ত স্বভাবই এই। বোসো ভাই বোসো। কৃষ্ণকথা শুনে' প্রাণ জুড়ুই।

(সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত করিয়া নরোত্তমের আসনগ্রহণ।)

নরোত্তম। (সাশ্রুনেত্রে) আচার্য্য! আজ কত দিন পরে আবার তোমায় আমায় দেখা হোলো। ওঃ! কি অবস্থায়ই তোমায় ফেলে এসেছিলুম! কি প্রাণে যে এতদিন খেতরিতে ছিলুম, তা আর কি বোল্‌বো! সেদিন তোমার পত্র পেয়ে তবে প্রকৃতিস্থ হোলুম।

শ্রীনিবাস। ভাই! নিত্যধামের স্বজনপ্রীতি অ্যামনি গভীর, অ্যামনি মধুর। কৃষ্ণের কৃপায়, তোমাদের কল্যাণকামনায় অসাধ্য সাধন হয়। বাস্তবিক বিষ্ণুপুরে তাই হ'য়েছিল। এখন দ্বার খুলে গেছে, রাজা প্রজার ঘরে ঘরে হরিভক্তি বিরাজ কর্চ্ছেন, ভক্তি-গ্রন্থ প্রচারের বিস্তর সুবিধা হয়েছে। এসো ভাই, আজ প্রভুর কৃপা স্মরণ করে, গৌরহরির জয় দিয়ে, ভায়ে ভায়ে প্রাণভরে' প্রেমালিঙ্গন করি।

উভয়ে। জয় গৌরাঙ্গ! জয় গৌরাঙ্গ!! গৌরহরি ওঁ হরিঃ।

(পরস্পরে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হওন।)

সকলে। গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল! হরিবোল!! হরি!!!

শ্রীনিবাস। আমার কাহিনী ত শুন্‌লে, এখন বলো নরোত্তম, তোমার কাহিনী শুনি।

নরোত্তম। (করে কর রাখিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া)
আমার কাহিনী শুধু দুঃখেরই কাহিনী।
(রামচন্দ্রের সহিত চারি চক্ষুর মিলন)

(শ্রীনিবাসের প্রতি)
বড় ভাগে' পেয়েছিনু গুরুপদাশ্রয়,
যে শীতল ছা'য়ে বসি' পরাণ জুড়ায়।
দারুণ দুর্দ্দৈব বশে হারা'নু সকলি।
হারাইনু লোকনাথ, ছাড়ি' এনু বৃন্দাবন,
হারাইনু তোমা' সঙ্গ শ্যামানন্দ ধনে।
এবে দুর্ব্বার বিষয় মাঝে যাপিয়ে জীবন।
কে শুনায় কৃষ্ণকথা সন্তাপহরণ　　　(ঐ)
জীয়ন্তে মরিয়ে করি আদেশপালন।

শ্রীনিবাস। সুখ দুঃখ ভাই শুধু মনেরি বিভ্রম।
প্রভু কার্য্য সাধিবারে তোমার জনম।
কার্য্য সমাপিয়ে চলো প্রভুর সদন।
(অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া) প্রভুর কার্য্য কেমন হচ্চে? বলো শুনি।

নরোত্তম। প্রভুর কার্য্য প্রভুই কচ্চেন। ঘরে বাইরে অনেকেরই মন হরিভক্তিপরায়ণ হয়ে উঠ্‌ছে। প্রভুর কৃপায়, আপনাদের

আশীর্ব্বাদে ব্রাহ্মণও কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করছেন। (আবার রামচন্দ্রের সহিত চার চক্ষুর মিলন)

শ্রীনিবাস। বড় আনন্দের সংবাদ! আহা! জীব উদ্ধারের জন্যে প্রভু বৈকুণ্ঠ ছেড়ে', লক্ষ্মীর সেবা তুচ্ছ করে', জীর্ণকন্থা ধারণ করে' কঠিন সন্ন্যাস ব্রত পালন করেছেন। জীব উদ্ধার হো'ক্, জগৎ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হো'ক্, প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক্, আমরা আনন্দে প্রভুর জয় দিয়ে নৃত্য করি। (উদ্ধৃত হস্তে) জয় করুণা-বতার জীবনিস্তারক প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের জয়!

সকলে। জয় গৌরনিত্যানন্দ! জয় গৌরনিত্যানন্দ।

রামচন্দ্র। (স্বগতঃ) কেব এই ঠাকুর মশাই?

শুনেছিনু পরম ভাগবত, ভক্তিভরে লুটাইনু শির।
এ কি হেরি রীত,
মহান্ত হইয়ে কেন হেন বিপরীত,
কেমনে আমার মন করেন হরণ।
রূপে মনোহর, গুণের সাগর,
বচনে অমৃতধার, মধুমাখা হাসি,
বারে বারে কত ছলে নয়নে নয়ন,
অপূর্ব্ব আনন্দময় নেহারি' বদন।
এ কি অনুরাগ?—বুঝিবারে নারি,
মোর সনে কি সম্বন্ধে এত ডাকাচুরি।

(প্রকাশ্যে) স্নানের সময় হয়েছে। আপনারা গাত্রোত্থান করুন।

নরোত্তম। (বদন হেরিয়া—শ্রীনিবাসের প্রতি) হ্যাঁ,—আমি শ্রীগৌর-

বিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভীকান্তদেবের স্থাপনা করব সংকল্প করেছি। তাই আপনাকে যজ্ঞকর্ত্তা হবার জন্যে আমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনি কৃপা করে' মাথার ওপর না থাক্‌লে ত এ কার্য্য সিদ্ধ হবে না।

শ্রীনিবাস। পরমানন্দ। আচ্ছা, আজই তবে নিমন্ত্রণযোগ্য বৈষ্ণব-মহান্তগণের তালিকা করা যাবে। কাল ব্যাসাচার্য্যকে নিয়ে তুমি যাত্রা করো। আমি দু'চারদিনের মধ্যেই রামচন্দ্রকে নিয়ে যাবো এখন। কেমন ?

নরোত্তম। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (স্বগতঃ) বেশ হোলো, তবে এঁর সঙ্গ পাবো। (প্রকাশ্যে রামচন্দ্রের প্রতি হাসিয়া) আপনি তবে কাল আমার সঙ্গে যাবেন।

রামচন্দ্র। আচার্য্যদেব আদেশ কর্চ্ছেন, যাবো বৈকি।

শ্রীনিবাস। হ্যাঁ, ঠাকুরমশাই—শুন্‌লুম তুমি নাকি শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়েছিলে ? বলো, বলো সব শুনি।

নরোত্তম। ওঃ সে কথা স্মরণ কর্ত্তে প্রাণ কেঁদে ওঠে।

আহা ! (বিগলিতধারে)

গৌর বিনে বৃন্দাবনে আর কি ব্রজে সে সুখ আছে।
নদের আলো লুকিয়ে গেচে শূন্য পুরী পড়ে আছে॥
লক্ষ কণ্ঠে হরিধ্বনি হইত যেথায়,—
(আহা) বিষাদে মগন সবে করে হায় হায়,
ঝঙ্কৃত-অলি, কুসুমের কলি, দুঃখে মুদে' ঝরে গেছে।
বিহগ কাকলি, আর নাহি শুনি, হাহাকার রব উঠেছে॥

হেরিলাম শুক্লাম্বরে,
(ওসে)　নির্ব্বেদে জীবন ধরে,
ঈশান দামোদরে, (সবে) জীবন্মৃত হ'য়ে রয়েছে।
নাই শচীদেবী, নাই লক্ষ্মীমাতা, নদীয়া শ্মশান হয়েছে ॥
খুঁজিলাম গঙ্গাতীরে,
(কত)　কাঁদিলাম পশি' নীরে,
জনে জনে শুধাইলাম কে গোরাচাঁদে হেরেছে।
সবি আছে, সেই নাই, প্রাণ যারে চেয়েছে ॥

শ্রীনিবাস। (ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া) অহো গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ! শ্রীগৌরাঙ্গ!

(নরোত্তমের আচার্য্যের অঙ্গে ঢলিয়া পড়ন ও উভয়ে নিমীলিতনেত্রে বিগলিতধারে ভাবাম্বুধিনিমজ্জন।)

সকলে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
জয় গৌরাঙ্গ জয় গৌরাঙ্গ জয় গৌরাঙ্গ হরি ॥
গতি গৌরাঙ্গ গতি গৌরাঙ্গ গতি গৌরাঙ্গ হরি।
রতি গৌরাঙ্গ রতি গৌরাঙ্গ রতি গৌরাঙ্গ হরি ॥
ধ্যান গৌরাঙ্গ ধ্যান গৌরাঙ্গ ধ্যান গৌরাঙ্গ হরি।
জ্ঞান গৌরাঙ্গ জ্ঞান গৌরাঙ্গ জ্ঞান গৌরাঙ্গ হরি ॥
ধন গৌরাঙ্গ ধন গৌরাঙ্গ ধন গৌরাঙ্গ হরি।
প্রাণ গৌরাঙ্গ প্রাণ গৌরাঙ্গ প্রাণ গৌরাঙ্গ হরি ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ ইত্যাদি।　　(সংকীর্ত্তনানন্দ।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—খেতরির রাজপথ।

(মিস্ত্রিগণের প্রবেশ।)

১ম। হ্যাদে, ও মামু, যান্ ক'নে?

২য়। আরে তুমি যাবা না? রাজার বাড়ী মচ্ছব লাগ্‌ছে, ঘটাঘটি পড়্‌ছে, কেত্ত কেত্ত মোকাম উঠ্‌ছে, মোট্টা মোট্টা মজুরী দিচ্ছে। আরে চল চল, স্থাখ্‌বা হানে, মোর সাথি চলো।

৩য়। চলো মিঞা চলো, মোরাও তোমার পাছু পাছু যাব।

১ম। যাবা ত চলো, হন্‌হনিয়ে চলে এসো।

সকলে। আয় লো দাসী, প্রাণপেয়সী সুখ দিব তোরে।
রাজার বাড়ী ধুম লেগেছে যাই লো নগরে॥
মাথায় দেবো ফুলের কাঁটা,
কপালে তোর তেলক ফোঁটা,
আর কিন্যা দেব চিকণ সাড়ি, আয় সাথে চলে॥

(গাহিতে গাহিতে দ্রুত প্রস্থান।)

—:*:—

পট পরিবর্ত্তন।

রাজপথের অপর পার্শ্ব।

(শ্রীধাম নবদ্বীপাগত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবেশ।)

হরি হরয়ে নমঃ

কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥ (শ্রীসংকীর্ত্তন।)

(অপরদিক দিয়া মাল্যচন্দনধারী রাজা কৃষ্ণানন্দের সম্প্রদায়ের প্রবেশ।)

বল ভাই হরি ওঁ রাম রাম হরি ওঁ রাম।

এই মতে নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম॥

(চন্দনে চর্চ্চিত মাল্যধারী নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রবেশ।)

ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম জয় রাধে গোবিন্দ॥

(সংকীর্ত্তন।)

—:*:—

সপ্তম দৃশ্য।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গযুগল ও শ্রীশ্রীবল্লভীকান্তের মন্দিরপ্রাঙ্গন।

সিংহাসনোপরি শ্রীবিগ্রহগণ বিরাজমান।

চতুর্দ্দিকে নববস্ত্রপরিহিত মাল্যচন্দনধারী বৈষ্ণবমহান্তগণ।

শ্রীনিবাস। (ঠাকুর মশায়ের প্রতি) শ্রীশ্রীজাহ্নবীমাতার অনুমতি হয়েছে, এইবার তবে সংকীর্ত্তনামৃত বর্ষণ হোক্। আমরা সবাই ভেসে যাই।

রঘুনন্দন। আমি চন্দন মাখিয়ে দিই। (মাল্যচন্দন দান।) (সস্নেহে হেরিয়া) এইবার সংকীর্ত্তন করো।

নরোত্তম। (শিষ্যগণের প্রতি) আমি তোমাদের সাজিয়ে দিই। (স্বহস্তে মাল্যচন্দন দান।) (দেবীদাসাদির প্রতি সহাস্যে) প্রস্তুত হও।

(শ্রীবিগ্রহের প্রতি চাহিয়া কৃপাভিক্ষা)

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোহারি।
জয় জয় বল্লভীকান্ত বংশীধারী॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

কৃপা করি সভে মেলি করহ করুণা।
অধমপতিতজনার কেবা তুমি বিনা॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
কাতরে ডাকিয়ে প্রভু চাহ একবার॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে এসো গৌরাঙ্গ আমার।
আমাদের হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

(সকলের দণ্ডবত প্রণাম।)

(জানু পাতিয়া নম্রশিরে করযোড়ে বৈষ্ণবমহান্তগণের প্রতি)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোঁসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনা কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন॥
দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ।
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ॥
সম্বল ভরসা আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

(ভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম।)

(সগণে করতাল হস্তে দাঁড়াইয়া)

উর',—উর' প্রেমসিন্ধু,

নদীয়া-গগন-ইন্দু,

উর' শ্রীগৌরাঙ্গ রসের আধার।

এস নিত্যানন্দ-সঙ্গ,

অদ্বৈত-গদাই-রঙ্গ,

ল'য়ে ভক্তসঙ্ঘ করো কীর্ত্তন বিহার ॥

এস এস গৌর,

নাচ নাচ গৌর।

যেমন করে' নেচেছিলে শ্রীবাসেরি ঘরে,

যেমন করে' নেচেছিলে নদীয়া নগরে

(নিতাই মাতাহাতীর হাত ধরে)

(নদীয়ারি পথে পথে)

তেম্‌নি করে নেচে' ঘুচাও মনেরি আঁধার।

একবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে,—

মোহন ছাঁদে মন ভুলা'য়ে,

প্রেমতরঙ্গে নাচাইয়ে,

ভাবরসে প্রাণ মাতা'য়ে,—

দাঁড়াও একবার ॥

একবার দাঁড়াও হে,
রসের বদন হেরি দাঁড়াও,　　একবার দাঁড়াও হে,
দাঁড়াও, দাঁড়াও গৌর,　　একবার দাঁড়াও হে,
জয় গৌর, জয় গৌর,　　একবার দাঁড়াও হে,
গৌর গৌর, গৌর গৌর,　　একবার দাঁড়াও হে,

গৌর গৌর
জয় গৌরাঙ্গ——

(সকলের সংকীর্ত্তনে যোগদান)

কৃষ্ণানন্দ। কি আনন্দ! কি আনন্দ! হরিবোল! হরিবোল!

(স্বর্ণরৌপ্যাদি যজ্ঞস্থলে নিক্ষেপ ও প্রস্থান।)

(বহুমূল্য বস্ত্রাদি হস্তে ছুটিয়া আসিয়া)

ধনৈশ্বর্য্য সার্থক হোক্! বোল হরি হরিবোল!

(নিক্ষেপ ও প্রস্থান।)

(রত্নাভরণ হস্তে ছুটিয়া আসিয়া)

তোমার ভূষণ তুমিই পরো। হরিবোল! হরিবোল!

(নিক্ষেপ ও প্রস্থান।)

(স্বর্ণথালিকা ও তৈজস হস্তে পুনরায় ছুটিয়া আসিয়া)

সর্ব্বস্ব তোমাতে দান। বোল হরি! হরিবোল!
সকলি তোমার। আমিও তোমার। হরিবোল হরিবোল!

(যজ্ঞস্থলীতে গড়াগড়ি প্রদান।)

(উঠিয়া নরোত্তমের নিকটস্থ হইয়া চিবুক ধরিয়া) ধন্য তুমি বাপ্! তোমার পিতা হ'য়ে আমি ধন্য হলুম! এ আনন্দ ধরাধামে কে কোথা দেখেছে বাপ্! তোমার কৃপায় খেতরি পবিত্র হো'লো। তোমার কৃপায় আমি পবিত্র হ'লুম। তুমি কি সন্তান? না বাপ্—তুমি মহাপুরুষ। দাও, আমায় চরণধূলি দাও, চরণ দিয়ে আমায় উদ্ধার করো।

(কাঁদিয়া নরোত্তমের চরণধারণ—নরোত্তম বাহ্যজ্ঞানশূন্য নিমীলিতনেত্রে নৃত্য করিতেছেন)

(পুনরুত্থান করিয়া, পাত্রমিত্রের হস্ত ধরিয়া টানিয়া)

এসো, এসো, দাঁড়িয়ে কেন? হরিবোল বলে' আমরাও প্রাণ খুলে নাচি এসো। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!　　　　(মহাসংকীর্ত্তনে মণ্ডলীরচনা)

১ম মণ্ডলী।　হরি হরি
　　　　হরিবোল।

২য় মণ্ডলী।　হরি ওঁ রাম রাম
　　　　হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

৩য় মণ্ডলী।　নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ।

৪র্থ মণ্ডলী।　জয় রাধে গোবিন্দ।

৫ম মণ্ডলী।　গৌর গৌর জয় গৌরাঙ্গ।

৬ষ্ঠ মণ্ডলী।　শ্রীগৌরাঙ্গ জয় গৌরাঙ্গ।

—:*:—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—খেতরির রাজপথ।

নাগরিকগণের প্রবেশ।

১ম। নাঃ, আর এ দেশে থাকা হোলো না, দেশত্যাগী হ'তে হোলো।

২য়। কেন কেন, ভট্‌চায্যি মশায়, এত চটেন কেন?

১ম। চটেন কেন? তোমরা কি যে বলো তার ঠিক নেই, শুদ্ধসত্ত্ব বামুন পণ্ডিতের দেশডায় বষ্টুমের আখড়াঘর হলো!

৩য়। তাই না হয় হোক্। সাধু হবি হ', বষ্টুম হবি হ', হরি ভজ্‌বি ভজ্, তেলক মালাই না হয় পর্। বলি, শূদ্র হ'য়ে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিবি, এ কি সাহস? রাজার ছেলে বলে' কি ব্রাহ্মণের মাথায় পা দিয়ে চল্‌বি না কি? এত দর্প ধর্ম্ম কখনো সইবেন না। ব্রাহ্মণের অপমান করে, ব্রাহ্মণের অন্ন মেরে, কখনো ভাল হবে না।

৪র্থ। তাই ত, এতকালের একচেটে জাতব্যবসাটা একেবারে মাটী হ'য়ে গেলো।

১ম। কি!

২য়। আরে ওটা পাগল। ওর কথা ধরবেন না। নইলে, নিজে ব্রাহ্মণ হ'য়ে আর এ রকম কথা বলে। (৪র্থ নাগরিকের প্রতি) ওহে, নারায়ণ নিজে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রেখে ভৃগুমুণির পদাঘাত সহ্য করে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন সাদরে হৃদয়ে ধারণ করে আছেন।

৪র্থ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছেন বৈকি। তবে কিনা মুনি ঋষির বংশ-ধরেরা তাঁদের কেমন মুখোজ্জ্বল করছেন, তাও ত দেখা যাচ্ছে। আমরা যে জনে জনে কুলধ্বজ, কলির ব্রাহ্মণ, এ কথাটাও ভুল্‌লে চল্‌বে না।

৩য়। তা হোক্, তবু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ। জন্মের গুণে, রক্তের গুণে, সে অপর সাধারণ জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এ কথা মান্‌তেই হবে।

৪র্থ। কিন্তু, বিশ্বামিত্র তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তবে শ্রীহরির ভজনা করে' অদ্বিজ দ্বিজশ্রেষ্ঠ না হ'বে কেন ?

১ম। ঐ এক ধুয়ো উঠেছে। ঐ ধুয়ো ধরেই ত গয়েস্‌পুরের শিবানন্দের বেটারা বিচারে আচার্য্যকে ঘাল করে ফেল্‌লে।

২য়। কে কে ? রামকৃষ্ণ হরিরামদের কথা বল্‌ছেন ?

১ম। হাঁ হাঁ সেই পণ্ডিত গোমুখ্যু বেটাদের কথাই বল্‌ছি।

২য়। দুই ভায়ে পণ্ডিত বটে। একে শিবানন্দ আচার্য্য, তায় আবার মিথিলার দিগ্বিজয়ী মুরারি পণ্ডিত—দুজনে বাঘা ভাল্‌কো পণ্ডিত—তাদের বিচারে একেবারে হঠিয়ে দিলে !

৪র্থ। দিলে বলে দিলে,—একেবারে "মুরারি তৃতীয় পন্থা" কন্থাসার করে ছাড়লে।

১ম। তা' নইলে আর বল্‌ছি কি আমার মাথা মুণ্ডু! এই সব তা বড় তা বড় পণ্ডিত—আবার গাম্ভিলার গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী—

২য়। (বাধা দিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীও নাকি কেষ্টানন্দের বেটার পদানত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছেন ?

১ম। আরে নিয়েছে না ত কি ? আবার শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করে। সেই না সেদিন ওই রামচন্দ্র কব্‌রেজটাকে সঙ্গে নিয়ে বারুই কুমোর সেজে অধ্যাপকদের সঙ্গে সংস্কৃতে শাস্ত্রবিচার করে' কৌশলে তাদের থ' বানিয়ে দিলে। অনাসৃষ্টি ব্যাপার! ঘোরতর অধর্ম্ম! ঘোরতর অধর্ম্ম।

৩য়। তবে রাজা নরসিংহের অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেল বলুন।

১ম। গেলই ত। সব মাটী হোলো সব মাটী হোলো। রাজ নরসিংহ নিজে সস্ত্রীক ঐ সব্বনেশে কৃষ্ণানন্দের বেটার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন।

২য়। তবে ত সর্ব্বনাশ! জাত ধর্ম্ম সবই গেল!

৪র্থ। তাইত, তবে আর কি করবেন বলুন 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'। ঐ জাত্যাভিমানটা ছেড়ে দিয়ে শুধু ধর্ম্ম নিয়েই ঠাকুর মশায়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ুন।

২য়। তুই থাম্।

৩য়। কথাটা বল্‌ছে বড় মিথ্যে নয়। এত বড় বড় পণ্ডিত, তাঁরা কি না বুঝেই হীনতা স্বীকার করেছেন, শাস্ত্রবিচারেও এখনো ত কেউ তাঁদের এঁটে উঠ্‌তে পারছে না। কথাটা উড়িয়ে দেবার কথা নয়, ভাব্‌বার কথা।

(অদূরে ক্ষ্যাপা মা)

৪র্থ। ঐ ক্ষ্যাপা মা আস্‌ছেন।

(ক্ষ্যাপা মার প্রবেশ।)

ক্ষ্যাপা মা। বৃথা অভিমানে মত্ত হ'য়ে কেটে যায় বেলা।
পান্থশালার নিকেশ দিয়ে ভাঙ্গ্‌তে হবে মেলা॥
মিছে কেন গণ্ডগোল,
বল্‌না গৌরহরিবোল,
খুঁটিনাটির বিচার করো কাজের সময় হও রে কালা।
যাবার বুলি এই হরিনাম হরি বল্‌রে এই বেলা॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

১ম। (বিরক্ত হইয়া বিকৃতমুখে)

৪র্থ। (৩য় না'র প্রতি) শুন্‌লেন ?

৩য়। ঠিক্ কথা। ব্রাহ্মণই হোন্, শূদ্রই হোন্, শাক্তই হোন্, আর বৈষ্ণবই হোন্, মৃত্যুকালে হরিনাম শুনেই যেতে হয়।

২য়। তাইত বটে, শেষকালে বল হরি হরিবোল।

৪র্থ। হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

খেতরির বহির্ব্বাটী। কক্ষ।

নরোত্তম ও রামচন্দ্র।

নরো। যাবে না? আহা, একবার যাও।

রাম। 'গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যকথা না শুনিবে ইহাতে হইবে সাবধান।' ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও ভাই। দুটো কৃষ্ণকথা কও, শুনে প্রাণ জুড়ুই।

নরো। তুমি বড় দুষ্টু। চাতুরী করে ফাঁকি দেবার চেষ্টা! তা হচ্ছে না, তোমায় একবার যেতেই হবে। পান খেতে ভালবাসো, দুটো পান খেয়ে এস।

রাম। (করযোড়ে) তোমায় মিনতি কচ্ছি ভাই, ঐটী মাফ্ করো, ঐটী আমি পারব না।

নরো। তা হয় না যে ভাই, সতীন বড় দুঃখে আমায় পত্র লিখেছে। আহা! কুলবালা, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে কত দুঃখে আমায় পত্র লিখেছে বল দেখি। নারী সহজেই অবলা। নারীজাতি লতাজাতি, অবলম্বন ভিন্ন থাকৃতে পারে না; সতীর পতি ভিন্ন কি গতি আছে ভাই? তোমার উপরই ত ভার, তুমিই ত তার আশ্রয়, তোমায় একবার যেতেই হবে। আহা! সেও ত জীব, জীবে দয়া—

রাম। তা' জীবে দয়ার অবতার ত স্বয়ং ঠাকুর মশাই। তবে ঠাকুর মশাইকে যখন পত্র লিখেছে, আহা! ঠাকুর মশাইই দয়া করে

জীবটীকে উদ্ধার করুন না। অকৃতী অধমের প্রতি সে ভারের আদেশটা নাই বা হ'ল।

নরো। (হস্ত ধরিয়া) রহস্য নয়, লক্ষ্মী ভাই, কথা রাখো। তোমায় আজ একবার যেতেই হবে। আমার দিব্যি যদি তুমি না যাও।

রাম। (রোষে ক্ষোভে দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে) আচ্ছা, তোমার আদেশ, পালন করতেই হবে। কিন্তু আমি থাকৃতে তো পারবো না। কাল ভোরেই আমায় পালিয়ে আস্‌তে হবে।—কি কষ্ট! স্ত্রীসঙ্গ করে এসে' কাল আবার উদাসীন ঠাকুর মশায়কে কি করে এ পোড়ার মুখ দেখাব ?

নরো। (হাসিয়া করে কর চাপিয়া) আহা! সে আমার জানা আছে। তোমার যতেক সঙ্গ, শুধু কৃষ্ণকথারঙ্গ, কেন আর কর ব্যঙ্গ, করহ বিজয়। আসার কথা পরে হবে। (ছলছলনেত্রে) এখন তবে এস ভাই।

রামচন্দ্র। (দরবিগলিতধারে) তবে আসি।

নরো। এ সব কি হয় বল দেখি? কে বলে আমরা উদাসীন? আমরা নামে উদাসীন, কাজে ঘোর সংসারী। কই, আমাদের সংসার যায় নি ত! আমার সংসার তুমি, তোমার সংসার আমি। নইলে, বিচ্ছেদে চোখে জল কেন ?

রামচন্দ্র। ঠাকুর! এ আবার কি বল্‌ছ! ঔদাস্য, সংসার ত্যাগ, ইষ্টা-মূত্রবিরাগ, ও সব ত শুষ্ক জ্ঞানের কথা। আমাদের প্রভু আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেও স্বয়ং ঘোর সংসারী। ভক্তপরিবার নিয়ে তাঁর মস্ত সংসার। প্রভু লোকনাথ ভূগর্ভকে নিয়ে দিব্যি সংসার পাতিয়ে-

ছিলেন। তাঁদের মত বৈরাগী কে? গোস্বামীরা শ্রীবৃন্দাবনে ভক্তগোষ্ঠী নিয়ে ইষ্টপুষ্টি করতেন, কই তাতে ত তাঁদের সংসার দোষ ঘটে নি। আমরা মায়ার সংসার ত্যাগ করে কৃষ্ণের সংসারে বাস করি। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাই মায়ার অধিকার। তোমায় আমায় প্রীতি থাকাতে দোষ কি ভাই? এ ত মায়ার বন্ধন নয়।

নরো। কবিরাজ মশায়ের সিদ্ধান্তের ওপর আর কথা নেই। আচ্ছা, তবে এবার তুমি ঘুরে এলে অনেকদিনের একটা সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা করা যাবে। দেখ, এখন শ্রীবৃন্দাবনে আর সে সুখ নেই। যাঁদের নিয়ে সুখ, তাঁরা প্রায় সকলেই এখন অপ্রকট। তুমি এবার ফিরে এলে, এখানেই একটু দূরে নিরালায় একটা মনোরম স্থান দেখে রেখেছি, সেখানে ভজনস্থলী নির্ম্মাণ করিয়ে, নগর কোলাহল ত্যাগ করে, দুজনে ক্ষুদ্র বৃন্দাবনে গিয়ে বাস কোরবো। শেষ কটা দিন ভজনানন্দে কৃষ্ণকথারঙ্গে কাটিয়ে দেবো। কেমন?

রামচন্দ্র। প্রভুর ইচ্ছায় তোমার সাধুসঙ্কল্প পূর্ণ হোক্। পুরোপুরী উদাসীন হ'য়ে এবার আমায় শুদ্ধ ত্যাগ করে যাবে না ত?

নরো। তার উপায় রেখেছ কি? দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে হারাই হারাই ভয় সদাই। সাধে কি বলি তুমিই আমার সংসার? যাক্, (পুনরায় হস্ত ধারণ করিয়া) এখন তবে এসো ভাই।

রামচন্দ্র। (মুখে চাহিয়া) হ্যাঁ এই আসি। (প্রস্থানোদ্যম) (ফিরিয়া আসিয়া) হ্যাঁ, বল্‌ছিলুম কি, তোমাকে আর কি বোল্‌বো? মনটা যদি খারাপ হয়, তবে ওদের নিয়ে সংকীর্ত্তনানন্দ কোরো।

নরো। (মৃদু হাসিয়া ছলছলনেত্রে) তার জন্যে তোমার চিন্তা নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তাই হবে, তুমি এসো।

রামচন্দ্র। (হাসিয়া) তবে আসি। (প্রস্থানোদ্যম।) (ফিরিয়া চাহিয়া) দেখো, এতটুকু ব্যস্ত হ'লে কিন্তু তোমার কথা রাখতে পার্ব্বো না, ছুটে পালিয়ে আসবো।

নরো। (কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া) তা জানি। লক্ষ্মীটি, এসো ভাই।

রামচন্দ্র। আসি। (ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে রামচন্দ্রের প্রস্থান।)

—:*:—

তৃতীয় দৃশ্য।

চাঁদ-পুর। রাঘবেন্দ্রের বাটীর দরদালান।

রাঘবেন্দ্র। আসুন আসুন, ঠাকুর মশাই আসুন। ওরে, ঝারি গামছা নিয়ে আয় রে, ঠাকুর মশায়ের পা ধোবার জল দে।

(ভৃত্যের ঝারি, গামছা লইয়া প্রবেশ ও রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পাদপ্রক্ষালন।)

আপনার আগমনে পুরী পবিত্র হোলো। বড় বিপদে পড়েছি, কবরেজ হাকিম হার মেনে গেলো, শান্তি স্বস্ত্যয়নও কত করলুম, চাঁদাকে বাঁচাবার ত কোনো উপায় দেখি না। শুনিছি, আপনি একজন মহাপুরুষ, আপনার অলৌকিক শক্তিবলে যদি কৃপা করে এবার চাঁদাকে আমার ফিরিয়ে দেন।

নরোত্তম। (করযোড়ে) আমার কোনো শক্তি নেই। কৃষ্ণ ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, জীবের সাধ্য নেই যে তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রম করে। আমার ওপর আদেশ হয়েছে, এসেছি; তবে তাঁর আদেশ যখন হয়েছে তখন মঙ্গলই হবে। আপনি অমঙ্গল আশঙ্কা কর্ব্বেন না।

রামচন্দ্র! কোনো ভয় নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যাত্রা শুভ, শকুনশাস্ত্রসম্মত শুভ লক্ষণই সব দেখা যাচ্ছে, ফল শুভই হবে। বামে শবশিবা, পূর্ণ কুম্ভ, কদলী, পুষ্পমালা, হুলুধ্বনি, এতগুলি মাঙ্গলিকের একত্রাবস্থান কখনো ব্যর্থ যাবে না।

সন্তোষ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠাকুর মশায়ের নাম শুনে' অবধি নগরে উৎসব বসে গেছে। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত হয়েছে।

রামচন্দ্র। এ আনন্দে নিরানন্দ কখনই হবে না। কাল রাত্রে স্বপ্নে ঠাকুর মশাই যে রক্ষাকবচ পেয়েছেন, সে কবচ অব্যর্থ, তাতে রোগীর উপকার হবেই হবে।

রাঘবেন্দ্র। আজ্ঞে, তাই বলুন, তাই বলুন। ঐ স্বপ্নের কথায় বড় আশা হচ্চে। আপনারা অবিশ্যি জানেন, পত্রেই জানিয়েছিলুম যে, শ্রীদুর্গা স্বপ্নে আমায় ঠাকুর মশায়ের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তে বলেন। এখন আপনাদের কৃপায় চাঁদা আমার রোগমুক্ত হয়ে সেরে উঠ্‌লে বাঁচি। (সনিঃশ্বাসে) দুর্গে দুর্গতিহারিণি!

নরোত্তম। চলুন, আপনার ছেলেটী কোথায়, সেখানে নিয়ে চলুন

রাঘবেন্দ্র। (ব্যস্ত হইয়া কক্ষদ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া) আসুন আসুন, এই ঘরেই আছে, আসতে আজ্ঞা হোক্। (কক্ষমধ্যে শায়িত চাঁদরায়।)

(কোলে উঠাইয়া) চাঁদা, বাবা, ঠাকুর মশাই এসেছেন। ঠাকুর মশায়কে প্রণাম কর।

ব্রহ্মদৈত্যাবিষ্ট চাঁদরায়। হুঁ, এসেছেন? আসুন। আপনাকে সব কথা খুলে বলি। আমি ব্রাহ্মণ ছিলুম, চিরকাল কুকর্ম্মই করেছি। কাজেই এই গতি হয়েছিল। আমি যেমন, চাঁদরায়ও ঠিক্ তেম্‌নিটি দেখে উপস্থিত এই দেহটী আশ্রয় করে আছি। আজ বড় সৌভাগ্য, আপনার চরণদর্শন হোলো। আপনার শুভ আগমনে আমার আজ উদ্ধার হোলো। আমার উর্দ্ধগতি হোলো, আমি চল্লুম। ঠাকুর মশাই, আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। (চীৎকার করিয়া ভূমিতে পতন ও অচেতন।)

রাঘবেন্দ্র। (ব্যস্ত হইয়া তারস্বরে) ওরে ওরে, জল, জল, পাখা নিয়ে আয়। (সকলে ছুটিয়া আসিয়া চাঁদরায়ের সন্তর্পণ।)

চাঁদরায়। (নিদ্রোত্থিতের ন্যায়) কোথা, কোথা, আমি কোথায়?— এরা সব কারা?—ঠাকুর মশাই আসবেন না?

সন্তোষরায়। (সরোদনে ধরিয়া) ভাই, চেয়ে দেখ, ঐ যে ঠাকুর মশাই। ওঁর প্রভাবে ব্রহ্মদৈত্য তোমায় ছেড়ে গেছে। এখন তুমি সুস্থ হয়েছ, ঠাকুর মশায়ের শ্রীচরণে প্রণাম কর।

চাঁদরায়। (সন্তোষের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) অ্যাঁ! ঠাকুর মশাই এসেছেন? ঠাকুর মশাই দয়া করে আমায় রোগমুক্ত করেছেন? আমি ত মহাপাপে মজে মর্‌তে বসেছিলুম। ঠাকুর মশাই আমায় জীবনদান করলেন! এও কি সম্ভব? আমি যে ঘোর পাতকী, দস্যু, আততায়ী, পরস্বাপহারী, পরদারকারী, ইন্দ্রিয়ের দাস,

পাপের মূর্ত্তি; তিনি মহাপুরুষ, মহাজ্ঞানী, মহাভক্ত, মহাত্যাগী মহাজন, তিনি আমায় কেন কৃপা করবেন? শত শত লোক তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু আমি যে অতি জঘন্য, আমি যে ব্রাহ্মণকুলের কুলাঙ্গার, আমি যে নররূপী রাক্ষস।— বিষয়মদে মত্ত হ'য়ে কি কুকর্ম্ম না করেছি ভাই! ঠাকুর মশাই কি এ মহাপাতকীকে কৃপা করে' শ্রীচরণে স্থান দেবেন?

(কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুর মশায়ের চরণে পড়িয়া)

ঠাকুর মশাই, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, নিজগুণে আমাদের উদ্ধার করুন। কোন্ মুখে আপনার কাছে কৃপা প্রার্থনা করব'। আজ বড় সৌভাগ্য যে আমাদের মত নারকীর আপনার মত মহাপুরুষের শ্রীচরণদর্শন হোলো! আমরা ঘোর নারকী, শুনিছি আপনি পরম দয়াল, পতিতপাবন, আমরা বড়ই পতিত, দয়া করে' যদি আমাদের ওই চরণে স্থান দেন, তবেই আমাদের গতি হয়।

সন্তোষ। (শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িয়া) ওঃ হোঃ! অনুতাপে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ঠাকুর মশাই, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমাদের পায়ে রাখুন, নইলে আপনার পায়ের তলায় মাথা কুটে' এ ছার প্রাণ বিসর্জ্জন করব'।

(মাথা কুটিতে কুটিতে ক্রন্দন।)

রাঘবেন্দ্র। (করযোড়ে নত হইয়া) যদি দয়া করে দেখা দিলেন, তবে আমাদের সকলকেই উদ্ধার করুন।

ভক্তগণ। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

নরোত্তম। (নয়নজলে ভাসিয়া, উভয় ভ্রাতাকে তুলিয়া ধরিয়া)
এস, এস, হৃদে এস, বল হরি হরিবোল।
হরিনাম পাপবিনাশী, বল্‌রে হরি হরিবোল॥
(ভক্তগণের যোগদান।) হরিবোল হরিবোল হরি হরি হরিবোল।
হরিবোল হরিবোল হরি হরি বোল॥
পাপ তাপ দূরে যাবে, বল হরি হরিবোল।
নামে হরির চরণ পাবে, বল হরি হরিবোল॥
বাহু তুলে, প্রাণ খুলে, বল হরি হরিবোল।
হরিবোল হরিবোল গৌরহরি হরিবোল॥
এস রে জগাই, এস রে মাধাই, বল গৌর হরিবোল।
ধেয়ে আয় রে, জগাই মাধাই, বল গৌর হরিবোল॥
নিতাই ডাকে আয় ছুটে আয়, বোল গৌর হরিবোল।
হরিবোল হরিবোল গৌরহরি হরিবোল॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
(সকলের সংকীর্ত্তন।)

—*:—:*-

চতুর্থ দৃশ্য।

বাদশাহের দরবার।

সিংহাসনে সপার্ষদে বাদশাহ, সম্মুখে মলিনবেশে জপমালাহস্তে শৃঙ্খলিত চাঁদরায়।

বাদশাহ। কি স্পর্দ্ধা! মশক হ'য়ে সিংহের সনে বাদ! তুচ্ছ জায়গীরদার হ'য়ে গৌড়ের বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা! আজ তোর সমুচিত দণ্ডবিধান কোর্ব্বো।

খয়ের খাঁ। আজ্ঞে হাঁ, করবেনই ত, দণ্ড করবেনই ত। বেটা মশকই ত—বেটা একেবারে ডাঁশ। কামড়ে কামড়ে হুজুরের পিট্‌টা দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া করে দিয়েছে। বেটা বদ্‌মাস্—বেটা পাজির পাঝাড়া। (সেনাপতির প্রতি) কি বলেন সেনাপতি সাহেব? বেটা, রক্ত চুষে চুষে আর একটু হলে আপনাকে সাবড়েছিল আর কি!

সেনাপতি। (রাগতস্বরে) থাম থাম। বিচারের সময় রহস্যের সময় নয়।

খয়ের খাঁ। আহা গোস্‌সা হচ্চ কেন সেনাপতি সাহেব? মনে করিয়ে দিচ্চি। এখন হাত পা বাঁধা দুষ্‌মনটাকে হাতের গোড়ায় পেয়েছ, মনের সাধে গায়ের ঝালটা মিটিয়ে ফেল। এই বল্‌ছি আর কি।

বাদশাহ। কেমন? বিদ্রোহ কর। (রক্ষীগণের অঙ্কুশ আঘাত।) কেমন?—নাঃ—এতেও হচ্চে না। মৌলবী সাহেব, আপনার বিবেচনায় এ কাফেরের উপযুক্ত শাস্তি কি হওয়া উচিত?

মৌলবী। জাঁহাপনা, কাফের যদি পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয় তবেই রক্ষা, নতুবা এ কাফেরের প্রাণদণ্ডই হওয়া উচিত।

বাদশাহ। উত্তম, এই দণ্ডেই এই দণ্ড বিধান কোর্ব্বো। (চাঁদরায়ের প্রতি) চাঁদরায়, এখনও বল্‌ছি, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে নবজীবন লাভ করো, নতুবা তোমার মরণ নিশ্চিত। যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হও, তবে, (অদূরে মত্তহস্তীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ওই মত্তহস্তীর পদতলে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রাণত্যাগ কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত হও।

খয়ের খাঁ। হুজুর মেহেরবান, হুজুর দয়ার অবতার। জানের দায়টা বড় দায়। বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তবে আর কি রায় সাহেব, সুড়্ সুড়্ করে' কাণটা বাড়িয়ে দিয়ে' জানটা বাঁচিয়ে নাও। নাও, নাও মৌলবী সাহেব, ঝট্ করে' কল্‌মা পড়িয়ে জবরদস্ত হ্যাঁদুটাকে পট্ করে' দলে ভর্ত্তি করে' নাও। দেরী হ'লে চাইকি বেঁকে দাঁড়াতে পারে।

চাঁদরায়। (স্বগত) গুরো দয়াময় !

(করযোড়ে) পড়েছি সঙ্কটে মোরে দাও পদাশ্রয়।

মৃত্যু ? চাঁদ কবে মরিতে ডরায় !
শত শত সমরপ্রাঙ্গনে,
বীরদাপে ঝাঁপ দেছে শত্রুব্যূহমাঝে,
আশু বাড়ি' নির্ম্মূল করেছে অরি,
নাহি করে কভু কা'রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

চাঁদ কবে মরিতে ডরায়!
নিদারুণ রণপিপাসায়,
সন্তাড়িত অতিঘোর তীব্রবাসনায়,
বার বার মরণে যে দিল আলিঙ্গন,—
কিন্তু,—মরে নাই এতদিন।
বড় ভাগ্যে বাঁচিল দুর্ম্মতি,
নহে কি গো পাইত সুদিন,
হইত কি চাঁদের উদ্ধার,
পারিত কি লুটাইতে শির
পরম অভয় পদ শ্রীগুরুচরণে!
পাইত কি হরিনাম!
কেবা বল তরাইত দুরন্ত চাঁদেরে,
কলিহত কামাসক্ত দীনহীনজনে!
মরে নাই চাঁদ এতদিন।
চাঁদ নাহি মরিতে ডরায়।
ভয় শুধু, পূর্ব্বভাব আসি পাছে করে সর্ব্বনাশ,—
পেয়েছি যে নবীন জীবন,
অভিমান কালসর্প তা'য়,
অভিমানে চিরকাল ভরা চাঁদরায়।
সকাতরে যাচি গুরো দাও পদাশ্রয়, (বক্ষে কর জুড়িয়া)
আজি এই মরণসন্ধ্যায়,
অভিমান অন্ধকার দূরে চলি যায়,

নবীন জীবনপথে নবীন পথিক,
হরিনাম লইয়ে সম্বল,
প্রবীন-পদাঙ্ক হেরি' অনুসরি' চলি,
প্রবীণ-নবীন-ভাবরাকাবিরাজিত,
নিত্যস্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় আনন্দের দেশে।
এস এস, ধেয়ে এস, এস রে মরণ,
হে বন্ধু! তোমারে দিব প্রেম আলিঙ্গন।
তুচ্ছ এ জঘন্য তনু পাপমলাঙ্কিত,
ধর্ম্মগন্ধ নাহিক শরীরে,
ধর্ম্ম লাগি' হইবে পতন,
এ সৌভাগ্য কেবা দিল চাঁদে!

(পুনঃ বক্ষে কর জুড়িয়া জানু পাতিয়া নতশিরে)

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধমজনার বন্ধু!
অভাগিয়া শিরে আজি দাও শ্রীচরণ,
হরিনামে হস্তীপদতলে,
এ ছার জীবন আজি দিব বিসর্জ্জন;
যার দেহ তারি পদে করিব অর্পণ।

(প্রকাশ্যে) বাদশাহ! আমি প্রস্তুত। আমি ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌ব না। আমার ধর্ম্ম আমি হৃদয়ে ধারণ করে' এ ছার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

খয়ের খাঁ। (তিন হাত পিছাইয়া, মৌলবীর হস্ত ধরিয়া), আরে মৌলবী সাহেব, সরে এস, সরে এস। দেখ্‌ছ না?—শোননি? বেটাকে

সয়তানে পেয়েছিল। খ্যাহ না খ্যাহ না, কি রকম ক্যাটম্যাটিয়ে চাইতিছে খ্যাহ। গা' দিয়ে আগুন বার হচ্ছে, দেখ্‌তি পাচ্ছ না? সরে এস, সরে এস, গতিক ভাল নয়, পায় পায় মানে মানে প্রাণ নিয়ে সরে পড়ি এস। (মৌলবীর হস্তাকর্ষণ।)

মৌলবী। আরে কি কর! আমরা নাকি নেমাজ্ পড়ি না! সয়তান আবার কে? উও আদ্‌মি শেখ্ হ্যায়।

বাদশাহ। হাঁ, হাঁ মৌলবী সাব্, ঠিক্ হ্যায়। চাঁদরায় শেখ্ হ্যায়। হম্‌লোক্ ইএ চিজ্ নেহি পছানা। (চাঁদরায়কে আলিঙ্গন।) শেখ্ চাঁদরায়, তুমি আমায় ক্ষমা করো। তুমি একজন মহাপুরুষ। তুমি মুক্ত, পাঁচ হাজার সৈন্য আজ হ'তে তোমায় খবরদারী করবে। আজ থেকে তুমি আমার দোস্ত্, দুষ্‌মন্ নও।

চাঁদরায়। (দু'হাত তুলিয়া) জয় গুরুমহারাজের জয়! জয় ঠাকুর মশায়ের জয়! জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়!

গৌরহরিবোল! গৌরহরিবোল!! গৌরহরিবোল!!!

(চাঁদের প্রস্থান ও পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।)

-:*:-

পঞ্চম দৃশ্য।

ভজনস্থলী।

ঠাকুরমশাই। (দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পাদচারণা করিয়া) তপস্যা, যোগ, ধ্যান একা একা হয়। প্রীতির ভজন একাকী হয় না। মর্ম্মসঙ্গী বিনে কি রসপুষ্টি হয়? সঙ্গী বিনে কি থাকা যায়? রামচন্দ্র! হা রামচন্দ্র! তুমি কোথা ভাই? তোমা হারা হ'য়ে যে মরমে মরে' আছি তা কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?—কি সুখের দিনই গেছে! রামচন্দ্রের কৃষ্ণকথারসে এ ক্ষুদ্র বৃন্দাবন বৃন্দাবন হয়েছিল। দিবানিশি কোথা দিয়ে যেত বোঝা যেত না। এখন দিন যে আর কাটে না! রাম, তুমিই না বলেছিলে ঔদাস্য, সংসার ত্যাগ শুষ্ক জ্ঞানের কথা, সঙ্গী বিনে, কৃষ্ণকথা বিনে ব্রজরস আস্বাদন হয় না?—তবে ভাই, ব্রজে গিয়ে অভাগাকে কেমন করে' ভুলে আছ?—ওঃ! রাম! রাম! কোথা তুমি ভাই? কতদিন তোমায় দেখি নি, না দেখে যে বুক ফেটে যায়! তোমার কি প্রাণ কাঁদে না?—তবে আমি এত বিকল কেন? নরোত্তমের কি হ'ল? নরোত্তমের এমন হোলো কেন? হা শ্যামসুন্দর! (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

(করলগ্নকপোল হইয়া উপবেশন।)

(নিমীলিতনেত্রে)

নবঘন শ্যাম, ও পরাণ বন্ধুয়া

আমি তোমায় পাশরিতে নারি।

তোমার সে মুখশশী, অমিয় মধুর হাসি,

তিল আধ না দেখিলে মরি ॥

তোমার নামেতে আদি, হৃদয়ে লিখিতাম যদি,

তবে তোমায় দেখিতাম সদাই।

এমন গুণের নিধি, হরিয়া লইল বিধি,

এবে তোমায় দেখিতে না পাই ॥

এমন ব্যথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,

তবে মোর পরাণ জুড়ায়।

মরম কহিনু তোরে, পরাণ কেমন করে,

কি কহিব কহনে না যায় ॥

(গঙ্গানারায়ণ ও ভক্তগণের প্রবেশ।)

গঙ্গানারায়ণ। (নরোত্তম চক্ষুরুন্মীলন করিলে, তাঁহার শ্রীচরণ ধারণ করিয়া) প্রভু, আপনি এমন হ'লে আমরা কি করি? এ দশা দেখে' কেমন করে বাঁচি?

(নরোত্তমের গঙ্গানারায়ণের গলা ধরিয়া রোদন।)

আপনার পা'য়ে ধরে' (তদ্রূপকরণ) মিনতি করি, একবারটী গাম্ভীলায় চলুন। সেখানে গঙ্গাস্নান করে' কিছুদিন থেকে' তারপর না হয় আবার আসবেন। দয়া করে' আমাদের এ মিনতিটী রাখুন।

ঠাকুরমশাই। (ধীরে ধীরে রুদ্ধকণ্ঠে) আচ্ছা, তাই চলো। তোমার বাড়ী গিয়ে কিছুদিন গঙ্গাস্নান করি। তা হ'লে বুধুরিতে গোবিন্দের সঙ্গে একবার দেখা করে তার নূতন পদাবলী শুনে যাব।

গঙ্গানারায়ণ। যে আজ্ঞা। (সকলের দণ্ডবত প্রণাম।)

—*:⁐:*—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গাম্ভীলা। রাজপথ।

(গ্রামস্থ পণ্ডিতগণের প্রবেশ।)

১ম প। তাই ত হে, অতটা করা ভাল হয় নি।

২য় প। কে আর জানে বলুন যে কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

৩য় প। হাঁ, এখন বোঝা যাচ্ছে যে ঠাকুর মশায় একজন মহাপুরুষ, নইলে মরা মানুষ কি আবার বাঁচে! শ্বাস বন্ধ, নাড়ী নেই, মৃত্যুর সব লক্ষণই বর্ত্তমান, আমরা ত ভাবলুম মারাই পড়েছে। তারপর গঙ্গানারাণ গিয়ে পায়ে ধরে কাঁদলে, আর অম্‌নি চোখ চাওয়া; ক্রমে উঠে বসা, আবার হেঁটে চলে গিয়ে গঙ্গাস্নান! এও কি কখন হয়!

৪র্থ প। এত ইচ্ছামৃত্যু হে ইচ্ছামৃত্যু! ইচ্ছামৃত্যুর কথা মহাভারতে পড়িছিলুম, এ ত সাক্ষাৎ দেখ্‌লুম্। কি আশ্চর্য্য ঘটনা! কি

অলৌকিক ব্যাপার! ঠাকুর মশাই ঠাকুরই বটেন। স্বেচ্ছাময় যোগসিদ্ধ ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি না হ'লে কি এমনটা হয়।

২য় প। তা তো হোলো, এখন আমাদের উপায় কি? সেই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে আমরা যে অশেষ অপরাধে অপরাধী, তার উপায় কি? গঙ্গানারাণের নিন্দা, সামাজিক অপবাদ, মহাপুরুষের নিন্দা, সংকীর্ত্তনে ব্যাঘাত, শেষে অন্তিম কাল মনে করে' সেদিনের অযথা শ্লেষোক্তি, কি না করেছি, কি না বলেছি, এখন আমাদের কি হবে? তাঁর রোষানলে শেষে মদনভস্ম না হ'তে হয়! এই সব ভেবে চিন্তে আমার ত পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে গেছে।

৪র্থ প। যা বলেছেন। গঙ্গানারাণ বলেছিল, ব্রাহ্মণদের দণ্ড কর, সেই কথাটা মনে হচ্চে আর বুক গুর্ গুর্ করে উঠ্ছে। থাকবার মধ্যে আছে ত ওই একটা ছেলে, পিতৃপুরুষদের এক গণ্ডূষ জল দেবে, তা ওটার আবার ভালমন্দ কিছু না হয় এই ভয়েই প্রাণ কাঁপ্ছে। কি করি বল দেখি?

১ম প। করবে আর কি বলো? 'যদভাবী ন তদ্ভাবী ভাবীচেন্ন তদন্যথা'। যা হবার তা ত হয়েছে, এখন যা হবার তা হবে। শূদ্র ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে পারে না বলেই ত ধারণা ছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি যে, প্রকৃত ভক্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠই বটেন। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' কাজেই, ঠাকুর মশায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ। গঙ্গানারাণ অত বড় পণ্ডিত, সে কি আর শাস্ত্রবিচার না করেই এমন কাজ করেছিল! আমরাই না বুঝে ভুল করিছি, সে ভুলের দণ্ড নিতেই হবে। তার আর কি করবে বলো?

২য় পং। নিতেই হবে ত বল্লে, ফলটা কতদূর গড়াবে তা ভেবেছো? চাপালগোপাল বৈষ্ণবদ্বেষী হ'য়ে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়েছিল! ওঃ! কি ভীষণ! আমাদেরও ভাগ্যে কি তাই আছে নাকি?

১ম প। শুধু কি তাই? কাজটা অতি গর্হিত হয়ে গিয়েছে। সাধুনিন্দা অপরাধে জন্মজন্ম নরকভোগ করতে হয়। বৈষ্ণবনিন্দায় রৌরবে পচ্‌তে হয়।

৩য় প। কিন্তু এক উপায় আছে। দেখ, ওঁরা ভক্ত, সহজেই করুণহৃদয়, গঙ্গানারাণকে কাকুতি করে' ওঁর পা'য়ে গিয়ে পড়ি চলো, উনি ক্ষমা করে' কৃপা করলে চাইকি আমরাও উদ্ধার হতে পারি।

১ম প। বেশ বলেছো; ঠিক্ ঠিক্, তবে তাই করি চলো।

২য় প। চলো চলো, গঙ্গানারাণকে ধরি গে চলো।

৪র্থ প। দুর্গা শ্রীহরি নারায়ণ রক্ষা কর।

(পণ্ডিতগণের প্রস্থান।)

—:*:—

সপ্তম দৃশ্য।

গাম্ভীলার ঘাট।

ঠাকুর মশাই ও ভক্তবৃন্দ।

ঠাকুর মশাই। (ধীরে ধীরে) আর কেন? এ দুর্ব্বহ দেহ নিয়ে আর ত চলে না। প্রভো! দীনবন্ধো! জীবের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করো। মঙ্গলময়! জীবের মঙ্গলবিধান করো।

গঙ্গানারায়ণ। আপনি এই পৈঠায় বসুন, আমি শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করে দিই।

রামকৃষ্ণ। অধীনকে বঞ্চিত কোরো না ভাই। তুমি দক্ষিণ অঙ্গ মার্জ্জনা করো, আমি বাম অঙ্গ সেবা করি।

ঠাকুর মশাই। (হাসিতে হাসিতে) তোমরা যেন দুই সতীন, আর আমি যেন হয়েছি দোজবোরে বর। যাতে তোমাদের আনন্দ হয় তাই করো। আহা! (গঙ্গাদেবীকে দণ্ডবত করিয়া পৈঠায় উপবেশন) অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ ভক্তকোলে, কি শুভযোগ! (নিমীলিতনেত্রে ভক্তবৃন্দের প্রতি) তোমরা একটু হরিনাম করো না ভাই।

ভক্তগণ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(সংকীর্ত্তন।)

গঙ্গানারায়ণ। একি? একি! রামকৃষ্ণ, একি ভাই! ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!

(কম্পন)

রামকৃষ্ণ। তাইত ভাই একি! প্রভু! প্রভু! একি লীলা! শ্রীঅঙ্গ যে গলে' ক্ষীরধারা হয়ে গঙ্গাজলে মিশিয়ে গেল, রাখা যাচ্ছে না ত। প্রভো, প্রভো, ঠাকুর মশাই,—করুণানিধান, তুমি কই? এই বসেছিলে, কোথা গেলে, হাতের ওপর গলে' পালিয়ে গেলে! একি হোল! একি হোল! তুমি নাই! তুমি কই? ঠাকুর মশাই, কই, কোথায় তুমি প্রভু?

গঙ্গানারায়ণ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) কি! কি বল্‌লে রামকৃষ্ণ! ঠাকুর মশাই কই! ঠাকুর মশাই নাই! ঠাকুর মশাই গঙ্গাজলে! ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই! প্রভু! প্রভু!

(ঝম্পপ্রদান।)

রামকৃষ্ণ। (ছুটিয়া জাপটাইয়া ধরিয়া)
পণ্ডিত! স্থির হও। স্থির হও।
মনে বুঝি' দেখ মতিমান্।
জলে ডুবি' পাবে কি তাঁহারে?
সংগোপন লীলা এই তাঁর সুনিশ্চিত।
এই মর্ত অদর্শন নদীয়ারি প্রাণ,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত নহে নিরূপণ,
এইমত চলিলেন ঠাকুর মোদের,—
আঁধারি' ভুবন, আঁধারি' খেতরি,
আঁধারিয়ে মো সবার হৃদয়গগন।
পাইব কি ফিরে তাঁ'রে হয়ে নিমগন?
ভবধামে কার্য্য এবে হৈল সমাপন,
চিরতরে নিত্যধামে করিলা গমন।
প্রাণমন ঢালি' এস করি সংকীর্ত্তন,
তাঁহার কৃপায় কালে হইবে মিলন,
সেথা গিয়ে করিব সে শ্রীমুখদর্শন,
আনন্দে সেবিব তাঁর যুগল চরণ।
(অদূরে দেখিয়া) ওই দেখ, কে আস্‌ছেন?

(ক্ষ্যাপা মার প্রবেশ ।)

ক্ষ্যাপা মা। নিত্যধামে নিত্যলীলা নিত্যানন্দ বাজিছে—
নিত্য নব নরোত্তম নিত্য নব আসিছে—
গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল।
নিত্য হরি সহচরী নিত্য নূপুর বাজিছে—
নৃত্যগীতে প্রেমানন্দে প্রেমময় সেবিছে—
গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল।
নিত্য ফুলে নিত্য সেবা নিত্য মালা গাঁথিছে
নিত্যাবেশে হেসে হেসে অঙ্গে ফুল দিতেছে—
গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল।
নিত্য নূতন নূতন লীলায় নানা কাচ কাচিছে
রঙ্গে ভঙ্গে প্রেমতরঙ্গে রূপে গুণে মাতিছে—
গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল গৌরহরি
নিত্য রাসে রাসেশ্বর রসের বাদর ঝরে রে
চলে' গলে' ডুব্‌বি কেরে আয় চলে আয় আয় না রে-
গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল গৌরহরি

ভক্তগণ। হরে কৃষ্ণ রাম গৌর বলরে ভাই বলো রে
গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল।
নিতাই গৌরাঙ্গ বল বল রে ভাই বলো রে
গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল গৌরহরিবোল।

(সংকীর্ত্তন...)

জয় কলিযুগপাবন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জয়

„ পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিতাই চাঁদের জয়

„ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের জয়

„ শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের জয়

„ জয় ছয় গোস্বামীর জয়

„ শ্রীগোপাল ভট্ট গোঁসাঞির জয়

„ শ্রীলোকনাথ ভূগর্ভের জয়

„ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের জয়

„ জয় শ্যামানন্দ প্রভুর জয়

„ „ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের জয়

„ „ ঠাকুর মশায়ের জয়

„ শ্রীনিত্যানন্দগৌরাঙ্গের আবেশাবতারের জয়

„ শ্রীনরোত্তম ভক্তবৃন্দের জয়

„ জয় গৌরভক্তবৃন্দের জয়

„ „ শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুরের জয়

„ „ উপস্থিত বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীর জয়

„ „ গুরু গোঁসাঞির জয়

আবার বলো জয় শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জয়

শ্রীগৌরাঙ্গের জয়

শ্রীগৌরাঙ্গের জয়

শ্রীগৌরাঙ্গের জয় ॥ (দণ্ডবত প্রণাম।)

যবনিকা—পতন।

ওঁ শ্রীশ্রীগৌরায় অর্পণমস্তু শ্রীগৌরভক্তপাদায়।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রন্থ—পরিচয়।

1. **LIFE OF LOVE** or the life-sketch of Sri Sri Radha Raman Charan Das Dev. This Book deals with the life-story of the Reversed Babaji Mohasaya of Puri. This book will afford all soul-hungry readers with enough healthy food and drink.

2. **THE UNIVERSAL RELIGION OF SRI CHAITANYA**:—showing that this religion embraces, and yet exceeds all other religions, in as much as it unfolds the different stages, as also the last best acquisition of the human soul

৩। **শ্রীশ্রীগীতগৌরাঙ্গ**—৪০৮ শ্রীনামে সূত্রাকারে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবিলাস আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আহ্নিককালে স্মরণীয় ও ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনীয়।

৪। **শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ** (নাটক)—শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি প্রাম[illegible] গ্রন্থাবলী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলাম[illegible] নাটকাকারে গ্রথিত হইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বি[illegible] কিছু জানেন না তাঁহারাও শ্রীচৈতন্যে বিশ্বাস করিবার পথ খুঁ[illegible] পাইবেন।

৫। **কাঙালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ**—"চণ্ডাল নাচুক তোর নাম [illegible] লৈয়া।" (চৈঃ ভাঃ।) গৌর-আনা-ঠাকুরের এই উক্তি ভক্তবা[illegible] কল্পতরু শ্রীভগবান কিরূপে সফল করিয়াছেন তাহাই পাঠ ক[illegible] কৃতার্থ হউন।

৬। **অনঙ্গের রঙ্গ**—ব্রজের পরম রসতত্ত্ব শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণে নাটিকাকারে অল্পাক্ষরে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

☞ বিশেষ দ্রষ্টব্য:—গ্রন্থাবলীর বিক্রয়লব্ধঅর্থ শ্রীগ্রন্থপ্রচারকার্য্যেই সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত হইয়া থাকে।